জ্ঞানাঞ্জন।

অর্থাৎ

বিদ্যাশ্রেণী, রাজশ্রেণী, গার্হস্থ্যশ্রেণী, সেবাশ্রেণী,

প্রভৃতি নানা বিষয়

শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক

বিরচিত

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত

হইল

১২৫৪ সাল। ইং ১৮৪৭ সাল।

A. LAWRENCE, PRINTER, SUMACHAR CHUNDRIKA PRESS

কর্ম্মাঞ্জনস্য সূচীপত্রং।

বিষয়	সঙ্খ্যাপত্রাঙ্ক।

কর্ম্মাঞ্জনস্য সূচীপত্রং।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

অথ কর্ম্মাঞ্জনং ।

সপ্তষট্‌সপ্তভূশাকে শাস্ত্রলোকানুসারতঃ।
কর্ম্মণাং দৃষ্টয়ে কর্ম্মাঞ্জনং তত্তন্যতে ময়া ॥

১। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, জ্ঞান আর কর্ম্ম, উভয় প্রকারে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই উভয়ই ধর্ম্মাচরণ বিনা সম্ভব নহে। অত এব জ্ঞানাঞ্জন এবং ধর্ম্মাঞ্জনে জ্ঞান ধর্ম্মের প্রস্তাব অস্মৎ কর্ত্তৃক বিস্তারিত হইয়াছে। যদ্যপি তাহাতে কর্ম্ম বিষয়ক অনেক কথাই ব্যক্ত আছে, তথাপি কর্ম্মমর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে কিঞ্চিৎ অবশ্য বক্তব্য হইল।

২। কর্ম্মলক্ষণ সর্ব্ববর্ম্মকৃত কলাপে উক্ত আছে, য, ॥ যৎ ক্রিয়তে তৎকর্ম্ম ॥ অর্থাৎ ক্রিয়াব্যাপ্যং কর্ম্ম ইতি। কিন্তু সে বৈয়াকরণীয় কারক বিশেষ মাত্র। এবং। শুভানামশুভা

নাং হি কর্ম্মণাং জন্ম ভারতে। ইতি পুরাণোক্ত কর্ম্ম, অদৃষ্ট পদার্থ গুণবিশেষ। ফলে, দ্রব্যং গুণা স্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং। সমবায় স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ। ইত্যাদি পদার্থান্তর্গত কর্ম্মশব্দে ক্রিয়ামাত্র প্রতিপাদন করে। ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপযোগি সেই ক্রিয়ারূপ কর্ম্মই বোধ হয়। যাহার দ্বারা এই জগতে পরমেশ্বরের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও মহা মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

৩। অতএব সমস্ত সৃষ্টির তাৎপর্য্য সেই কর্ম্মই দেখা যায়। তথাচ মনুঃ। ১।২৬।

কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥

অস্যার্থঃ। পরমাত্মা কর্ম্মের পার্থক্য নিমিত্তে ধর্ম্মাধর্ম্মকে পৃথক্ করিলেন এবং ধর্ম্মে সুখ আর অধর্ম্মে দুঃখাদি দ্বারা পরস্পর বিরোধি অনুষ্ঠানে এই সকল প্রজাকে নিয়োগ করিলেন।

৪। মনুষ্য মাত্রে সেই কর্ম্মের ভার আছে এমত নহে যেহেতুক সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এবং কীট, পতঙ্গাদি, মৎস্য, হস্তী, পর্য্যন্ত তাবৎ পশু, পক্ষী, জলচর, ভূচর, খেচর, জীব, স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত চেতন, অচেতন, পদার্থ সকলেই ঈশ্বরনিয়োজিত স্বস্ব ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাদিগের সমস্ত কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরেচ্ছা সম্পন্ন হয়। যথাহ মনুঃ। ১। ৮২।

যস্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানানঃ পুনঃ২ ॥

অর্থঃ। ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টিতে যাঁহাকে যে কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে পুনঃ২ সৃষ্ট হইয়াও জাতি প্রকৃতি স্বভাব গতিকে সেই কর্ম্মেতে আবিষ্ট হয়।

৫। জগতে ধাতু, মূল, জীব, এই তিন প্রকার পদার্থ বিভাগ আছে। ধাতু, পৃথিব্যাদি পদার্থ গুণাধার নিয়ত আকর্ষণ বিক্ষেপণাদি সত্তাশালী। মূল, বৃক্ষাদি বিশেষ বৃদ্ধ্যাদি ক্রিয়া সত্তা শালী। জীব, গমন আহারাদি ব্যাপ র সত্তাশালী। যেমন চন্দ্র মণ্ডলাদির ভ্রমণ নিয়ত দেখা যায় এবং সমুদ্রাদি হইতে বাষ্প উঠে তাহাতে মেঘ হয় মেঘ দ্বারা বর্ষা ও স্রোত নদী আদিরূপে সেইজল পুনঃ সমুদ্রে প্রবেশ হয় সেইরূপ জীব সকলের শরীরে কএক ভ্রমণ আছে তাহার বিবরণ এই, আত্মারূপ চিদাকাশ হৃদয়ে বিদ্যমান, তৎস্থ প্রাণ বায়ু আহারীয় বাষ্প সহযোগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গত হওত নাসারন্ধ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া পুনরাবৃত্তরূপে হৃদয়ে প্রবেশ হয়। তথা আহার জন্য বল, বল জন্য চেষ্টা, চেষ্টা জন্য পাক, পাক জন্য আহার, এবং বীজ জন্য দেহ, দেহ জন্য ধাতুপাক, ধাতু পাক জন্য বীজ, কিন্তু সেই বীজ ক্ষরণে ও ধারণে আনন্দ সংযোগ হওয়াতে তাবৎ জীব স্বভাবত তাহাতে মহাব্যগ্র হয় ফলে ঐরূপে ঈশ্বরের সৃষ্টি সতত নির্ব্বাহ হয়। ঐ বীজ

পর্য্যন্ত জীবের শরীর গ্রহণের ফল দেখা যায় বটে। বস্তুতস্তু ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন হইয়া নানা জন্ম, নানা কার্য্য করণের পর মনুষ্য দেহ লাভ করিলে যদি মোক্ষরূপ ঐ ব্রহ্মে পুনর্লীন হয় তবেই সে প্রকৃত ভ্রমণ শরীর ধারণের মহাফল যথার্থ হয় তাহা তত্ত্বজ্ঞানেই লাভ হয়। যেমন আম্র বীজ জন্য অঙ্কুর, অঙ্কুর জন্য বৃক্ষ, বৃক্ষ জন্য ফল, ফল জন্য বীজ হয়। এইরূপ ভ্রমণের দ্বারা কোটিং কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। মূল ঈশ্বর। তথাচ গীতা।

ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানিযন্ত্রারূঢানি মায়য়া।

তাহাতে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি ক্রিয়া, সকল জীবের সমান। মনুষ্যে বিশেষ জ্ঞানক্রিয়া মাত্র, তদ্ব্যতিরিক্ত মনুষ্য অন্য পশু আদির তুল্যই আছে। তথাচ নৃসিংহপুরাণে।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞানং নরাণামধিকং হি লোকে জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

৬। ইহা প্রত্যক্ষই আছে যে জীব সকল জঠরানলের উক্তে জনাতে তাবৎকাল মহাব্যগ্র ও ব্যস্ত এবং ঐ উপলক্ষে নানা বিধ কার্য্যে নিপুণ হয়। ঐ মত নিদ্রা বিষয়ে তৎস্থান অনসন্ধা নাদি করণে, এবং দুঃখ ভয়ে তাহার প্রতিকার কর্ম্মে, আর স্ত্রী সংসর্গ বিষয়ে তদুদ্যোগে ব্যাকুল হওত বিবিধ চেষ্টা করি তেছে। ঐ স্ত্রী সংসর্গ গতিকেই সর্ব্ব জন্তুর বংশ রক্ষা এবং

সেই বংশধর সন্তান পোষণ ও রক্ষণাদি কার্য্য বিস্তার হই তেছে। কিন্তু বিবেচনা করিলে অন্যান্য পশু সকল কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থই স্বভাবত সন্তানে স্নেহ করে, আর মনুষ্যে লোভ ক্রমে প্রত্যুপকারার্থ তাহা করিয়া থাকে এমতে নরের স্বভাব তদ্বিষয়ে অধম বোধ হয়। তথাচোক্তং মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু। কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড়্যমানানপি ক্ষুধা।। মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি। লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি।।

অস্যার্থঃ। ঋষি কহেন হে মনুজব্যাঘ্র সুরথ রাজন্, তুমি কি দেখ না যে পক্ষী সকল স্বয়ং ক্ষুধাতে পীড়িত হইয়াও তণ্ডুল কণাদি শাবকচঞ্চুতে প্রদান করে। কিন্তু মনুষ্য সকল লোভক্রমে পরে উপকার করিবেক এই নিমিত্তে সন্তানের প্রতি স্নেহাভিলাষ করে।

৭। তথাপি অন্যান্য জীবের স্বভাবত ঐ সকল ব্যাপার সিদ্ধ হয় মনুষ্যের জ্ঞান শক্তির প্রচুরতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাপার সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য কার্য্যানুষ্ঠান হেতুক নানামতে অদ্ভুত কার্য্য বাহুল্য ঘটে।

৮। ঐ কার্য্য বাহুল্যাতিরিক্ত মনুষ্যের বিশেষ জ্ঞান জন্য বিশেষ কার্য্য এই যে ঈশ্বরারাধনা করণ সেই আরাধনা দুইমত এক জ্ঞানযোগে দ্বিতীয় কর্ম্মযোগে, সেই কর্ম্ম ক্রিয়া যোগের স্বরূপ এই যে ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে ঈশ্বর প্রীত্যর্থ ক্রিয়া করণ মাত্র। তথাচ গীতা।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা, ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি ॥

অস্যার্থঃ। হে অর্জ্জুন তোমার অধিকার কেবল কর্ম্ম করণেতেই আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই, অতএব তুমি ফলোদ্দেশ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাভাব নিষ্কর্ম্মে কি কুকর্ম্মে থাকিও না।

৯। কিন্তু ঈশ্বরারাধনা ক্রিয়াযোগ বিবেচনা করিলে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কর্ত্তব্য স্বীয়২ সৎকর্ম্ম করিলেই সিদ্ধ হয়। তথাচ ভগবদ্গীতা।

যত এতানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

অস্যার্থঃ। যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণি আদি হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা এই সর্ব্ব জগৎ বিস্তার হইয়াছে, সেই পরমেশ্বরকে স্বীয় সৎকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিলেই লোক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং যোগ বাশিষ্ঠে।

বিচিত্র চেষ্টা পুষ্পেণ বুদ্ধ্যাত্মানং সমর্চ্চয়েৎ।

অর্থাৎ। নানা প্রকার সচ্চেষ্টা দ্বারা বুদ্ধি সহকারে আত্মাকে পূজা করিবেক ফলতঃ আত্মার সন্তোষার্থ সকলেই চেষ্টা করে বটে কিন্তু সর্ব্বব্যাপী আত্মা এক হন। স্বার্থে অন্যের পীড়াকর কর্ম্ম হইলেই সেইআত্মা দুঃখ দেন। এমতে উক্ত হইয়াছে যে।

পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নং।

১০। অতএব কর্ম্ম বিশেষরূপে মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে আছে তাহা সামান্যতঃ সদসদ্রূপে দুই ধারা দেখা যায়। যদি বল যে ঈশ্বরেচ্ছা কর্ম্ম তাহার সদসৎ বিচার কি আছে। উত্তর, এইরূপ কথা ন্যায় ও যুক্তি সিদ্ধ নহে কেননা যে পরমেশ্বর কর্ম্মার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সদসদ্বিবেচনার্থ বুদ্ধিও বিধান করিয়াছেন, অপিচ যাহার সৎসৌভাগ্য থাকে তাহার তদনুসারে প্রকৃতি ও স্বভাব ও সংসর্গ ও উপায় ও করণ ও কারণাদি সামগ্রীর যোজনা সেই ঈশ্বর ঘটনা করেন অতএব যেমন লোক সকল শারীরিক ব্যাপারে অনিবার্য্য সেই মত স্বাভাবিক কার্য্যেও অধৈর্য্য। তথাচ গীতা।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥

অস্যার্থঃ। লোক সকল প্রকৃতির গুণের দ্বারা অবশ হইয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়। তাহাতেই পুরাণং।

প্রের্য্যমাণোঽপি পাপেষু শুদ্ধাত্মা ন প্রবর্ত্ততে।
বার্য্যমাণোঽপিপাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি।

অর্থাৎ শুদ্ধাত্মা যে লোক তাহাকে কেহ পাপ কর্ম্মে নিয়োগ করিলেও পাপ করে না আর পাপ প্রকৃতি যে লোক তাহাকে বারণ করিলেও পাপ করে।

১১। ঈশ্বরেচ্ছা নিয়মে সমস্ত ব্যক্তি স্বস্বাদৃষ্ট বশত ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, তাহাতে অসৎ কার্য্যের বিধানের আবশ্যক নাই এবং অসৎ বিদ্যার নিমিত্তে শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ

শালাদি কুত্রাপি দৃশ্য হয় না, যেহেতুক কুকার্য্য উপদেশ অপেক্ষা করেনা আপনা হইতেই লোক মন্দকর্ম্মে তৎপর হয়। তথাচ পুরাণং।

কোবন্ধুর্নাম দুষ্টানাং কুপ্যতে কো ন যাচিতঃ।
কো ন তৃপ্যতিবিত্তেন কুকৃত্যে কো ন পণ্ডিতঃ ॥

অস্যার্থঃ। দুষ্টলোকের বান্ধবতা কাহার সহিত থাকে। যাচ্ঞা করিলে কে বিরক্ত না হয়, এবং বিত্ত পাইলে কে সন্তুষ্ট না হয়, কুকার্য্যে কে পণ্ডিত নয় অপিচ অসৎ কার্য্যে সকলেই পণ্ডিত।

১২। এমতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সৎকর্ম্মের বিধান ও নীতিশিক্ষা ও তাহার প্রবৃত্ত্যপযোগি আয়োজন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই লোকের ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সাধন ও পরমেশ্বরের কৃপা লাভ হয়।

১৩। সৎকর্ম্মের লক্ষণ মার্কণ্ডেয় কহেন।

যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সা মেতি পুত্রক।
তৎ কর্ত্তব্যং বিশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥

অস্যার্থঃ। যে কর্ম্ম করিলে আত্মাতে খেদ ও গ্লানি না হয় এবং যে কার্য্য সজ্জন সমাজে ও রাজ সমীপে গোপন করিতে না হয় সেই সৎকর্ম্ম শঙ্কারহিত হইয়া করিবেক।

১৪। যেমন লোক সকল আত্ম বিবেচনানুসারে সৎকর্ম্ম করিবেক সেইমত সৎকর্ম্মশীল সৎপুরুষের সংসর্গ হইতেও

অনেক সৎকার্য্যের ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা ও প্রবৃত্তি লাভ করিবেক কেননা সৎপিতা মাতা ও সদন্ন ভক্ষণ ও সচ্ছাস্ত্রাধ্যয়ন যেমন সদাচারের কারণ হয় সেইমত সৎসঙ্গও কারণ। তথাচ পুরাণং।

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥

অস্যার্থঃ। নীচসঙ্গে নীচপ্রকৃতি হয়, সমান ব্যক্তির সঙ্গে সমান থাকে, আর বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিশিষ্ট হয়, সুতরাং প্রত্যেক কর্ম্মে লোকের পরস্পর একানুষ্ঠান ও এক জাতীয় ব্যাপারে তৎ দলস্থ তাবতেরই মহোপকারতা দেখা যায়।

১৫। এই কারণ চতুর্ব্বিধ শ্রেণীতে সৎকার্য্যের বিভাগ পূর্ব্ব হইতে নিয়ম হইয়াছে। সেই২ কর্ম্ম শ্রেণীপ্রযুক্ত ভারতবর্ষে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়। তদ্যথা বিদ্যা শ্রেণী, রাজ্য শ্রেণী, গার্হস্থ্য শ্রেণী, আর সেবা অর্থাৎ চাকরি শ্রেণী। তথাচ গীতা। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। অর্থাৎ ভগবান্ কহিলেন যে গুণ আর কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা চারি বর্ণ ধর্ম্ম আমি সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ চারি ভাগের অন্তর্গত অনেক২ ধারা ব্যাপার কৌশল আছে অতএব এই গ্রন্থে ঐ চতুর্ব্বিধ সৎ কর্ম্মের বিস্তারিত ও বিবরণ চারি প্রকরণে উক্ত হইল।

অথ বিদ্যা শ্রেণী প্রথম প্রকরণ।

তাহাতে ১০ ধারা আছে। ১ বিদ্যা শব্দার্থ ও পদার্থ।

২ বিদ্যার প্রয়োজন। ৩ বিদ্যার উৎপত্তি। ৪ অক্ষর বিষয়। ৫ বিদ্যা শিক্ষা করণ। ৬ বিদ্যা শিক্ষা দেওন। ৭ বিদ্যার বৃদ্ধি চেষ্টা। ৮ বিদ্বানের গৌরব। ৯ মূর্খতা দোষ। ১০ বিদ্যা ফল বিপর্য্যয় বিবেচনা।

কেন উপনিষৎ বেদে আখ্যায়িকা ব্যাজে কহেন যে বিদ্যা বিনা ঈশ্বর জ্ঞান হয় না এবং মনুঃ। ১২। ১০৪। তপসা কিল্বিষংহন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। এমতে বিদ্যা দ্বারা ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধ হয় অতএব শ্রদ্ধান্বিত রূপে বিদ্যা কার্য্য ভগবদুপাসনাই তাহার বিস্তার এইং।

১ প্রথম ধারা বিদ্যা শব্দার্থ ও পদার্থ।

১। বিদ্যা শব্দে আত্মজ্ঞান বুঝায় কিন্তু বিদ্যা শ্রেণীতে বিদ্যা শব্দের ব্যাপকার্থ স্বীকার আছে এমতে বিদজ্ঞানে বিদ ধাতুর প্রকৃতার্থ গ্রহ করিতে হইবেক তাহাতে মনুষ্যের বুদ্ধি সাধ্য পর্য্যন্ত পদার্থ সকলের সম্যক্ জ্ঞান করণ রূপ অর্থ হয়।

২। এতাবতা কি পরমাত্মা, কি দেহাত্মা, কি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দিগ, কাল, গুণ, কর্ম্ম, জাতি বিশেষ, সমবায়াদি জগতের তাবৎ পদার্থের স্বাভাবিক গুণ ও অবস্থা এবং তৎ সংযোগ ও বিকার জনিত গুণ, ও অবস্থা মনুষ্যের বোধগম্য পর্য্যন্ত অনুভব, অনুশীলন, ও পরীক্ষা, করণ সমস্তই বিদ্যা শ্রেণীর অন্তর্গত হয়। অতএব জ্ঞান বিদ্যা ও নানাপ্রকার শিল্প বিদ্যা, এস্থলে বিদ্যা শব্দের অর্থ হয়।

৩। বিদ্যা বস্তু বিচারে বোধ হয় যে বহুতর প্রাচীন লোকের বিদ্যা ও অনুভব ও পরীক্ষার ফল আত্ম বুদ্ধিতে বিশিষ্ট সংযুক্ত হইলেই তাহা লোকের স্বীয় বিদ্যারূপে পরিণত হয় যেমত ধান্যাদি শস্য ও মৃগমাংসাদি আহার পাক রূপে দেহযুক্ত হইলে স্বীয় মাংসাদি গ্রহ হয় তদ্রূপ।

৪। আর মনুষ্যের যে বুদ্ধি আছে সে প্রায় অঙ্গারস্থ অগ্নির ন্যায়। যেমন বায়ু সংযোগে অঙ্গারস্থ অগ্নি দীপ্যমান হইয়া আলোক প্রকাশ করে তাহাতে সকল বস্তু দৃষ্ট হয় সেইরূপ মনুষ্যের বুদ্ধি, বিদ্যাযোগে সুপ্রকাশ হইলে সদসৎ সকল পদার্থজ্ঞান হয়। এবং এক প্রদীপের স্থলে অনেক প্রদীপ থাকিলে যেমত অধিক আলো দেখাযায় তদ্রূপ এক মনুষ্যের বুদ্ধিতে বিদ্যারূপ অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্যতা হইলে অনেক বিষয় প্রকাশ হয় অতএব ধর্ম্মাঙ্গনের ধীপ্রকরণোক্ত অনুষ্ঠান সর্ব্বথা বিধেয় এবং মানব ধর্ম্মেও তাহাই বিধান আছে তথাচ ৪।১৯।

বুদ্ধি বৃদ্ধি করাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানিচ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্য বেক্ষেত নিগমাং শ্চৈব বৈদিকান্।।

অস্যার্থঃ। শীঘ্র বুদ্ধি বৃদ্ধি জনক ও ধনোপার্জন অর্থ শাস্ত্রাদি আর দৃষ্টোপকারক হিত শাস্ত্র ও বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞান গ্রন্থ সকল নিত্য আলোচনা করিবেক।

৫। অন্নপান বসন ভূষণ স্ত্রীশয্যাদি সুখ সমস্তই অন্য বস্তু কি ব্যক্তির স্বাবকাশ অপেক্ষা করে বিদ্যাসুখে তাহার মত

কোন পরবশ্যতা ক্লেশ নাই কেবল আত্মমনঃসংযোগেই সিদ্ধ হয়।

৬। কোন২ সুখের উদ্রেক ও আমোদ কাল ও দেশ ও শরীরের অবস্থা বিশেষে হইয়া থাকে বিদ্যার আমোদে দিবা রাত্রি শীত গ্রীষ্ম ও স্থল জলাদি কিম্বা বাল্য যৌবন বৃদ্ধাদি অপেক্ষা নাই। সর্ব্বদা আত্ম সংস্কারে স্বর্ণপদ্মের ন্যায় নিত্য প্রফুল্ল থাকে।

৭। জগতে সুখাস্পদ অনেক পদার্থের অবধি ও সীমা আছে যথা রাজ্য কি ধন ইত্যাদি কিন্তু বিদ্যার সীমা নাই এবং অন্যান্য সুখ সামগ্রীর ক্ষয় ও অপচয় আছে বিদ্যার ক্ষয় নাই। তথাচ।

জ্ঞাতিভি র্বণ্টনেনৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যা রত্নং মহাধনং॥

অপিচ বিদ্যা সুখ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বিদ্যা সুখাস্বাদ অনন্ত সুখাস্পদ বোধ হয় এবং বিদ্যাহীনের জীবন বৃথা। অতএব চাণক্যোক্তং।

অবিদ্যা জীবনং শূন্যং দিক শূন্যাশ্চেদবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্ব শূন্যা দরিদ্রতা॥

২ দ্বিতীয় ধারা বিদ্যা প্রয়োজন।

১। জগতে যে কিছু কর্ত্তব্য আছে তাহাতেই বিদ্যার আবশ্যক। বিদ্যা বিনা কোন প্রকারে কোন বিষয় নিষ্পত্তি হয়

না। যদ্যপি অন্যান্য পশুর মত মনুষ্যের আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, বিষয়ক চেষ্টাতে স্বভাবত জ্ঞান প্রবৃত্তি দেখা যায় তথাপি মনুষ্য জাতিতে তাহার বিশেষ পরিপাটী ও বিশেষ অনুষ্ঠানে অবশ্যই বিদ্যার প্রয়োজন আছে।

২। যেহেতু বিদ্বান্ আর অবিদ্বানের কার্য্যে মহা ভেদ উপলব্ধি হইতেছে আর সেই ভেদ দ্বারা বিদ্যাবন্তের ও মূর্খের সুখ দুঃখের তারতম্য ঘটনা হয় অপিচ পণ্ডিতেরা যে সকল পদার্থ জ্ঞান করিতে পারেন ও অনায়াসে ও কৌশলে যে সকল কার্য্য সাধন করেন মূর্খ লোকে বহু পরিশ্রম ও মহা যত্নেও তাহা পারেনা।

৩। দেখ গণিতশাস্ত্রপারগ যেমত গণনা করে ও তাঁতী লোকে যেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে অনবগত লোকে তাহা কখন করিতে পারেনা এবং যন্ত্র কৌশল বেত্তারা নানা কৌশলে যেমত কর্ম্ম চালায়, অন্য লোকে তাহা কোন মতে বুঝিতেও পারেনা।

৪। এস্থলে বিদ্যার তাৎপর্য্য এমত নহে যে কেবল কতক পুথি কেতাব পাঠ করিলেই হয় বরং তাৎপর্য্য এই যে যে কোন বিষয় কেন হউকনা লেখাপড়া জানুক কি নাজানুক তত্তৎ বিষয় সম্যক্ রূপ অবগত ও অভ্যাস থাকিলেই তাহাকে তদ্বিষয়েতে বিদ্বান্ কহিতে হয়।

৫। এমতে নিশ্চয় হইতেছে যে শাস্ত্র দ্বারাই হউক কি শিক্ষা ও দৃষ্টি ও স্বীয়ানুভব পরীক্ষা, ও বুদ্ধি যোগ ও নিপুণ চিন্তাতেই হউক পদার্থ সকলের প্রকারতাদি ও বৈকারকীশক্তি ও সং যোগ কৌশল যে কোন মতে যে কোন ব্যক্তি জানিতে পারে সেই বিদ্বান্ হয়। এতাবতা জগতে বিদ্যা শ্রেণীর আবশ্যক। ও সকল বিষয় জ্ঞাত হওন মহা পৌরুষ। তবে লেখা পড়া ব্যতিরেকে ঐ বিদ্যাহীন তেজ অচিরস্থায়ী, ও অল্পোপ কারী, হয়।

৬। জগতে সমস্ত জীব হইতে মনুষ্য উৎকৃষ্ট ইহা সকলেই স্বীকার করেন তথাচ মনুঃ।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধি
জীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ইত্যাদি।।

কিন্তু অন্যান্য জীবের স্বাভাবিকী শক্তি যেমত আছে মনু ষ্যের তাহার মত দেখা যায় না। ইহাতে এই নিশ্চয় আছে যে মনুষ্য ব্যক্তিমাত্র উৎকৃষ্ট নহে, বরং কাম, ক্রোধ হিংসা, ঈর্ষা, রাগ, দ্বেষ, জন্য দোষ প্রাবল্যে অন্য পশ্বাদি অপেক্ষা মনুষ্য অতি অধম ও অপকারী জ্ঞান হয় ফলে মনুষ্য জাতি সংহতি গুণ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রধান ও উৎকৃষ্টতম হয়।

৭। ঐ সংহতি গুণ বহুজন সমবেত থাকাতে মনষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য যে অনেকে এক পরামর্শী ও এক কার্য্যান্বয়ী হয়। তাহাতে দুষ্কর্ম্মের সাহিত্য সহজেই হইয়া থাকে তাহার কারণ

মনুষ্যের কদর্য্য স্বভাব। কিন্তু সৎকর্ম্ম নিমিত্তে সেই সাংহত্য বিদ্যা বিনা কোন রূপেই হইবার সম্ভাবনা নাই।

৮। দেখ যে মনুষ্য ব্যক্তি বিবেচনাতে পিতা পুত্রের এক প্রকৃতি ও একস্বভাব কদাচ কুত্রাপি দুর্ল্লভ। সেই মনুষ্য নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় অশন বসন আকার প্রকারে ভিন্নং হইয়াও যুক্তি যুক্ত ও তর্ক সিদ্ধান্ত বিষয়ে সকলেই একবাক্য ঐক্য মত হয় সেই একতার কারণ কেবল বিদ্যাই দেখা যাইতেছে।

৯। ঐ ঐক্যতার তাৎপর্য্য এমত নহে যে যেমত কোনং পশু পক্ষিরা ঝাঁকেং থাকে ও তাহার মধ্যে কোন অনর্থক বিষয়ে একটা উড্ডীয়মান হইলে, কি কোনদিগে গমন করিলে তদ্দলস্থ তাবতে তাহার অনুগামী হইয়া বেড়ায়। সেইমত মনুষ্য জাতীয় সকলে কোন ব্যক্তির অবিবেচনা কৃত কার্য্যের অনুগামী হয়। বরং এস্থলে ঐক্যতার প্রকার এই যে যেমন সূর্য্যাকর্ষিত জলকণা সকল সমুদ্র ও নানা পদার্থ হইতে নির্গত হইয়া গগন মণ্ডলে একত্রীভূত হওত মেঘ রূপে ঘটা করিয়া বর্ষণ হয় ও তাহাতে তাবৎ জীবের জীবনোপায় নদী নদাদি জলপূর্ণ ও শস্যোৎপত্তি আদি হয় যথা বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ১১ অধ্যায়ে।

আদত্তে রশ্মিভির্যন্তু ক্ষিতি সংস্থং রসং রবিঃ।
তমুৎ সৃজতি ভূতানাং পুষ্ট্যর্থং শস্যবৃদ্ধয়ে।

সেই রূপ দেশাবচ্ছেদে তাবৎ লোক সর্ব্ব সাধারণের উপকার ও সুখসাধনে যত্নবান্ থাকিয়া যে লোকের যেমত শক্তি ও সাধ্য

তদনুরূপ তত্তদ্বিষয়ে চেষ্টা ও উদ্যোগ করেন এমতে ধর্ম্ম মেঘ স্বরূপ সেই যত্ন সফল হয়।

১০। যথা কোন গ্রামের প্রান্তে যদি মারাত্মক জন্তু বিশিষ্ট একটা মহারণ্য থাকে আর ঐ অরণ্যের চতুর্দিক্স্থ লোক সকল ঐক্য হইয়া কেহবা কাষ্ঠাদি প্রয়োজন বশত কেহবা অবকাশমত ঐ বনের দুই একটা বৃক্ষ ছেদন করিতে থাকে তবে অল্পকালেই সেইবন নষ্ট হইয়া শস্যাদির যোগ্য পরিষ্কার স্থান হয়, তাহাতে স্বীয় এবং বংশ পরম্পরা সকলেই সুখী হয় এই ধারা পথ নির্ম্মাণ ও সেতুবন্ধ করণ আদি নানা মহা মহা কার্য্য এক ব্যক্তির অসাধ্য ব্যাপার অনেকের সাহায্যে সুশৃঙ্খল দেখাযায়।

১১। আরো দেখ যেমত পিপীলিকা গণ ক্ষুদ্র হইয়া স্বাভাবিকী শক্তি উদ্যোগে নানাদিগে নানাব্যক্তি গমনাগমন করিয়া কোনস্থানে কেহ কিছু ভক্ষ্যাদি প্রাপ্ত হইলে স্বযংতৃপ্ত হইয়া স্বজাতীয় পোষণার্থ দলস্থ অন্যান্যকে সংবাদ করিয়া এবং পথ দেখাইয়া দেয় তৎপর প্রচুর ব্যক্তি সমূহ সেই ভক্ষ্যে তৃপ্ত এবং তাহার অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করণার্থ ঐক্য হইয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে যত্নকরে। এমতে গ্রীষ্মকাল সঞ্চিত সামগ্রীতে তাহারা শীতকালে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

১২। ঐ মত মনুষ্যেরা কি পারে না অপিচ যে কোন মহাকার্য্য একজনের সাধ্য হয় না তাহা যদি অনেকে ঐক্য হইয়া যথা শক্তি উদ্‌যোগ করে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হয়। যে কোন দেশে যে কোন বিষয় উপকারক ও সর্ব্ব সাধারণের প্রয়োজনীয় পাওয়া যায় তাহা যদি প্রত্যেক জন কিঞ্চিৎ২ সংগ্রহ করিয়া একত্র স্থাপন করে তবে সে দেশোপকারক অবশ্যই হইতে পারে।

১৩। এইরূপ বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত ঐক্যতা যে দেশে ব্যবহার হইতেছে তাহারা পূর্ব্বকালীন অসভ্য থাকিয়াও এইক্ষণে জগতের সভ্য চূড়ামণি ও পরাক্রান্ত দেখা যায় আর ঐরূপ বিদ্যা নৈপুণ্য ও ঐক্যতা না থাকাতে প্রাচীন সভ্য কোন দেশীয়েরা ইদানীং প্রায় বন্য পশুর ন্যায় পর দেশীয়েরদিগের আজ্ঞাবহ আছেন।

১৪। যদিবল ঐরূপ কার্য্য রাজকার্য্য বোধ হয়। উত্তর, সে কেবল ভ্রান্তি মাত্র। প্রজার দ্বারা রাজা, যদি প্রজা সভ্য হয় তবে অসভ্য রাজার রাজত্বই থাকে না। যথা পূর্ব্বকালীন অসভ্য বেণরাজা যাহাকে সভ্য প্রজারা ঐক্য হইয়া উচ্ছিন্ন করিয়া পৃথু রাজাকে সংস্থাপন করে এবং পার্সী দেশে জোহাক রাজাকে বধ করিয়া ফেরেদূন রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আর ফ্রেঞ্চদেশে সন ১৮৩০ সালে চার্লস টেনস রাজাকে দূর করিয়া লুইসফিলিফ রাজাকে সিংহাসনস্থ প্রজারাই করি

য়াছে অতএব প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে দেশের উন্নতি ও সুখ সৌষ্ঠব ও দুঃখনাশ কেবল প্রজার বিদ্যাবত্তা ও সভ্যতাতেই হয়। মনুষ্যের পরস্পর সাহিত্য যতই বৃদ্ধি হয় ততই তাহারদিগের পরাক্রম শক্তির আধিক্য হয়। তথাচোক্তং।

ক্ষুদ্রাণামপিবস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্ব মাপন্নে বধ্যন্তেহপীহ দন্তিনঃ॥

১৫। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে মনুষ্যের উৎকর্ষতা ও সুখ সম্পত্তি কেবল ঐক্যতাতেই হয় ও ঐক্যতা বিদ্যা দ্বারা হয় সুতরাং বিদ্যাই মনুষ্যের সকল মঙ্গলের কারণ হয় এমতে উক্ত হইয়াছে যে নচ বিদ্যা সমোবন্ধুঃ। এবং বিদ্যারত্নং মহাধনং।

---

৩ তৃতীয় ধারা বিদ্যার উৎপত্তি।

১। বিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ে বিবেচনা কর্ত্তব্য যে বিদ্যা আপনিই উৎপন্ন হয় এমত নহে অপিচ বিদ্যার উৎপত্তি যত্নেই হয় যথা আদিপুরুষ প্রজাপতিকে তাঁহার পিতা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া যে উপদেশ করেন তাহাই তিনি প্রকাশ করাতে বেদ শ্রুতি হয় তথাচ। তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতং। তৎপরে মন্বাদি ঋষিগণ ঐ বেদ জ্ঞান সামর্থ্যে জগতের নানা পদার্থ ও দেশ কাল পাত্র বিবেচনাতে নানা শাস্ত্র উৎপন্ন করেন, ও নানা ব্যবসায় নৈপুণ্য জন্মে, ঐ মূল বিদ্যাভ্যাস বশত ইদানীন্তন নানাদেশীয় নানা প্রকার লোকে

অনেক প্রকারে বিদ্যার সংগ্রহ ও পারিপাট্য ও ব্যাখ্যা ও সুশৃঙ্খলা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

২। ফলে যে যে দেশের লোকে ঐ বিদ্যার অনুরাগ না করে তদ্দেশীয় লোক কদাচ সভ্য হয় না এবং প্রত্যেক দেশে স্বীয়২ ভাষাতে স্বদেশীয় বিদ্বান্ লোকের প্রকাশিত বিদ্যা গ্রন্থ না হইলে অপর সাধারণ সর্ব্ব জনের জ্ঞানোদয় পূর্ব্বক দেশের সৌষ্ঠব হয় না।

৩। দেখ গারো ও খশাই ও কুকী ও চোয়াড় প্রভৃতি যে যে অঞ্চলে লিখাপড়া দ্বারা ঐ বিদ্যার উৎপত্তি ও আলোচনা নাই তাহারা বুদ্ধিমান্ হউক কি অবোধ হউক প্রায় সক লেই বন্য পশুর ন্যায় কাল যাপন করে।

৪। অতএব নিশ্চয় হইতেছে যে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বপ্রকার লোকের অতি আবশ্যক এই যে আত্ম অনুভবে প্রত্যক্ষে ও শাস্ত্র দৃষ্টে যেং বিষয় অবগত হয় ও পরীক্ষা দ্বারা যে সমস্ত বিষয় নিশ্চয় করিতে পারে তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করে যে অন্যান্য ব্যক্তি তাহার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হয়। যথা পূর্ব্বতন মনুষ্যের রোপিত বৃক্ষাদির ফল ইদানীন্তন লোকের ভোগ হয় নতুবা আপনিই তাল গাছ আদি রোপণ করিয়া ফল ভোগ করা প্রায় ঘটেনা। অতএব পরার্থ চেষ্টা পুণ্যরূপ এই জগতে র সখ সম্পত্তির একটা মূল বিধিজ্ঞান হয়।

৫। যেমন গ্রন্থ রচনা প্রধান কর্ম্ম তদ্রূপ গ্রন্থ সারসংগ্রহও প্রধান কর্ম্ম যাহাতে নানা সদ্গ্রন্থের সার অল্পে বোধ হয় আর বিষয় ভেদে ও প্রকরণ অনুসারে সকল কথা এক স্থানে পাওয়া যায়। ঐ মত স্ত্রী লোকের ব্যবহার্য্য সুনীতি ও সতীত্ব ধর্ম্ম ও শিল্প বিদ্যাদি নানা শাস্ত্র হইতে একত্র সংগ্রহ কর্ত্তব্য হয়।

৬। ইহাতে বলা যায় যে প্রথমত যে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় লিখিত গ্রন্থকরে যদ্যপি তাহা সম্যক্ শুদ্ধ না হয় তথাপি অপর কোনব্যক্তি তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞান করিতে ঐ প্রথম লিখিত গ্রন্থদ্বারা অবশ্যই অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারে সুতরাং ঐ গ্রন্থ শোধন করিয়া দ্বিতীয় গ্রন্থ উত্তমরূপে রচনা করণে সমর্থ হয় যথা ঐরূপ রাজাদিগের রাজ্য শাসনের নিয়ম এবংদেশের নক্সা ও মেপ ও ছবি আদি ক্রমশঃ২ উত্তরোত্তর উত্তম হয়। যেরূপ উক্ত হইল এই সুনীতিও বিদ্যোৎপত্তির মূল বটে কিন্তু ইহাতে গ্রন্থ রচকের অতি সাবধানতার আবশ্যক আছে কেননা তাঁহার আত্মজ্ঞান গম্য পর্য্যন্ত যথার্থরূপে নিশ্চয় ও সুপরীক্ষিত কথা লিখা উচিত নতুবা ভারতবর্ষে ২।৪ বৎসর ক্রমশ পৌষ মাসে মেঘারম্ভ কারণে গ্রীষ্ম অনুভব করিয়া পৌষ মাস গ্রীষ্মকাল ও আমলকী ভক্ষণান্তে কোন নদীর জলপান করিয়া মিষ্ট বোধে ঐ নদীর জল মিষ্টাবধারণে লিখিলে অতি অযথার্থই লিখা হয় ও সে কেবল উপহাসের কারণ হয়।

৭। এই প্রণালীতেই তাবৎ সভ্যদেশে গ্রন্থ সকল সৃষ্ট হই বাতে তাহাই শাস্ত্ররূপে খ্যাত। কিন্তু ঐ শাস্ত্র মধ্যে কোন ধর্ম্ম বিষয়েই হউক কিম্বা অন্য ব্যাবহারিক বিষয়েই হউক যেং গ্রন্থ কোন পক্ষপাতী কিম্বা স্বার্থপরলোক কর্ত্তৃক নিজং গোষ্ঠীর মর্য্যাদা ও লাভার্থ অথবা কোন স্বীয় কদাচারের পোষকতার নিমিত্তে রচিত হইয়াছে তাহাই অশ্রদ্ধেয় ও অন্যায় অবশ্য হইয়াছে ও হইতেছে।

৮। যেমত ঐ বিদ্যার আলোচনা ও গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ বিবেচনা ও গ্রন্থ শোধন সৎ পুরুষের আবশ্যক কর্ত্তব্য কেননা ঐ কার্য্যদ্বারা মহোপকার দুইমতে হয় এক আত্ম বিবেচনাতে যে উত্তম নীতি ও কৌশল জানিতে পারে তাহা প্রাচীন লোকের লিখিত পরামর্শ ও পরীক্ষাতে দৃঢ় হয়। দ্বিতীয় সকল বিষয় সকল সময় সকল ব্যক্তির দৃষ্ট ও অনুভব ও স্মরণ হয়না অতএব পূর্ব্বতন লোকের গ্রন্থ দৃষ্টে তাহার উদয় হয় ও প্রকাশ পায়। সেইমত পক্ষপাতি ও অযথার্থ গ্রন্থের অনাদর ও ত্যাগ ও অবিশ্বাস আবশ্যকীয় কর্ম্ম যেহেতুক তাহা নাহইলে ঐ অযথার্থ গ্রন্থ দৃষ্টে অবোধ লোকের ভ্রান্তি ও দোষ প্রাবল্য রূপে ঘটিয়া থাকে।

৯। বালক সকল নূতন শরীরে অস্থৈর্য্য উৎসাহ ক্রীড়াতে রতভা, ও আশ্চর্য্য দর্শনাশক্ততা, ও বুদ্ধির অপূর্ণত্ব, হেতুক কোন গ্রন্থ রচনাতে শক্ত নহে। যুবা সকল বিষয় ভোগ সুখা

স্বাদে ব্যগ্র, যদিও তাহাদিগের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিতে কেহ কোন গ্রন্থ রচনা করে, তাহাতে শৃঙ্গার ও বীর রসাদি ঘটিত কথাই প্রায় থাকে, সুতরাং তাহা অন্য যুবার আমোদার্থ হয়, ফলে তাহাতে দেশের মঙ্গল সম্ভব নাই অতএব প্রবীণ, ও যোগ্য স্থবির লোকেরা সদ্গ্রন্থ রচনাতে সমর্থ হন।

১০। তাহাতে তিন দুর্ঘটনা আছে আদৌ রাজার অন্যায় কি বিচারের অস্থৈর্য্য ও পক্ষপাত ও রাজকার্য্য কারকের অনুপযোগিতা হেতুক নানাবিষয়ের ব্যতিব্যস্ততা প্রযুক্ত অথবা জ্ঞাতি কুটম্ব ও প্রতিবাসিগণের অসভ্যতা ও অস দ্ব্যবহারের দ্বারা সতত নিজ সত্তার অস্থৈর্য্যে ত্যক্ত বিরক্ত থাকাতে তাহাদিগের স্থির বুদ্ধি লাভ হয়না। দ্বিতীয় সন্তান সন্ততির বাহুল্য জন্য তৎ পোষণ ও তদ্রোগ শোকাদির বিস্তারতাতে ব্যাপ্ততা হেতুক সৎকর্ম্মের অনবকাশ। তৃতীয় সংসারের অনিত্যতা দর্শনে তাঁহারা অনেকেই বৈরাগ্য ও ঔদাস্য গ্রহ করেন তাহাতে দেশ মাঙ্গল্য কোন সদনুষ্ঠানেই আবিষ্ট হননা।

১১। ঐমত কেহ২ যদি গ্রন্থ করিয়া থাকেন তবে কেবল কতক গুলিন বিবেক বাক্য ও সংসারের অসারতার পারিপাট্যেতেই গ্রন্থ পূর্ণ করেন কেহবা ঈশ্বরীয় মহিমা নানারসে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

১২। এইরূপে প্রকৃত ধর্ম্মের ও কর্ম্মের কথা ঐ সকল গ্রন্থে পাওয়া দুর্ল্লভ হয় বস্তুতস্তু সর্ব্ব সাধারণোপকারী বিষয় ও সুনীতি, ও সদ্ব্যবহার, ও সৎ কৌশল, ও পদার্থ নির্ণয়, ও বস্তু বিচার যাহাতে জগতের সৌষ্ঠব ও পরমেশ্বরের সৃষ্টির সার্থকতা হইতে পারে অথচ প্রকৃত রূপে ঈশ্বরারাধনা তাহাতেই সিদ্ধি পায়, এমত সদুপদেশ গ্রন্থ রচনাদি মুখ্য সৎকার্য্য গ্রহ হয়।

১৩। বরং দেখিতেছি যে ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রে ঐরূপ সাধারণোপকারি সৎকর্ম্মকে যে যত ভূয়োভূয় প্রশংসা করেন সেই মত তদ্বিপরীতকে নিন্দা করেন তথাচ।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তযতীহ যঃ।
অঘায়ু বিন্দ্রিয়া রামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

অস্যার্থঃ। আত্ম সুখাভিলাষাদি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কেবল ঈশ্বর নিয়মিত সৎকর্ম্ম চক্রকে যে না চালায় এমত পুরুষ একটা ইন্দ্রিয়রূপ বৃক্ষের উপবন মাত্র সে পাপী তাহার জীবন বৃথা জানিবা।

১৪। পুণ্য কিম্বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম অথচ ঈশ্বরারাধনা লাভ বিদ্যা কার্য্যই হয় তদ্ব্যতিরিক্ত যদি কেহ কীর্ত্তি মাত্র বাঞ্ছা করে, তবে ও বিদ্যা প্রকাশ ও সদ্গ্রন্থ রচনা হইতে আর মহতী কীর্ত্তি নাই কেননা মরুত্ত সগর প্রভৃতি অনেক২ মহাকীর্ত্তি বন্তের কীর্ত্তিও লোপ হইয়াছে কিন্তু পতঞ্জলি ও কপিলাদি

মুনিগণের বিদ্যা ও গ্রন্থ রচনা কীর্ত্তি প্রযুক্ত অক্ষয়রূপে অদ্যাপি জাজ্বল্যমান দেখাযায় এবং সদ্গ্রন্থ কর্ত্তার যশো বিস্তার ও মান গৌরব এতবড় হয় যে তাঁহাকে গুরুরূপে লোকে মান্য করে ও নিত্য নাম স্মরণ করে তথাচ বৃহস্পতিঃ।

অজ্ঞান তিমিরোপেতান্ সন্দেহ পটলাবৃতান্।
নিরাময়ান্ যঃ কুরুতে শাস্ত্রাঞ্জন শলাকয়া।
ইহকীর্ত্তিং রাজপূজাং সদ্গতিঞ্চ লভেত সঃ॥

১৫। বিদ্যার প্রকাশে কিউপকার তাহা ইহাতেই বুঝাযায় যে অজ্ঞ লোক সকল প্রায় অন্ধের ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা দ্বারা সেই অন্ধের চক্ষুর্দান করা হয় অতএব এমত সাধারণ উপকারের পর আর কি পুণ্য ও কীর্ত্তি ও যশস্কর ও প্রীতি জনক কার্য্য ও তপস্যা ও দান হইতে পারে। এমতে দান প্রস্তাবে মনু কহিয়াছেন যে ৪। ২৩৩।

সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্ন গো মহী বাস স্তিল কাঞ্চন সর্পিষাং॥

অস্যার্থঃ। জল, অন্ন, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ, ঘৃতাদি সমস্ত দানের মধ্যে ব্রহ্মবেদ বিদ্যা জ্ঞানদান শ্রেষ্ঠ হয়।

৪ চতুর্থ ধারা অক্ষর বিষয়ক।

১। বিদ্যা মাত্রেই গ্রন্থের আবশ্যক আছে ও গ্রন্থ অক্ষর ব্যতি রেকে সম্ভব হয়না অতএব ঐকার্য্যার্থ বর্ণসঙ্কেত অক্ষরের প্রয়ো জন হইয়াছে। এমতে অক্ষরের দ্বারা লিখিত হইয়া গ্রন্থ রচনা

ব্যবহার আছে। এবং গ্রন্থের দ্বারা নানা বিদ্যা প্রচার হয় ঐরূপে জ্ঞানাঞ্জনের ১৩ অধ্যায়ের বিস্তারিত শাস্ত্র সকল লিখিত মতেই প্রসিদ্ধ যাহার দ্বারা প্রায় এই জগতের সভ্যতা ও সদ্ব্যবহারের প্রবৃত্তি হয়। তথাচ ভারত বর্ষের অক্ষর গ্রন্থ প্রসাদাৎ সভ্যতা হেতুক মনু কহেন যে ২। ২০।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।

স্বংস্বংচরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

অস্যার্থঃ। এই কুরুক্ষেত্রাদি দেশ জাত পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে পথিবীতে সকল লোক স্বীয়২ সভ্যতা শিক্ষা পাইয়াছে।

২। দেখ লোকের আয়ুর অল্পত্ব প্রযুক্ত স্বয়ং সংসারের সকল কার্য্যের শুভাশুভ ফল পরীক্ষা করিয়া পারদর্শী ও নিপুণ হইয়া ব্যবহার ও আচরণ করা কোন মতেই সম্ভব নাই। সুতরাং প্রাচীন বহুবিধ বিদ্বান্ ও পরীক্ষিত ব্যক্তি সকলের পরীক্ষার ফল ও সদ্যুক্তি, লিখিত গ্রন্থ দ্বারা লাভ করিয়া অল্পকালেই লোকে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং লিখিত গ্রন্থদৃষ্টে অল্প বয়স্ক হইয়া আর তাবৎ পৃথিবী ভ্রমণ না করিয়াও সকলদেশের প্রাচীন ও নব্য বৃত্তান্ত ও মহা মহা লোকের বুদ্ধির ফল আর সৃষ্টির প্রথমাবধি কালের বিবরণ অনায়াসে অবগত হইতে পারা যায়।

৩। ঐ মাত্রই লিখা পড়ার কার্য্য নয় অপিচ মনুষ্যের সর্ব্বদা সকল বিষয় স্মরণ নাথাকা প্রযুক্ত আত্মাভিপ্রায় ও স্মরণীয় কথা লিখিয়া রাখিতেও লিখা পড়ার আবশ্যক হয়। তথা দূরস্থ ব্যক্তিকে আপন অন্তঃকরণের ভাব জানাইবার নিমিত্তে স্বয়ং তাবৎ দূর গমন করিয়া সাক্ষাৎকারে যে কর্ত্তব্য সিদ্ধি করিতে হয় তাহাও ঐ লিখনের দ্বারা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। যদি লিখা পড়ার ব্যবহার না থাকিত তবে সংসারের এমত সৌভাগ্য ও কার্য্য নিষ্পত্তি কদাচ হইত না অতএব লিখা পড়ার অতি আবশ্যক।

৪। সেই লিখনের মূল যে অক্ষর তাহা এমত পরিচ্ছন্ন ও ভঙ্গীতে ব্যবহার কর্ত্তব্য যে একবর্ণে অন্য বর্ণের সংশয় হইতে না পারে অথচ সুচ্ছন্দ সুদৃশ্য ও সর্ব্বজন পাঠ্য ও লিখনে সহজ হয়। তথাচোক্তং। সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানিচ। অর্থাৎ অক্ষর সকল সমান ও সমশির ও ঘন অথচ পরস্পর বিরল ভিন্নং রূপে লিখিলেই ভাল হয় আর প্রত্যেক শব্দ ঘটক অক্ষর এক শ্রেণীতে শুদ্ধরূপে লিখা উচিত একশব্দ অন্যশব্দে মিশ্রিত না হয়॥

৫। অক্ষরের রূপ যত সহজ ভঙ্গীতে ও অনায়াস সাধ্য লিখন পঠন উপযুক্ত প্রকারে সৃষ্ট হয় ততই উত্তম। ঐ মত উচ্চারণ বিষয়ে প্রত্যেক বর্ণের ও সংযুক্ত বর্ণের কাঠিন্য না থাকে।

৬। বর্ণাক্ষর সৃষ্টির তাৎপর্য্য বিবেচনাতে বোধ হয় যে নানা দেশীয় লোকেরা নিজ২ ভাষা লিখিবার নিমিত্তে এক২ প্রকার অক্ষরের আকৃতি ও উচ্চারণের নিয়ম স্থির করিয়াছে এমতে ভারতবর্ষে দেবনাগর ও পারসী ও আরবী ও ইজপ্ট ও হিবরু ও ইংলিস ও চীন ও ব্রহ্মা আদি নানা অক্ষরের প্রকার প্রভেদ হয়। অপিচ ঐ দেবনাগর হইতে ভঙ্গী ও গঠন ভেদে তৈলঙ্গ মহারাষ্ট্রীয় ও ওড্র ও বঙ্গ ও মৈথিল মাড়অার পঞ্জাব গুজ্জরাট কাশ্মীর প্রভৃতি নানা অক্ষরের উৎপত্তি হয়। এবং আরমানী রোমাণ্ নস্তালিক ও সফীয়া ইত্যাদি ইউরোপীয় ও আরবীয় অক্ষরাদি হইতে সৃজন করে।

৭। কিন্তু প্রাচীন অসভ্যদেশে অল্প ব্যবহার ও অল্প কথা থাকা প্রযুক্ত অল্পাক্ষর সৃষ্টি করণে ঐ অতি অল্প অক্ষরেই তদ্দেশীয়েরা পূর্ব্বে নিজভাষার লিখন পঠন সমাধা করিতে পারিতেন। তৎপর সভ্য হওয়াতে এবং কালক্রমে বিদেশ সম্বন্ধে সেই অক্ষর লইয়া তাহারদিগের জঞ্জাল হইয়াছে। যথা ইংরাজেরা উচ্চারণ করেন এক এবং লিখেন আর। অক্ষরদ্বারা তাহারদিগের উচ্চারণ কেহই স্থির করিতে পারেন না অতএব তোতা পাখির মত ইস্পিলিং পাঠ শিক্ষা না করিলে উপায় নাই। আরো এক মহান্ দোষ যে স্বর সকল এক প্রকার লিখিত হইয়া ভাষানুরোধে ২। ৩। ৪ প্রকার উচ্চার্য্যমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং অক্ষরের আকৃতিদ্বারা উচ্চারণের

ভেদ কিছুই হয় না পরন্তু দিল্লী লিখিতে ডিল্লী লিখেন কেননা দবর্ণ নাই অথচ দি ও খ্রি ইত্যাদি রূপে কথক কথা কহেন ও তাহা অন্যাক্ষর যোগেই লিখিয়া থাকেন ঐমত আরব দেশী য়েরা গঙ্গাকে জঞ্জা লিখেন ও পারসীতে গুজরাটকে গুজ রাত লিখেন ইত্যাদি প্রাচীন অসভ্যদিগের নানাদুরবস্থা দেখা যায়।

৮। তদ্বিষয়ে এই ভারত বর্ষীয় অক্ষরের প্রায় ত্রুটি দেখা যায়না যেহেতুক ভারতবর্ষে অক্ষর অনেক ও শিক্ষা শাস্ত্রমত উচ্চারণ অভ্যাস করিলে প্রায় তাবৎ দেশীয়েরদিগের ভাষাই ঐ দেবনাগরাদি অক্ষরে লিখা যাইতে পারে এমতে অনুমান হয় যে ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যদেশ এবং ইহারদিগের ব্যব হারও অনেক ছিল ও কথাও অনেক সুতরাং অনেকাক্ষরের সৃষ্টি ঐ দেশে হইয়াছে।

৯। হস্ত লিখিত অক্ষরের ব্যবহার আদিতে হয়, মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি ভারতবর্ষে এবং কোন প্রকার মুদ্রাক্ষর চীনে হইয়াছিল ইদানীং ইউরোপে সেই মুদ্রাক্ষরের সংস্কার উত্তম হওয়াতে নানা পুস্তকাদি মুদ্রাক্ষরে প্রস্তুত ও নানাদেশে বিস্তারিত হই তেছে। অক্ষরের বিষয়ে এই মুদ্রার ধারা অতি উত্তম ও উপ কারি ও শীঘ্র প্রচুর ফলদায়ক জানা যায়।

১০। ফলে যে কোন অক্ষর কেন হউকনা শুদ্ধরূপে লিখা ও তাহার শুদ্ধোচ্চারণ অতি আবশ্যক।

৫ পঞ্চম ধারা বিদ্যাশিক্ষা করণ।

১। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রণিধান কর্ত্তব্য যে আহারাদি শারীরিক অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য যেমন মনুষ্যের না করিলেই নয় সেইরূপ বিদ্যা শিক্ষাও নিয়ত যাবজ্জীবন অত্যন্ত আবশ্যক।

২। তবে শারীরিক কার্য্যের আবশ্যকীয়তা ক্ষুধাদি উদ্বেগ দ্বারা জীব সকল বোধ করে আর বিদ্যা বিষয়ের আবশ্যকতা কিছু বিবেচনা অপেক্ষা করে ইহাতে যেসকল মনুষ্য বিদ্যানুসন্ধান ব্যতিরেকে কেবল শারীরিক কার্য্য মাত্রে কালক্ষেপ করিয়া থাকে তাহারা প্রায় নরাকার মাত্র ফলে অন্যান্য পশু তুল্যই প্রকৃতি ধারণ করে।

৩। যদিবল যে স্বাভাবিকী বুদ্ধিদ্বারা কি লোকের বিদ্যা কার্য্য সিদ্ধি হয় না। উত্তর, তাহা কদাচ হয়না কেননা যেমত ধর্ম্মাঞ্জনে ধীপ্রকরণে কহা গিয়াছে যে বিদ্যাদ্বারা বুদ্ধি মার্জনা না করিলে বুদ্ধির উৎকৃষ্ট ফল হয়না অতএব মনুষ্যের উত্তম বুদ্ধি শক্তি থাকাতেও বিদ্যা শিক্ষা বিনা সেই বুদ্ধি উত্তম পথগামিনী না হইয়া বরং স্বভাব বশত কামক্রোধ লোভাদি অপকৃষ্ট পথে প্রবৃত্তি করায় তাহাতেই সেই ব্যক্তি যেমন গবাদি পশুর মধ্যে স্বভাব গুণে স্বজাতীয় মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রধানতা লাভ করে তাদৃশ ঐ ব্যক্তিকে দেখা যায়।

৪। বিদ্যা শিক্ষায় বাধক যত আছে তাহার মধ্যে মহা বাধক অশিষ্ট সমবয়স্ক ব্যক্তিদিগের সংসর্গ আর অযুক্ত মিথ্যা ও বৃথা

গল্পামোদ ও খেলা আদি, বিশেষত যে দেশ অসভ্য ও মূর্খ প্রচুর ব্যক্তি সকলে পরিপূর্ণ ও বালক কালাবধি লোকেরা মূর্খালাপ ও মূর্খ সংসর্গে বর্দ্ধিত হয় তাহাতে কদাচ অনেকে বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ হয় না।

৫। ইহাও অতি খেদের বিষয় হয় যে যে অবকাশ কাল বস্তু বৃথা গত হইলে একভার স্বর্ণের পরিবর্ত্তেও পুনরায় তাহা আর পাওয়া যায় না এমত দুর্ল্লভ অবকাশ কালকে লোক বিদ্যানুসন্ধান না করিয়া বৃথা আলাপে ক্ষেপণ করে, বরং সর্ব্বাপেক্ষা মহা খেদ আরো এই যে যাহারা বিদ্যার মর্ম্ম বুঝে ও রস জানে তাহারাও ঐরূপ বৃথালাপে কালক্ষেপ করে।

৬। বিদ্যা শিক্ষাতে নিতান্ত আবশ্যক নাই যে স্বদেশ ও স্বজন বান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাদুঃখ স্বীকারে বিদ্যোপার্জন করে বরং যদি কিঞ্চিৎ আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যা বিষয়ে অনুরাগ করিতে পারে তবে শারীরিক ও সাংসারিক কার্য্যের মধ্যেই বিদ্যালাভ করিতে পারে।

৭। এমতে নিশ্চয় হইতেছে যে প্রথম বাল্যকালে পিতৃ মাতৃ বন্ধু গণের যত্নে ইচ্ছা অনিচ্ছাতে যে শিক্ষা হয় তাহার পর যখন স্ববুদ্ধি ক্রমে লোক সকল সাংসারিক ও শারীরিক কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয় তখন ঐ বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টাও করিতে থাকে তাহাতে যৌবন বৃদ্ধাদি অবস্থা বিদ্যার বাধক নহে অপিচ যত্নানুরাগই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য কারণ হয়।

৮। বিদ্যা শিক্ষার তাৎপর্য্য এমত নহে যে কোন প্রকারে বর্ণাবলী শিক্ষা কি কোন শাস্ত্রের এক দেশ পাঠ কি জীবনোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ লিখাপড়া জানিলেই বিদ্যা শিক্ষা সাঙ্গ হয় বরং লোকে যে কোন বিদ্যা ব্যবসায় করে তাহার আমূল পারিপাট্য ও তৎপদার্থ সকলের স্বাভাবিক ও বৈকারিক তাবৎ গুণ ও অবস্থা ও কার্য্য কৌশল জানা তাৎপর্য্য হয়।

৯। ঐমত কেবল কোন উপদেশকের উপদেশ পাইলে অথবা কোন গ্রন্থ পাঠ কি অভ্যাস করিলেই বিদ্যা সিদ্ধি হয় না যেহেতুক বিদ্যা প্রকৃতরূপে তখন লাভ হয় যখন ধ্যান দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত পরীক্ষাকৃত ও অনুভূত পদার্থ সকলের আত্মাতে দৃঢ় সংস্কার ও নিশ্চয় জ্ঞান হয়।

১০। অপিচ সকল বিদ্যাশিক্ষা কদাচিৎ একজন গুরুর উপদেশে হইতে পারে কেননা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্ব বিষয়ক বিদ্বান্ পুরুষ প্রায় পাওয়া যায় না এমতে বিদ্যার্থির কর্ত্তব্য যে যখন যেখানে যে ব্যক্তির নিকট যাহা অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে তাহাই অবিলম্বে আলস্য ত্যাগ করিয়া শিক্ষা করিতে থাকে ঐরূপ যেখানে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাই আলোচনা করিতে থাকে ইহাতে ক্রমশ বিদ্যার্থী সর্ব্ব বিদ্যাতে পারগ ও নিপুণ হইতে পারে অল্পে২ শাস্ত্র অভ্যাস করণে কি নানা স্থানে নানাজনের নিকট কিঞ্চিৎ২ শিক্ষা করণে কোন দোষ নাই। দেখ মক্ষিকারা নানা পুষ্পের মধু অল্পে২ সংগ্রহ

করিয়া থাকে তাহাতেই এক মহা চাক মধুপূর্ণ হয় এই মতে ঐ অল্পং অভ্যাস ও শিক্ষাতে পুরুষ প্রধান গুণী হইয়া থাকে।

১১। শাস্ত্র বিদ্যাদি শিক্ষা করণে সাবধানতার আবশ্যক আছে যে যদি কোন গুরুর কি গ্রন্থের কোন অংশে দোষ থাকে তবে যে অংশে তাহার গুণ ও নৈপুণ্য থাকে তাহাতে ও অশ্রদ্ধা করিয়া বিদ্যার্থির নিজ শিক্ষা কার্য্যে ত্রুটি না হয়। বরং উচিত হয় যে দোষাংশে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়া শীঘ্রং গুণাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসংসর্গ ত্যাগ করে। ফলে নীচা দপ্যুত্তমাং বিদ্যামমেধ্যাদপি কাঞ্চনং। গ্রাহ্যংমিতি। তথাচ মনুঃ ২।৩৮।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

অর্থঃ। ক্ষুদ্রলোক হইতেও বিদ্যা শিক্ষা করিবেক। এবং চাণ্ডালাদি হইতেও আত্মজ্ঞানাদি গ্রহণ করিবে ইত্যাদি।

১২। বিদ্যা শিক্ষাতে আর এক মহা দোষ আছে যে প্রত্যেক মূল বিদ্যা ও গ্রন্থের অনেকং ব্যাখ্যা টিপ্পনী বিস্তারিত রূপে থাকাতে প্রথমতই সেই টিপ্পনী ব্যাখ্যার রসাস্বাদে বিদ্যার্থী মগ্ন হইয়া কালক্ষেপণ করিতে থাকে তাহাত বহুকালেও নিষ্পত্তি হয় না এমতে ঐ বিদ্যার্থী কোন বিদ্যার কিঞ্চিৎ মাত্র যথার্থ রূপে অবগত হইতেং তাহার আয়ুঃ শেষ হয় অথবা সাংসারিক কার্য্যে ব্যাকুল হইয়া আর কিছুই শিক্ষাকরিতে পারে না।

১৩। অতএব লোকের কর্ত্তব্য যে সাধ্যপর্য্যন্ত মূল শাস্ত্র ও মূল বিদ্যা সকলের ও গ্রন্থ সকলের আমল শেষপর্য্যন্ত প্রথমত পাঠ ও অভ্যাস করে। তাহাতে সকল বিষয় বোধগম্য হউক বা না হউক তৎপর যখন নানা মূল বিদ্যাতে বিজ্ঞ হয় তখন সহজেই সেই সকল টিপ্পনী গ্রন্থের ভাব তাহার মনে উদয় হইতে থাকে এবং সেই সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থ দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়। এরূপে অল্প কালেই বিদ্যার্থী বহু বিদ্যাতে বিদ্যোত্তিত ও জ্ঞানবান্ হইতে পারে।

১৪। গ্রন্থ পাঠের ক্রম এই যে যেকোন গ্রন্থ উপস্থিত হয় তাহা বুঝে কি না বুঝে তাহার আদি অন্ত একবার অবলোকন করিয়া পরে তাহার মধ্যে যে কোন উৎকৃষ্ট পাঠ পাওয়া যায় তাহা পুনরায় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করে ও অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সদর্থ অভ্যাস করে।

১৫। আরো এক বিষয়ে প্রণিধান অতি আবশ্যক যে কোন গ্রন্থের দুই একটা বচন শিক্ষা করিয়া তাহার উপক্রম উপসংহার কি, প্রকরণাদি, দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় না করিয়াই ঐ বচনার্থ জ্ঞানে নিশ্চয় পূর্ব্বক ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। যথা মনুবচনং। ৫ ৫৬।

নমাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

এই বচন অনেকে পাঠ করিয়া মদ্যপানাদি বিধেয় জ্ঞানে যথেষ্ট মদ্যপানাদিতে রত হয়। বস্তুতস্তু ঐ বচনের তাৎপর্য্য তাহা নহে কেননা মনু যাবদীয় ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি আচারের নিয়ম কহিয়া নিষেধ বিধির অতিরিক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। তৎযথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মদ্যপান নিষিদ্ধ, অসৎ শূদ্রাদির গৌড়ী মাধ্বী মদ্যে নিষেধ নাই। এবং পরদার নিষেধ, স্বদারে ঋতুকাল বিধান। স্বদারে অঋতুকালে কোন বিধান নাই এবং অষ্টম্যাদিতে মাংস নিষেধ পঞ্চম্যাদিতেও বিধান নাই এমত স্থলে কি ব্যবস্থা হয়। তাহাতেই কহিয়াছেন যে অসৎ শূদ্রাদির কিঞ্চিৎ মদ্যপানে ও স্বদারে অঋতুতে পর্ব্ব বর্জ গমনে ও পঞ্চম্যাদিতে প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই বটে কিন্তু যে তাহা নাকরে তাহার পুণ্য হয়। এইমত ভাবার্থ ও পৌর্ব্বাপর্য্য তাৎপর্য্য না বুঝিলে কোন পুস্তকের অর্থকরা অতি অজ্ঞতা হয় অতএব লোকে যেং বিষয়াদি শিক্ষা করিবেক তাহার আনুষঙ্গিক পূর্ব্বাপর সমস্ত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া নিশ্চয়ার্থ অবগত হওয়ার অত্যন্ত আবশ্যক।

১৬। বিদ্যার্থির আবশ্যক যে প্রতিদিন কিঞ্চিৎ২ অভ্যাস করে যদিও সাংসারিক ব্যাপারে আবিষ্টতা প্রযুক্ত অধিকও না পারে তথাপি এক পংক্তি মাত্র নূতন শিক্ষা করে কদাচ দিবসকে কিছু বিদ্যা শিক্ষা বিনা ব্যর্থ না করে তথাচোক্তং।

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ং।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়ন কর্ম্মণি ॥

অর্থাৎ কালী অঞ্জনের ক্ষয়, আর উইয়ের মৃত্তিকা সঞ্চয়, দেখিয়া কোন দিবসকে বন্ধ্য অর্থাৎ বৃথা করিবেক না। প্রতি দিন দান ও অধ্যয়ন করিবেই করিবেক।

১৭। বিদ্যার্থী বিদ্যাকালে ধর্ম্মার্জ্জনের ধীপ্রকরণোক্ত উদ্যোগ যেমন করিবেক সেইমত আলস্যাদি দোষ রহিত থাকিবেক। এবং কেবল শরীর সেবাতে যেমন তৎপর হইবেক না সেইমত শরীরের অযত্নেও প্রয়োজন নাই। অপিচ আহারাদি পারিপাট্য কি বসন ভূষণের বাহুল্য আর স্ত্রী সম্পর্কে আমোদ ইত্যাদি সুখে রত থাকিবেক না। যেহেতুক সুখাভিলাষি পুরুষের বিদ্যালাভ কদাচ হয় না। তথাচোক্তং।

সুখার্থিনঃ কুতোবিদ্যা বিদ্যার্থিনঃ কুতঃ সুখং।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখং ॥

ষষ্ঠ ধারা।

বিদ্যা শিক্ষা দেওন।

১। বিদ্যা শিক্ষা দেওনের বিষয় অতি গুরুতর। এবং ঐ কার্য্যই মহাপুণ্য জনক ও জগতের সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা প্রধান আবশ্যক।

২। জনক জননী ও বন্ধুগণের শিশু সন্তান ও বালক দিগকে প্রতিপালন ও শরীর রক্ষণ যেমত কর্ত্তব্য সেইমত

শিশুকালাবধি বিদ্যা ও নীতি ও ব্যবসায় কার্য্যেও বালকা দিকে শিক্ষা দেওন অতি কর্ত্তব্য যদ্যপি তাহারা নিজেও প্রাজ্ঞ না হয় তথাপি অন্যান্য গুণবান্ ও প্রধান লোক দ্বারা তাহার উদ্যোগ করে যেহেতুক মনুষ্য গর্ভ হইতে বিদ্বান্ হইয়া নির্গত হয় না অপিচ প্রথম কেবল পিতা মাতা ও বন্ধু গণের আকুঞ্চনেই শিক্ষাপায় পরে নিজ বুদ্ধি কৌশলে বিদ্যা ও ব্যবসায় কার্য্যে নিপুণ হয়।

৩। সকল গৃহী গুণবান্ নহে এবং ধনবান্ও নহে এমতে আপনারা শিক্ষাদিতে পারেনা অথচ বালকদিগের শিক্ষক নিযুক্ত করিতেও সক্ষম হয় না একারণ অতি আবশ্যক যে প্রতিবাসী গৃহী সকল একপরামর্শী হইয়া সকল বালককে শিক্ষা দিতে কোন গুণবান্ শিক্ষক নিযুক্ত করে তাহাতে প্রত্যেক গৃহির অধিক ব্যয় না হইয়া অল্পব্যয়েই ঐ গুণবান্ ব্যক্তি দ্বারা সকল বালক সুশিক্ষিত হয়।

৪। পিতা মাতা বন্ধুগণের স্নেহপাত্র বালক হয় বটে কিন্তু সেই স্নেহে তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাস পরিশ্রম হইতে ক্ষান্ত রাখা অন্ধকূপে পরিত্যাগ করা তুল্য নিস্নেহের কার্য্য হয়। অতএব প্রকৃতার্থে তাহারদিগের অসভ্যতা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করাই মুখ্য স্নেহ হয়। তাহাতে যেমন বালকে অগ্নির উজ্জ্বলতা দেখিয়া অগ্নিহস্তে করণে কিম্বা পরিচ্ছন্ন বস্তু গ্রহে চূণ ভক্ষণে নিষেধ করে সেইরূপ খেলা ও কদর্য্য আলাপ

ও কুসংসর্গ হইতে বালক দিগকে সর্ব্বথা বারণকরা কর্ত্তব্য। কেননা অগ্নি ও চূণ অপেক্ষা খেলা আদি অতিশয় অপকারক। বরং দেখাযায় যে অগ্নিস্পর্শ ও চূণ ভক্ষণ বালকে একবার করিলেই নিবর্ত্ত হয় কিন্তু খেলা আদিতে একবার প্রবর্ত্ত হইলে স্বেচ্ছাতে আর নিবর্ত্ত হয় না ক্রমশ তৎপর হয়। শেষ মূর্খ হইলে ঐ বালকের পিতৃ মাতৃ বন্ধুগণের সর্ব্বদা অতিশয় ক্লেশ হয়। তথাচ পুরাণং।

অজাত মৃত মূর্খাণাং বরমাদ্যৌ নচান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখ করাবাদ্যা বন্তিমস্তু পদেপদে।

অস্যার্থঃ। সন্তান না হওয়া, আর মরিয়াযাওয়া, ও মূর্খ হওয়া এই তিনের মধ্যে আদি দুই অপেক্ষা শেষ অর্থাৎ মূখ হওয়া পদে২ দুঃখ দায়ক হয়।

৫। বিশেষত অসভ্য ও অল্প বিত্তলোকে আপনার সন্তান দিগকে সদ্বিদ্যা ও উত্তম ব্যবসায়ে নিপুণ করিতে ব্যগ্র না হইয়া যৎকিঞ্চিৎ আশুলাভে কোন এক অসম্পূর্ণ ব্যবসায় ও কদর্য্য শিল্পকর্ম্মে ও কদর্য্য কার্য্যে ও মিথ্যাতে নিয়োগ করে। যথা ভিক্ষুক ও তীর্থবাসি লোকের দুর্নীতি ও ঘৃণিত ব্যাপার যাহার ব্যাখ্যার আবশ্যক রাখেনা ব্যক্তই আছে। আরো দেখ শিষ্য ও যজমানের অনুরোধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিজ সন্তানের বিদ্যা নৈপুণ্যে বাধক হন। তথা কোন গোমাস্তাগিরি কি মুহরিরি কার্য্যের অনুরোধে চাকুরিয়া লোকে ও চিকিৎ

সোপার্জনার্থ বৈদ্যেরা ও নিয়ত প্রতিমা গঠন চিত্রার্থ তদ্ব্যব সায়িগণ ও গোরক্ষার্থ দরিদ্রগণ এবং মৎস্যাদি মারণার্থ জালিয়াগণ নিজ সন্তানকে গুণবান্ হইতে দেয়না ইহাতেই তাবৎ লোকের অবিজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রাচুর্য্য দেখাযায় অতএব লোকের আত্মসাধ্য পর্য্যন্ত সেই দোষ দূরী করণে চেষ্টা কর্ত্তব্য হয় সুতরাং বালককে যে কোন বিদ্যা কি ব্যবসায়ে জীব নোপায় করিতে হইবেক তাহার পিত্রাদি তদ্বিষয়ক বিদ্যা ও নৈপুণ্যে তাহাকে অতিযত্নে শিক্ষা করিতে দেয় ইহাহইলে পরস্পর উত্তমতাই হইতে পারে। ও ঐ আশুলাভ অপেক্ষা গুণবান্ সন্তান হইতে অত্যধিক লাভ সম্ভাবনা আছে।

৬। ঐ দোষের মূল আরো কিছু বলিতে হয় ব্যবসায়ী লোক আত্ম আলস্য, এবং অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত, ধন সঞ্চয়ে অমনোযোগী থাকাতে প্রায় তাবৎকাল দরিদ্রাবস্থাতে থাকে। সুতরাং সন্তানের উন্নতি ও সুশিক্ষিত হইবার চেষ্টা না করিয়া ঐরূপ কদর্য্যাবস্থাতে পতিত করিয়া অল্পলাভে প্রবৃত্ত হয়। যদি কিঞ্চিৎকাল অসৎকার্য্য ও অপরিমিত ব্যয়ে আপনারা সাবধান থাকিতে পারে তবে সঞ্চয়ী হইয়া উত্তরোত্তর সন্তানেব গুণবত্তাতে সমর্থ হয়। ও ঐ রূপে দেশময় উন্নতি ও সৌষ্ঠব সহজেই হয়।

৭। যদ্যপি কোন২ সাবধান পরিমিত ব্যয়ির কিছু সঞ্চয় হওয়াতে তাহারদিগের সন্তান গুণবান্ না হইয়া বরং কুসঙ্গ

ও মদ্যাদি পান ও বেশ্যাসক্তাদি দোষাবৃত রূপে তাহা অপ ব্যয় করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতেও বিবেচনা করিলে জানা যায় যে ঐ পিতামাতাদির প্রথমাবধি কুস্নেহেই তাদৃশ ঘটনা প্রায় ঘটে।

৮। শিক্ষাদাতার কর্ত্তব্য যে বালকাদি যেমত বুদ্ধিমান্ ও যেরূপ তাহার ধারণাশক্তি তদনুসারে তাহাকে ব্যবসায়ে শিক্ষা দেয়। যথা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্কে কঠিন শাস্ত্রে ও সুস্বর বন্তকে গান বিদ্যাতে ও লিপিপারগকে চিত্রকার্য্যে নিপুণ করিলে উত্তম ফলদর্শে। এইরূপ তাবৎ বিদ্যা ও ব্যবসায়ে বালকের সামর্থ্য ও বুদ্ধির গতি বিবেচনা করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। আর দৃশ্য নানা পদার্থ দর্শানপূর্ব্বক তাহার গুণ ও মর্ম্ম অবগত করাণ আবশ্যক ইহাতে যদ্যপি অতি স্থূলবুদ্ধি বালকের সম্পূর্ণ ভদ্রতাও নাহয় তথাপি ঐ সদনুষ্ঠান ও সুপথ দর্শনের দ্বারা ও সৎসঙ্গ প্রযুক্ত কিয়দংশ উত্তমতা অবশ্যই লাভ হয়।

৯। শাস্ত্র বিদ্যাতে অতি সাবধানপূর্ব্বক বালকদিগকে শুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধরূপে লিখনের যত্নে নিয়োগ করায় কেননা যে কোন ভাষাই কেন হউকনা শুদ্ধোচ্চারণ ও শুদ্ধ লিখন নাহইলে তাহা বিজ্ঞ সমীপে প্রায় অকর্ম্মণ্যমধ্যে গণ্যহয় এবং প্রথম শিক্ষাতে তাহা ঠিক নাহইলে পরে আর শুধরাণ কঠিন হয়।

১০। আরো কর্ত্তব্য যে বিদ্যা গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া যে শাস্ত্রদ্বারা বহুশাস্ত্র অধিকার হইতে পারে এমত বিদ্যা ও গ্রন্থকেই প্রথম অভ্যাস করাণ যায়, যথা শব্দ জ্ঞানার্থ ব্যাকরণ অভিধান ও পদার্থ বিদ্যার্থ কণাদ সূত্র ও ভাষা পরিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রথম অভ্যাস করাইলে অনেক বিষয় অধিকার হয়। ঐমত বাঙ্গলার ব্যাকরণ, ও নীতি কথা, পারশীর কায়েদা, পন্দনামা, আরবীর, ছরফ, লগোও ইংরাজীর স্পিলিং ও গ্রামার ব্যবহার হইয়া থাকে।

১১। বালকাদিকে প্রথমত অতি সহজ ও অনায়াস সাধ্য বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হয় তাহার পর ক্রমশ কঠিন২ বিষয়ে শিক্ষাদিলে তাহারা অল্পকালেই তত্তদ্বিষয়ে নিপুণ হইতে পারে। শিক্ষকের এইমাত্র কার্য্য নহে যে কোন পুস্তকের পাঠ পড়াইয়া নিশ্চিন্ত হন বরং শিক্ষক সর্ব্বদা শিষ্যের পঠিত গ্রন্থের ভাব চিন্তাতে ও স্মরণ ও ধারণে মনোযোগ রাখেন।

১২। ঐমত আদিতে বালকাদির স্বদেশীয় ভাষাতে উপদেশ করা ও কৌশল দর্শান উচিত হয় কেননা তাহারদিগের পৈতৃক ভাষা অনায়াসে বোধ গম্য হইতে পারে। এবং যেমত২ বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে তাহার মত নিজ ভাষার পারিপাট্য গ্রহ অথচ শিক্ষিত বিষয় নৈপুণ্য হইতে পারে।

১৩। শিষ্যের যেপর্য্যন্ত পাঠ বিষয়ে সুদৃঢ় সংস্কার নাহয়

ও প্রকৃতার্থ গ্রহ না হয় তাবৎ শিক্ষকের উচিত যে তাহার নিজ ভাষা দ্বারা কি বিষয় দর্শন ও উদাহরণ দ্বারা অথবা যেকোন প্রকারে শিষ্যের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে তাহার মত উপায় দ্বারা শিষ্যকে প্রবোধ করেন। যথাহ স্মৃতিঃ।

সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরোধতঃ।
দেশ ভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সগুরুঃ স্মৃতঃ॥

১৪। যদ্যপি রাজার ভাষা ভাষা সকলের রাজা ও অর্থকরী বিদ্যা সর্ব্বজন মান্যা এবং তাহাতেই অনুরাগ অনেক হয়। তথাপি শিক্ষকের উচিত যে বালকাদির স্বদেশীয় বিদ্যা ও ধর্ম্মের মূল প্রথমত উপদেশ করিয়া তাহাতে অধিকার জন্মান, তদনন্তর অর্থকরী বিদ্যা যেকোন ভাষাতে হউক না কেন তাহার শিক্ষা ও অনুন তাহার পারিপাট্য অভ্যাস করান। নতুবা ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ প্রায় হইয়া থাকে বরং কেহ অর্থকরী বিদেশীয় বিদ্যা প্রথমাবধি অভ্যাস করাতে তাহারও কিছু বুঝেনা অথচ নিজ দেশীয় বিদ্যারো মূল কিছু জানেনা কেবল ঘোর মূর্খতা প্রাপ্ত হইয়া অধার্ম্মিক ও যথেষ্ট অসদাচারীও বান্ধবদ্বেষী হইয়া থাকে।

১৫। যেহেতুক কঠিন শাসনে লোক নির্লজ্জ হয় অতএব বালকদিগকে কঠিন প্রহার কি কটূক্তি দ্বারা শাসন করা বিধেয় নয় অপিচ কোমল ভৎর্সনাতে শাসন উত্তম হইতে পারে বরং দোষের ফল ও গুণের মহিমা কহিলে আরো

উত্তম হয় কেনে যদিকোন বালক অতিদুষ্ট হয় তবে রজ্জু দ্বারা তাড়ন করাই উচিত তথাচ মনুঃ। ৮।২৯৯।

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা যবীয়সঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যুরজ্জ্বা বেণুদলেন বা॥

১৬। শিক্ষকের আবশ্যক যে সর্ব্বথা শুচি ও সুশীল ও দোষ রহিত হয় কেননা প্রায় শিষ্যেরা গুরুর আচারকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে। তাহাতে গুরুর কদর্য্যাচার হইলে শিষ্যগণ তাদৃশ দোষাক্রান্ত দেখা যায়। অতএব উচিত যে গুরু সর্ব্বদা আপনি সদাচারী থাকিয়া শিষ্যের সদাচার ও সুনীতি বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন।

১৭। যেহেতুক সুখ দুঃখের কারণ লোকের সুমতি ও কুমতি প্রায়শঃ দেখাযায় তথাচোক্তং। সর্ব্বস্যদ্বে সুমতি কুমতী সম্প দাপত্তি হেতূ। অতএব যেং উপায় দ্বারা শিষ্যের সুমতি হয় সেইমত সাধনে ও নিয়মে শাসন করিবেক।

১৮। শিক্ষকের আরো বিশেষ মনোযোগ করা উচিত যে আপন লাভ অপেক্ষা শিষ্যের গুণবত্ত্বা ও বিদ্যা ও ব্যবসায় নৈপুণ্যকে অতিমূল্যবান্ ও প্রিয় জ্ঞান করেন কেননা গুরুর লাভ হানি ক্ষণিক ও তাঁহাতেই সম্পর্ক রাখে আর শিষ্যের গুণ দোষ চিরস্থায়ী ও অনেকের সুখ দুঃখের হেতু হয়। এবং হইতে পারে যে শিষ্য যোগ্য ও কৃতী হইলে শিক্ষকের অতিশয় লাভ দায়ক হয়।

৭ সপ্তমধারা।

বিদ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা।

১। বিদ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা মহাকার্য্য মহাপুণ্য। সকল লোকেরই বিদ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা এবং বিদ্যা বৃদ্ধির অনুকূলতা যথা শক্তি কর্ত্তব্য। সেই বিদ্যা বৃদ্ধির কয়েক উপায় দৃষ্ট হয়। প্রথম পাঠশালা সংস্থাপন, দ্বিতীয় পুস্তক বিতরণ,। তৃতীয় নানা দেশীয় বিদ্যা গ্রন্থের সংগ্রহ করণ,। চতুর্থ ঐ সকল গ্রন্থ হইতে ফলোপধায়ক প্রকরণ সকল সংক্ষিপ্ত পূর্ব্বক সর্ব্ব সাধারণের গোচর করণ,। পঞ্চম কঠিন ও দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করণ ও ব্যাখ্যা প্রচার করণ।

২। যদ্যপি ঐ সকল কার্য্য সকলের সাধ্য হয় না বটে যেহেতুক ঐ কর্ম্মের অনেকাংশ ধনসাধ্য আর অনেকাংশ গুণ সামর্থ্য সাধ্য। অতএব উচিত হয় যে যাহা হইতে যে২ বিষয় নিষ্পত্তি হইতে পারে তিনি তাহাতেই আনুকূল্য করেন। অন্ততঃ প্রত্যেক প্রদেশে ও গ্রামাদিতে একটা সংস্থান স্থাপন হইলে যাহার যে শক্তি তদনুসারে কিঞ্চিৎ২ ধন তাহাতে ন্যস্ত করিয়া ঐ মহাকার্য্যের অনুকূল করেন এমতে সর্ব্বত্র বিদ্যা বৃদ্ধি বিস্তার হয়।

৩। লিখিত পুস্তক বাহুল্য করণে অবশ্য বহুব্যয় ও বহু পরিশ্রম হইয়া থাকে এমতে মুদ্রাযন্ত্রের বাহুল্য করণ ও তদ্দ্বারা বিদ্যা গ্রন্থের বিস্তার করণ অতি পরামর্শ সিদ্ধ হয়।

কিন্তু গ্রন্থ মুদ্রিত করিলেই হয় না তাহাতে ছাপা শোধন ও শুদ্ধরূপে স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রা করণ অতি আবশ্যক হয়।

৪। বিদ্যা বৃদ্ধির উপায় মধ্যে এক মহাকার্য্য আছে যে নানাদেশীয় সদ্বিদ্যার গ্রন্থ যাহা ভাষান্তরে ও দেশান্তরে পাওয়াযায় তাহার অনুবাদ অর্থাৎ তরজমা নিজ ভাষাতে করিয়া প্রচার করণ। তাহাতে পৃথিবীস্থ নানাদেশের পণ্ডিত গণের রচিত গ্রন্থের মর্ম্ম অনায়াসে সকলের বোধগম্য হইতে পারে।

৫। সমাচারের কাগজ প্রকাশ করাতে বিদ্যাবৃদ্ধির একাঙ্গ জ্ঞান হয় যেহেতুক তাহাতে সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্ব বিষয়ক সংবাদ অনায়াসে সকলে জানিতে পারে। আর অন্যকৃত সদোষ কার্য্যের নিন্দা ও প্রতিফল ও গুণের প্রশংসা ও সুফল উদাহরণ রূপ দৃষ্ট হইয়া লোক সকল আত্মং দোষ ত্যাগ ও গুণ গ্রহণে মনোযোগী হইতে পারে। এবং অতিদূর দেশস্থ পদার্থ সকলের তত্ত্ব আর বিজ্ঞ লোকের বিবেচনার মর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান অতি শীঘ্র লাভ হয়। নূতনং গ্রন্থ ও কৌশল পরীক্ষা যেমতং নিষ্পত্তি হইতে থাকে তাহাও জানাযায়।

অষ্টম ধারা।

বিদ্বানের গৌরব।

১। বিদ্বানের গৌরব সর্ব্বদেশ প্রসিদ্ধ যে কোন দেশে

বিদ্যার চর্চা আছে তাহাতে পণ্ডিত দিগের মান মর্য্যাদা অবশ্যই থাকে কিন্তু ঐ গৌরব কেবল বংশ ও পরিচ্ছেদাদিতে উচিত হয় না। যথাহ মনুঃ। ২।১৫৪

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন নবন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনোমহান্॥

অস্যার্থঃ। অনেক বয়স্ কিম্বা শুক্ল কেশাদি লক্ষণ দ্বারা এবং বিত্তের দ্বারা অথবা বন্ধুগণ দ্বারা গৌরব হয় না অপিচ আমারদিগের মধ্যে যে অনূচান অর্থাৎ সম্যক্ বেদার্থজ্ঞাতা পণ্ডিত হয় সেই বড়।

২। ইহাতে এই বিশেষ আছে যে পণ্ডিতের পুত্র যদি পণ্ডিত হয় তবে তাহার গৌরব আরো অধিক হইতে পারে তাহা মনু স্পষ্ট কহিয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে যে সকল মূর্খ কদাচারী আপনাকে পণ্ডিত বংশ জাতাভিমানে অহঙ্কার পূর্ব্বক আপন গৌরব গ্রহ করিয়া দর্প করেন ফলে তাঁহার দিগের সেই ভ্রান্তিতে প্রকৃত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন না তবে অবিজ্ঞ সামান্য মূর্খের নিকট যে হউক যথাহ মনুঃ। ২।১৫৭।

যথাকাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চবিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তেনাম বিভ্রতি॥

৩। বিদ্বানের সম্মান সাধারণ সর্ব্ব লোকেরই কর্ত্তব্য বিশেষতঃ রাজাদিগের তাহা অত্যাবশ্যক কেননা যে রাজ্যে পণ্ডিতের সমাদর থাকে সেই দেশ উন্নত ও তদ্দেশীয় প্রজাবর্গ

সুখী হয় তাহার কারণ এই যে পরমার্থ চিন্তাতে অল্পলোক বিদ্যাভ্যাস করে বরং ঐহিক মান ও লাভার্থে অনেকেই তাদৃশ বিদ্যাতে নিপুণ হয় এমতে সম্মানিত অধিক বিদ্বান্ দেশে অধিক সৎ কৌশল ও অধিক সুনীতি ও সদ্ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

৪। যেমন পণ্ডিতের সম্মান অতি কৰ্ত্তব্য সেইমত মূর্খের গৌরব পণ্ডিতের সমান কি ততোধিক করা নিতান্ত অকৰ্ত্তব্য কেননা বিদ্বান্ আর অবিদ্বান্ তুল্যস্পর্দ্ধান্বিত হইলে সেদেশে বিদ্যার আদর আর থাকেনা। সুতরাং মূর্খ লোকের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ নানা কুরীতি ও অসদ্ব্যবহারের ঘটনা হয়। তাহাতেই সেদেশ ছার খার হইয়া যায়।

৫। রাজাদিগের পণ্ডিতের সম্মান করা কেবল পণ্ডিতের নিমিত্তে নয় অপিচ রাজ্য কার্য্যার্থেই অতি আবশ্যক আছে। যেহেতুক রাজ কার্য্যে প্রায় ভূত ভবিষ্যৎ বৰ্ত্তমান ত্রৈকালিকী চিন্তা ও জন সমূহের মানস গতির নিরূপণ ও পরীক্ষা এবং দোষাদোষের নিশ্চয় জ্ঞান প্রয়োজন রাখে। তাহাতে তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা ও যথার্থ বিচারের মুখ্যকার্য্য এমতে বিদ্বান্ বিনা মূর্খ দ্বারা তাহা কদাচ হইতে পারে না। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে।

সদানমানসৎকারান শ্রোত্রিয়ান্ বাসয়েৎ সদা।

অর্থাৎ রাজা পণ্ডিত সকলকে দান সম্মান ও সৎকার দ্বারা সৰ্ব্বদা সংস্থাপন করিবেন।

৬। আরো দেখ মনুষ্য মাত্রে স্বাভাবিক ভাবে রাগদ্বেষ ক্রোধাদি দোষ থাকেই থাকে। তাহাতে মূর্খের ঐ সকল দোষ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহার ক্রিয়া প্রকাশে প্রবর্ত্ত হয়। অর্থাৎ ক্রোধ হইলে হঠাৎ বধাদি করে ও কাম হইলে পরদারাদি আক্রমণ এবং লোভ হইলে পরস্বাপহরণ করে। এমতে ঐ এক২ দোষের প্রতিফলে মূর্খের জীবন নাশ ও যাবৎ জীবন কষ্ট ও সর্ব্বস্বধ্বংস হইয়া যায় এবং ঐ দোষ প্রযুক্ত রাজকার্য্যে প্রাণহানি ও ধনক্ষয় ও রাজ্যনাশাদি এমত ব্যাঘাত হয় যে তাহা আর কখন শুধরিতে পারেনা ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে বরং সংসারে যত২ কুকার্য্য ও অনর্থ হয় তাহা প্রায় মূর্খ দ্বারাই হয় কিন্তু বিদ্বান্ পণ্ডিত হইতে তাদৃশ দোষ কদাচ ঘটনা হয় অপিতু ঐ সকল দোষ প্রকৃতি বশত উপস্থিত হইলেও বিদ্বান্ ক্রিয়াফল ও শাস্ত্র স্মরণে উদাহরণ দৃষ্টি করিয়া পশ্চাদ্দর্শিতা রূপে তাদৃশ ক্রোধাদি জন্য ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয় না বরং অনেক ধৈর্য্য ও ক্ষমা করিয়া থাকে এ প্রযুক্ত ঐ মহদাপদ পণ্ডিতের ও পণ্ডিত ভৃত্যবান্ প্রভুর ঘটেনা।

৭। কতক গুলিন শাস্ত্র অভ্যাস কি কোন ভাষা লিখিত পঠিত করিতে পারিলেই সে যোগ্য পণ্ডিত হয় এমত নহে। কেননা দোষ প্রাবল্যে তাদৃশ গুণ ফলদায়ক হয় না। অতএব যেমন ব্যক্তির বিদ্যাগুণ আবশ্যক সেইমত সত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট সদাচারও আবশ্যক অতএব যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কহেন যে।

শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞাসভাসদঃ কার্য্যাঃ রিপৌমিত্রেচ যেসমাঃ॥

অস্যার্থঃ। যেসকল লোক বেদ বেদাঙ্গাদি নানা শাস্ত্র জ্ঞানে নিপুণ, এবং ধর্ম্মকে জানে, আর সত্যবাদী হয়, অথচ নিজ শত্রু ও মিত্রে রাজকার্য্য বিষয়ে সমান দৃষ্টিরাখে, এইরূপ ব্যক্তিদিগকে রাজা সভাসদ ও কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত করিবেন।

৮। যদ্যপি পণ্ডিতের কর্ম্ম কেবল রাজসেবা নয় কিন্তু রাজাদিগের অতি আবশ্যক কর্ত্তব্য যে পণ্ডিত বিনা প্রধান রাজ কার্য্যে নিয়োগ না করেন। ইহাতে রাজকার্য্য বিক্রয় ও স্বগণ পোষকতা ও পক্ষপাত যে স্থানে ঘটে তাহাতে যে আপদ ও রাজ্যনাশ ও দুর্দ্দশা হয় তাহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়।

৯। বিদ্বানের মুখ্য কার্য্য যে বিদ্যাকে কেবল পরস্বাপহরণের হেতু জ্ঞান না করিয়া দেশের সুনীতি ও সৎকৌশল ও সদ্ব্যবহার সৃজন ও পালন ও শিক্ষা করান। এসঙ্গে জীবনোপায় যেপর্য্যন্ত হইতে পারে তাহাতেই তৃপ্ত সন্তোষ থাকন প্রধান ধর্ম্ম হয়। এই গতিকে অধ্যাপনাদ্বারা যে বেতন বৃত্তি লাভ হয় পণ্ডিতেরদিগের সেই শ্রেষ্ঠ জীবনোপায় বলিতে হয় এবং সে অতি সদ্বৃত্তি। যথাহ মনুঃ। ২।১০৯

আচার্য্যপুত্রঃশুশ্রূষু র্জ্ঞানদোধার্ম্মিকঃশুচিঃ।
আপ্তশক্তোর্থদঃ সাধুঃ সোহধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ।

এই দশপ্রকার শিষ্যমধ্যে অর্থদপাঠ স্পষ্ট কহেন এবং ধমদ রূপে তাহার ব্যাখ্যা কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন। অপিতু তাহার পর ২।১১২।

ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বক্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে॥

এ বচন ব্যাখ্যাতে আরো ব্যক্ত কহেন যে অনিশ্চিত পাঠ শিক্ষাদানে পাঠ এবং ভৃতি উভয় নিয়মাভাব প্রযুক্ত ভৃতকা ধ্যাপকাদি লক্ষণাভাব হেতুক অধ্যাপনাতে অর্থ গ্রহণ দোষা বহ নহে।

১০। যদিচ ইদানীন্তন লোকে ঐকার্য্য সেবা ধর্ম্মের অন্তর্গত জ্ঞানে অশ্রদ্ধেয়রূপে ব্যাখ্যাকরেন কিন্তু মনূক্ত ঋতামৃতা ভ্যাং জীবেত ইত্যাদি বিধানে অধ্যাপনাদির জুগুপ্সা নাই বরং ১০ অধ্যায়ে ৭৫। ৭৬ বচনোক্ত ষড়্লক্ষণে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ধর্ম্মে জীবনোপায় অধ্যাপন ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় তথাচ মনুঃ। ১০। ১০৯।

প্রতিগ্রহাৎ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ॥

অপিচ অন্যান্য স্বধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠানরূপে যে সকলে বক বৃত্তি ও বিড়াল ব্রত ধারণ করিয়া নানা মিথ্যা ও ছল ও বঞ্চনা পূর্ব্বক ধন সংগ্রহ করিয়া থাকেন তদপেক্ষা অধ্যা পনা বৃত্তি উৎকৃষ্টতম বৃত্তিই বটে। বিশেষতঃ ইহাতে অন্ন

চিন্তায় ব্যাকুলতা ও তজ্জন্য বিদ্বানের চিন্তাস্থৈর্য্যের অনেক লাঘব সম্ভব।

১১। বিদ্বান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির প্রতি অনেকেই শ্রদ্ধান্বিত হন কিন্তু বিদ্বানের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য যে তিনি নিজগুণ গৌরবে গর্ব্বান্বিত হন অথবা দম্ভাশ্রিত ও সাহঙ্কারিক ব্যবহার করেন কেননা শাস্ত্রোক্ত এই নিয়ম যে নেমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ, ইহার ব্যত্যয় হইলে তাহার তাবৎ গুণাদর বৃথা হয়। অপিচ তুচ্ছ অকর্ম্মণ্য সামান্য ব্যক্তির অহঙ্কার হইলেও লোকে ঘৃণিত হয়, গুণবান্ যে বিদ্বান, সকলের স্নেহপাত্র ও মান্যরূপে থাকা উচিত, তাহার অহঙ্কারাদি কত দোষাবহ ইহা ব্যক্তই আছে।

১২। আরো বিবেচনার যোগ্য হয় যে অনেক বাগ্‌বিন্যাস ও তার্কিকতা দ্বারা অযুক্ত কার্য্য ও অন্যায্য ব্যবস্থাকে কেহ বলবৎ করিতে চাহিলে তাহা যদ্যপি বাদানুবাদে সঙ্গত ঠাহরাইতে পারেন তথাপি সেই তর্কবলে অন্যায্য কার্য্যে ও কুব্যবস্থাতে লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা কদাচ হইতে পারেনা এবং তাঁহার বাক্য, সাধুজন মনোরম্যও কখন হয়না।

১৩। ইহাও মন্তব্য যে মনুষ্য মাত্রে ভ্রান্তি ও বিস্মৃতি দোষ আছেই আছে তাহাতে হঠাৎ যদি কখন কোন বিদ্বানের কোন বিষয়ে ঐ দোষ উপস্থিত হয় তবে উচিত যে সেই দোষ

গোপন করিবার নিমিত্তে অন্য মিথ্যাড়ম্বর না করিয়া দোষ স্পষ্টত স্বীকার পূর্ব্বক দোষোদ্ধার করেন। নতুবা মিথ্যা ড়ম্বরীতে তাহার দোষ ক্ষালন হয় না বরং মানহানি সম্ভব।

১৪। যদ্যপি বিদ্বানের সম্মান ও আনুকূল্য সর্ব্বজনেরই কর্ত্তব্য বটে তথাপি লোভাক্রান্ত হইয়া ভিক্ষাটন পণ্ডিতের অকর্ত্তব্য কেননা সে অভিগর্হিত কার্য্য হয় এমতে বিদ্বানের প্রতি মনুব ৬।৮ উক্ত আছে যে।

দাতা নিত্য মনাদাতা সর্ব্ব ভূতানু কম্পাকঃ।

অর্থাৎ বিদ্বান্ পরোপকারার্থ সদা উপদেশ দান ও সর্ব্ব প্রাণিতে দয়া করিবেন অথচ স্বার্থপর হইয়া অন্যের সমীপে যাচক হইবেন না তথাচ।

যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মাচ যাচিষ্ম কঞ্চন।

অস্যার্থঃ শ্রাদ্ধে প্রার্থনা করিবেক যে আমার নিকট যাচক থাকুক আমি যেন কাহার নিকট যাচ্ঞা করিনা ফলে ভিক্ষা বৃত্তি অশক্ত, অনাথ, বৃদ্ধ, রোগি, ও বিপৎস্থ জনেরই বিধেয়।

১৫। বিদ্বান্ যেমন লোভ করিবেননা তেমন ক্রোধ ও অভিশাপ কটুবাক্য ব্যবহার করিবেননা যেহেতুক ক্রোধের অনেক দোষ তাহা ধর্ম্মাঙ্গনে ব্যক্ত করা গিয়াছে বিশেষতঃ ক্রোধি ব্যক্তি সদা অপবিত্র তথাচ পুরাণং।

অকৃতজ্ঞ মনার্য্যঞ্চ দীর্ঘরোষ মনার্জ্জবং।
চতুরো বিদ্ধি চাণ্ডালান্ জাত্যা জায়েত পঞ্চম॥

অস্যার্থঃ। উপকার করিলেও যে তাহা মান্য না করে এমত অকৃতজ্ঞ ও কুৎসিত কর্ম্মকারী আর যাহার অনেককাল ব্যাপিয়া ক্রোধ থাকে ও যে কুটিল হয় এই চারি ব্যক্তি চাণ্ডাল আর জাতিতে যে চাণ্ডাল সে পঞ্চম হয়। অন্যচ্চ।

অপরাধিনি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধঃ কথংনহি।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥

১৬। বিদ্যাবন্ত ব্যক্তিরা অনেকেই যাজক হন তাহাতে যজমান লোকে তাঁহাকে দেববৎ মান্য করে ইহা অযুক্ত নহে কিন্তু যাজক কি গুরুর উচিত হয় না যে আপনাকে দেবতা জ্ঞানকরিয়া মূর্খ ও দোষ ক্রান্ত হন কেননা শাস্ত্রে উক্ত আছে যে দেবপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতি উভয় মিশ্রিত হইয়া মনুষ্য হইয়াছে তাহাতেএই বিশেষগুণ আছে যে যদি পশুপ্রকৃতির প্রতি অনুরাগী হয় তবে সে মনুষ্য পশু হইতেও অধম হয়। আর যদি দেবপ্রকৃতির শ্রদ্ধান্বিত হয় তবে দেবতা হইতেও অধিক যোগ্য হইতে পারে। সেকেবল বিদ্যাজন্য জ্ঞান ও গুণ সমূহের মহিমামাত্র। গর্ব্বাহঙ্কারাদি দোষে তাহা কদাচ হয়না।

৯ নবম ধারা।

মূর্খতাদোষ।

১। মূর্খ শব্দার্থ শাস্ত্রে কহেন যে স্বার্থগায়ত্রী যে নাজানে

সেই মূর্খ ফলে সেটা মিছা নয় কেননা ঐ ার্থে ঠিক পরমে শ্বরের মহিমা ও স্বরূপতাজ্ঞান হয়। তাহা প্রকৃতরূপে জানি লেত কোন দোষই থাকে না। অপিচ বিদ্যাশ্রেণীতে মূর্খ শব্দে বিদ্যাহীন পুরুষ মাত্র বোধ করিতে হয়,ববং বালকাদি ব্যাবৃত্তি দৃষ্টে উপদেশ করিলেও যে সংপথে দৃঢ় ও সদ্গুণে রত নাহয় তাহাকেই প্রকৃত মূর্খ বলা উচিত হয়। তাহার মধ্যে যেব্যক্তি যেবিষয় নাজানিয়াই মনে২ জ্ঞান করে যে সে জানে সেইত মহা মূর্খ।

২। লোকে মূর্খতা হইতে আর প্রধান দোষ নাই। যত২ দোষ আছে তাহা মূর্খতা হইতেই হয়। তথাচ চাণক্যঃ।

পণ্ডিতেষু গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং।
তস্মান্মূর্খ সহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞএকোবিশিষ্যতে॥

অর্থঃ। পণ্ডিতে গুণ সকল বিরাজমান আর মূর্খে দোষ সমস্তই থাকে। অতএব সহস্র মূর্খ হইতে একজন পণ্ডিত বিশেষ অর্থাৎ প্রধানও শ্লাঘনীয।

৩। মূর্খের লজ্জা নাই এবং মূর্খ অপমান ও অপযশ ও শেষ দুঃখে ভয় মাত্র রাখে না এমতে অতিসাহসী হইয়া অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। এবং প্রায়শঃ অন্যায় করে ও সল্লোকের পীড়ায় রত হয়। ফলেও সংসারে মূর্খবাহুল্য, পণ্ডিত কদা চিৎ পাওয়াযায়। সুতরাং মূর্খের সহিত বিদ্বানের স্পর্দ্ধাতে মূর্খই জয়ী হয়। এমতে বিদ্বানের প্রায় কুণ্ঠিতাবস্থা ও মূর্খের প্রাগল্ভই দেখা যায়।

৪। কামাদি যেং দোষ আছে তাহারা সকলে মূর্খের উপর অতি প্রবলরূপে পরাক্রম করিয়া থাকে। এমতে মূর্খেরা প্রায় সেই আমোদেই কাল কাটায়। অপিচ খেলা ও নিদ্রা ও কলহ মূর্খের স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার। তথাচোক্তং।

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেনচ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেনতু ॥

৫। অতএব মনূক্ত ৪ ৭৯।

ন সংবসেচ্চ পতিতৈনচাণ্ডালৈ র্নপুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্ন বিলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥

ইত্যাদি বিধানে মূর্খের সঙ্গ সল্লোকে কদাচ করিবেক না বরং মূর্খ হইতে অতি ব্যবধান থাকিবেক নতুবা পদে পদে ক্লেশ ও অপমান ভোগ হয়। এইস্থলে বলিরাজার ৫ পণ্ডিত সহিত পাতাল গমন করিয়া বারেলন মেচ্ছব ইজুপ্ট দেশ সভ্যরূপে উজ্জ্বল করণ আর ১০০ শত মূর্খ লইয়া স্বর্গে গমন নাকরণ একটা উদাহরণ হয়।

৬। দেশ পূর্ণ মূর্খ থাকাতে এই একটা ঘোরতর দুঃখ ঘটনা হয় যে যেপাণ্ডিত্য বহুযত্নে লাভ হয় তাহা পাইয়াও লোকের শ্রদ্ধার বিরহে যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে পারেনা। এবং লোকসকল সদ্গুণবান্ পণ্ডিতকে পাইয়াও তাহাতে যে বিদ্যারূপ মহা পদার্থ আছে তাহার আদর ও স্বং কার্য্যোপ কারক জ্ঞান করিয়া ঐ ফল গ্রহণ করেনা এমতে ঐ কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহিতেই সেই গুণপদার্থ এক কালীন লোপ পায়

অর্থাৎ গুণির নাশে তাহার গুণ চিহ্ন থাকিয়া যে দেশ উজ্জ্বল করণ তাহাও হয় না।

৭। মূর্খেরা মূর্খের সহিত যেমত প্রীতি পায় পণ্ডিতের সহিত তত নয় কেননা পণ্ডিত অপেক্ষা মূর্খেরা মূর্খের মনোরঞ্জন ভাল করিতে পারে এমতে পণ্ডিতাভিমানী ও শাস্ত্রৈকদেশ দর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ কদাচারী এই তিন প্রকার মূর্খের প্রাগল্ভ্য বড় হয়। সুতরাং সাধু বিদ্বান্ পণ্ডিত তাহারদিগের সমীপে প্রতিভাহীন দিবাপ্রদীপন্যায় দেখা যায়।

১০দশম ধারা। বিদ্যাফল।

বিপর্য্যয় বিবেচনা।

১। যুক্তিমতে বিদ্বানের ধন গৌরব ও মূর্খের তদ্বিপরীত সঙ্গত হয়। কিন্তু এইরূপ কল্পনাতে অসীম ঈশ্বরেচ্ছার সীমা অবধারিত করণরূপ দোষ হয় কেননা বহুতর অজ্ঞান ও মূর্খের ধনাদি এত বিস্তার আছে যে শত২ বিদ্বান্ ঐ মূর্খের অনুগত ও শাসবর্ত্তী দেখা যায়।

২। কিন্তু বিদ্যা আর ধন তুল্য নহে বিদ্যা পুরুষের স্বীয় অনেক যত্নে হয় আর অন্যের সঞ্চয়ে ও নানা মতে সংসার প্রবাহে ধন সংগ্রহ বিপুল হয়। বিদ্যাপরিমাণে ধনলাভ প্রায় হয়না যদি বিদ্বানেরই ধন হইত তবে মূর্খেরাত কেবল দরি

দ্রতা বিনা আর কিছুই পাইত না। বরং ঈশ্বরের সৃষ্টি যে রূপ চলিতেছে এমত হইত না।

৩। বিদ্বানের বিদ্যা আত্মার সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহার বিচ্ছেদ জীবন পর্য্যন্ত হয়না। ধনির ধন বহিঃসম্বন্ধী তাহার সংযোগ কখন থাকে কখন থাকেন', ইহাতে বিদ্যার গৌরব মহান্ ও বিদ্বানের মহিমা অধিক ও চিরস্থায়ী অতএব ধনা ভাবে বিদ্বানের ক্ষুণ্নতা হইতে পারেনা। এবং মূর্খের সহিত বিবাদ, ও ঈর্ষা, ও স্পর্দ্ধাও বিদ্বানের উচিত হয়না।

৪। অপিচ বিদ্যাজন্য ধনলাভ হয় ও ধনস্থির থাকে কিন্তু ধনের দ্বারা কদাচিৎ বিদ্যার আনুকূল্য হয় বরং দেখা যায় যে বিদ্যার অভাবে ধনও রক্ষিত থাকেনা। অতএব বিদ্যার যত্ন ও বিদ্যার বিস্তার ও বিদ্যার পারিপাট্য সর্ব্বথা সর্ব্বজনের কর্ত্তব্যতা বোধ হয়।

৫। দেখ যে দেশে বিদ্যার আদর নাই তাহাতে ধনও অনেক নাই আর যে দেশে বিদ্বান্ অনেক হয় সে দেশে ধনি সমূহ হয় এবং সেই দেশ ধন্য ও মান্য ও প্রধান। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে যেদেশে ধনবান্ পণ্ডিত ও পণ্ডিত ধন বান না হয় সেদেশ কেবল প্রতারণা ও মূর্খতা ব্যবহারেই পরিপূর্ণ ও অনুচিত ব্যয়ে ধনক্ষয় হয়। এবং ন্যায্যরূপে ধনা গম না হইয়া সাধু লোক দুঃখী থাকে।

৬। অতএব তাবৎ ব্যক্তিকেই বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যার

আদর সর্ব্বথা কর্ত্তব্য যদ্যপি বিদ্বানের অপেক্ষা মূর্খের সম্পত্তি গৌরব অনেক দেখা যায় তথাপি সে তুচ্ছ ও ঘৃণিত যেমন কুলবধূদিগের অলঙ্কারাদি বড় জাঁকজমক না থাকিলেও স্বর্ণালঙ্কার ও বিচিত্র বস্ত্রাদি শোভিত বারাঙ্গনারা ঐ কুলবধূর সমীপে অতিতুচ্ছ ও নিন্দনীয়া বিনা হয় না।

৭। বিদ্বানের আরো গম্য কর্ত্তব্য যে জগদীশ্বর এই জগৎকে যেরূপ তাঁহার ইচ্ছা তাহার মত সৃজন করিয়াছেন তাহাতে কোন পদার্থই নিষ্কর্ম্মক ও নিরর্থক নহে যেমন মুক্তাচূর্ণে মহৌষধ, মুক্তা অতি উপাদেয় বস্তু তাহাকে চূর্ণ কি ভস্ম করণ খেদের বিষয় বটে কিন্তু তাহারদ্বারা যে মহৌষধ হয় সে ঐ মুক্তা হইতেও উপকারক এবং ব্যাঘ্রে একটি হরিণ নষ্ট করিলে প্রকাশত বড় খেদের বিষয় হয় বটে কিন্তু ঐ হরিণের রক্তমাংসাদি অবশিষ্ট অংশে কতশত পিপীলিকাদি ক্ষুৎপীড়িত জন্তু তৃপ্ত হয় তাহা বলা যায় না। আর দেখ কোন এক ঐশ্বর্য্যশালি লোকের বিড়ম্বনে ও দোষে কতশত মনুষ্যের আহারাদি সংস্থা হইয়া থাকে। এবং নদ্যাদিতে এক খানি গ্রাম ভগ্ন হইলে সহস্র২ লোকের সীমা বিরোধাদি কলহ ও ভজ্জন, প্রাণিহানি নিবৃত্তি হয়, সেইমত সদ্বিবেচক এক সাধু পণ্ডিতের প্রাধান্যে সহস্র মূর্খকৃত দুঃখ নাশ পায় ঐরূপ এক পণ্ডিতের অপ্রধানতাতে শতসহস্র মূর্খের আস্পর্দ্ধাতে লক্ষ২ কুকর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইয়া জগতের

অনেককাৰ্য্য নিষ্পত্তি হইতেছে এমতে ঐশ্বরীয় মায়াকার্য্যে মূর্খতার বাহুল্য ও তৎকার্য্যোপযোগী বটে তথাপি অনন্তসুখ সাধন হেতুক বিদ্যার প্রাচুর্য্য চেষ্টাই কর্ত্তব্য আর অপেক্ষ আছে যে মূর্খের প্রাগল্‌ভ্যে বিদ্বানের সুখ খন্ড হইতে পারেনা কেননা দুষ্কৃতিজন্য মূর্খের অন্তর্দাহবৎ বিদ্বান্‌ কখন দুঃখী থাকেনা তথাচ শ্রুতিঃ।

বিদ্বান হর্ষশোকৌ জহাতি ইতি।

অথ রাজ্যশ্রেণী।

দ্বিতীয় প্রকরণং।

তাহাতে ১৫ ধারা আছে ১ রাজ্য লক্ষণ, ২ অরাজক দোষ, ৩ রাজ লক্ষণ, ৪ রাজদোষ, ৫ রাজার বিশেষ নিজকার্য্য, ৬ রাজ্যের উন্নতি, ৭ রাজ্য সৌষ্ঠব, ৮ রাজার নিত্যকর্ম্ম, ৯ দুষ্ট দমন, ১০ সুজনের পূজা, ১১ রাজার কোষ বৃদ্ধি, ১২ অপক্ষপাত, ১৩ রাষ্ট্র রক্ষা, ১৪ ন্যায় ও বলাবলাদি বিচার, ১৫ যুদ্ধ করণ।

গীতাতে কহেন। নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ। মনুরপি।৭।৮

মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

এমতে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম রাজারূপে যে লীলা করেন তাহার দ্বারা সমস্ত লোকের সুখ দুঃখের অধিকাংশ সম্বন্ধ রাখে সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ঐকার্য্যে ব্যগ্রতাতেই ঈশ্বরের ভজন সিদ্ধি পায়। অতএব তদ্বিস্তার এই২।

১ প্রথম ধারা।

রাজ্য লক্ষণং।

১। রাজ্য শব্দে পৃথিবীর ১ খণ্ড ভূমি বুঝায় যাহাতে অনেক এক জাতীয় কিম্বা অনেক জাতীয় জনপদ ও গ্রামাদি সংস্থান থাকে ও নানা ব্যবসায় ও বাণিজ্য কৌশল বিস্তারিত রূপে চলে।

২। কিন্তু নির্মনুষ্য ভূখণ্ড ও পর্ব্বত ও বনমাত্র প্রদেশকে রাজ্য বলা যায়না। যেহেতুক রাজ্য রাজশাসন প্রবাহ চলিত ও কোন রাজার পালিতদেশ হইতে পারে; আর মনুষ্য হীন স্থানে রাজার প্রয়োজন অপেক্ষা করেনা।

৩। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কোন রাজ্য ক্রমাগত স্থির নাই কেননা যেদেশে যখন যিনি রাজা হন তাঁহার অধিকার ছোট হউক বা বড় হউক ঐ অধিকার লইয়াই একটা রাজ্যরূপে খ্যাত হয়।

৪। যেমন কোন বিজ্ঞ লোকে মনে করিতে পারেন যে পর মাত্মার ব্যাপ্য বেদোক্ত। ভূলোক এই পৃথিবী ভূগোল ১। ভুব লোক, সৌর জগৎ অর্থাৎ সূর্য্যাদি গ্রহগণ ধূমকেতু প্রভৃতি ২। স্বর্লোক, সপ্তঋষি নক্ষত্রাদি ধ্রুব পর্য্যন্ত খগোল ৩। মহ র্লোক, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাখ্য আলোকময় দেশ ৪। জন লোক, অর্থাৎ জীবাদি অহঙ্কারাশ্রিত ব্রহ্মভেদ স্থান এই স্থানে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ৫। তপোলোক, সুখ দুঃখ রহিত ব্রহ্ম সান্নিধ্য স্থান ৬। সত্য লোক, অভেদ ব্রহ্ম স্বরূপ নিত্যদেশ ৭। এই প্রকার সপ্তলোক প্রসিদ্ধ। যদিবল এত দূরের কথা মনুষ্য কেমনে বোধ করিতে পারে। উত্তর, পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর প্রণীত বেদ। আর ঈশ্বর ব্যাপ্য তপোলোকাদি তিনিত তাহা সকলি জানেন সুতরাং আদি মনুষ্যকে যখন সৃষ্টি করেন তখন তাহাকে ঐ সকল মর্ম্ম

বেদরূপে উপদেশ করণে কি আশ্চর্য্য হয়। অতএব কাশী খণ্ডে ২২ অধ্যায়ে মহর্লোকাদি কথা উক্ত হইয়াছে।

৫। তাহার মধ্যে এই ভূর্লোক অত্যন্ত অচিরস্থায়ী অন্য বস্তুর কথা কি আছে নিত্য যে দিগ তাহারও স্থির নাই। তথাচ কোনকালে যে দিগ দক্ষিণ ছিল সেইদিগ এক্ষণে উত্তর হইয়াছে যথাহ্ যোগ বাশিষ্ঠে নির্ব্বাণ প্রকরণে ২৭ সর্গে ভুষুণ্ডোপাখ্যানে। ১৩০।

নেহাভূত্তুত্তরা পূর্ব্বং দক্ষিণাং যশ্চ ভূধরঃ।
দিগুত্তরাভূদন্যৈব পূর্ব্বমেব মহীধরঃ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বকালে দিগ সকলের মধ্যে এই স্থানে এই বর্ত্তমান উত্তরদিগ উত্তর ছিলনা এবং অন্যদিগ পূর্ব্বকালে উত্তর দিগ রূপে ছিল, আর উত্তর পর্ব্বত এছিলনা অন্যপর্ব্বত উত্তর পর্ব্বত রূপে ছিল। ইহার প্রস্তাব এই হইতে পারে যে ভূগোল পূর্ব্ব অধিক জলাবৃত ছিল কালক্রমে ভূগোল মধ্যস্থ মহা অগ্নিতে কোন রূপে ঐ জল সংযোগ হওয়াতে মহাবাষ্প বেগে সেই পৃথিবী উত্তর ভাগ ঊর্দ্ধদিগ বিদীর্ণ হইয়া কিয়দংশ দূর নিঃক্ষিপ্ত হওয়াতে সেই খণ্ড এতদ্দূরে গেল যে অবশিষ্ট এই ভূগোল তাহাকে আর আকর্ষণ করিয়া পুনরায় আপনাতে সংযুক্ত করিতে পারিল না। এমতে ঐ পৃথক্ খণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট অথচ স্বীয় বিক্ষেপে অসংলগ্ন হইয়া গগনে ভ্রাম্যমাণ স্বতন্ত্র এক বস্তু চন্দ্ররূপে খ্যাত হইল। তথাচ অমরঃ। ৮২।

অব্জোজৈবাতৃকঃ সোমোগ্লৌর্মৃগাঙ্কঃ কলানিধিঃ।

এই অব্জ শব্দে জল জন্য বুঝায় আর লোক প্রথিত আছে যে সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র জন্মিলেন। এবং মনুঃ। ১।১২।

তদণ্ডমকরোদ্বিধা।

তাহাতে উক্ত প্রকারেই হইতে পারে। অপিচ ঐ চন্দ্ররূপ অংশ পৃথক্ হইলে ভূগোল উল্টিয়া সমুদ্রের জল সেই গহ্বরে অধিক প্রবেশ করিল এমতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সমুদ্র মহা গম্ভীর বোধ হয় অথচ ঐ উল্টনে পৃথিবীর অধস্থ দেশ ঊর্দ্ধে উঠিবাতে সেইদিগ উত্তর হইল এবং ঐ জল সরিয়া যাওয়াতে পৃথিবীর অনেকাংশ জাগিয়া উঠিল।

৬। এইরূপে কোনকালে কোন তিনজন রাজার অধিকার ভেদে এই ভারত রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বাংশ দেশকে স্বর্গ ও মধ্যস্থানকে মর্ত্য ও ভারতের পশ্চিমাবধি পাতাল নাম দেওয়াগেল ইহাতে রামায়ণোক্ত রাবণের স্বর্গ জয় করণ ও ইন্দ্র পুত্রকে বন্ধন করিয়া আনয়ন প্রস্তাবে স্বর্গ গমনের পথ যেন কৈলাস কাশ্মীরাদি অঞ্চলে হিমালয়ের মধ্যদিয়া অনুমান হয় আর বলিরাজার পাতাল দেশে বাস পশ্চিমই হইতে পারে এবং অসুর ও দৈত্য কি রাক্ষস দেশ সেই পশ্চিমাংশ অনুভব শাস্ত্রে করা যায়। অমর সিংহ স্বর্গ বর্গানন্তর পাতাল বর্গ লিখিবার তাৎপর্য্য গম্য করার যোগ্য।

৭। ও চতুর্দশ মন্বন্তরে পিতৃগণ রুদ্রগণ বায়ুগণের ক্রমশঃ বহু কাল রাজ্য ভোগান্তে আদিত্য গণের রাজ্যকালে দ্রবিড়

দেশীয় সত্যব্রত রাজার সময় শ্রীমদ্ভাগবত এবং মৎস্য পুরা
ণোক্ত জলপ্লাবনে ঐ সত্যব্রত নৌকারোহণে বেদ রক্ষা করত
জল নিঃসরণের পর শ্রাদ্ধদেব মনুরূপে প্রজাপতি হইলেন
তাঁহার বংশ তিনজন পূর্ব্বোক্ত তিনদেশে রাজ্য করেন
তাহাতে পশ্চিমাংশে সোমরাজা ভারতবর্ষে ঐ আদিত্য সূর্য্য
বংশীয় ইক্ষ্বাকু রাজা হইয়া ক্রমশঃ রাজ্য ভোগ করিলে ঐ
বংশে ভরত নামে রাজা হইয়া ভারতবর্ষ রাজ্য করেন।
তাহাতেই ভারতবর্ষ নাম হয়।

৮। ঐ ভারতবর্ষে ইক্ষ্বাকু রাজবংশাবসানে অর্থাৎ সূর্য্য
বংশান্তে ঐ সোম বংশীয় যযাতি রাজা অধিকার করেন
তাহাতেই সোম অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের প্রবর্ত্তন হয়।

৯। সোম চন্দ্র বুধ সৌম্য ইত্যাদি গ্রহ সকলের নামে
বিবেচনা করা যাইতে পারে যে প্রাচীন প্রণালীমতে ঋষি
মুনি ও রাজাদিগের নামানুসারে গ্রহ নক্ষত্রদিগের নাম রাখা
যায় এমতে ভাব শুদ্ধ গ্রহদিগের পিতাপুত্র সম্বন্ধ উল্লেখ
জ্যোতিষে ব্যবহার হইতেছে।

১০। ঐ ভারতবর্ষে কখন ব্যাপক অধিকার সম্বন্ধে এক
নাম কখন বা খণ্ড২ রাজ্য হওয়াতে অযোধ্যা ও পঞ্চাল ও
গুজরাট, ও বিরাট, ও কর্ণাট, ও কুমারিকা, ও মিথিলা, ও
বঙ্গাদি নামে বহুতর রাজ্য সংস্থাপন ও পৃথক্২ নাম হইয়াছে

হিন্দুদিগের রাজ্যাবসানে যবনাধিকারে মোগলের হিন্দুস্থান ও ইদানীং ইংরাজ অধিকারে ঐ সমস্ত ভারতবর্ষের ইষ্ট ইণ্ডিয়া নাম করণ হইয়াছে।

১১। এই রূপ চীন, মহাচীন, তাতার, রুস, রোম, ইউ রোপ, পারস্য, আরব, আফরিকা, আমরিকা, নিউ হালে ণ্ডাদি সমস্ত দেশে কখন নানা খণ্ড২ ও কখন বৃহৎ২ এক একটা রাজ্য স্থাপন হইয়াছে ও হইতেছে।

১২। রাজ্য সকল যেমত পৃথক্ ও অস্থিররূপে আছে সেই মত তাহাতে দেশাচার ও ভাষা সকলও পৃথক্২ হয় এবং ভাষার পরিবর্ত্ত হয় ও রাজনীতির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যেহেতুক রাজার ব্যবহারানুযায়ি আচারাদি প্রায় ঘটে তথাচ রাজা হ্যাচার কারণং। অথঃ। আচারাদির কারণ রাজাই হন।

১৩। তাবৎ পৃথিবীর রাজ্যের এসকল বৃত্তান্ত ভূগোল শাস্ত্রে অশেষ বিশেষরূপে জানা যায় এবং তাহাতেই রাজ নীতির সদসৎ বিবেচনা হইতে পারে। এমতে ভূগোলাদি শাস্ত্র বেত্তা লোক সকলের নিজ২ রাজ্যের সুধারা কুধারা অনায়াসে বোধ হইয়া সুনীতির চিন্তা করিতে সক্ষম হয় নতুবা নিজ দেশের কুব্যবহারে মগ্ন থাকিয়া অন্ধ কূপস্থ ভেকের ন্যায় অসদ্ব্যবহারে মহাস্পর্দ্ধান্বিত থাকে ও তাহাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে।

১৪। অতএব লোক সকলের কর্ত্তব্য যে নিজদেশের ভদ্রা ভদ্রতা অনুসন্ধান করিয়া ও নানাদেশীয় ব্যবহার অবগত হইয়া, স্বদেশের উৎকৃষ্টতার চেষ্টা করে এমতে স্বয়ং ও বংশ পরম্পরা সৌজন্য লাভ করিতে ও সুখী হইতে পারে।

১৫। রাজ্য আর রাজার মধ্যে এই ভেদ দেখাযায় যে রাজ্য না থাকিলে রাজাও থাকেননা আর রাজার অভাবে রাজ্য তৎক্ষণাৎ নাশ হয়না কেবল অরাজক রাজ্য হয়।

---

২ দ্বিতীয় ধারা।

অরাজক দোষঃ।

১। অরাজক দোষের তুল্য জগতে কোন দোষই নাই যেহেতুক লোকের প্রাণ আর ধন এই দুই ইহলোকের সার পদার্থ। অরাজকে ঐ দুই পদার্থেরই ব্যাঘাত হয়।

২। যেহেতুক মনুষ্যের যে কদর্য্য স্বভাব বিশেষতঃ লোভ ঈর্ষাদি দোষ আছে, তাহা কদাচিৎ কিঞ্চিৎ লোকের প্রকৃত বিদ্যা জ্ঞান দ্বারা সাম্য থাকে। নতুবা প্রায়শঃ রাজদণ্ড ভয়েই তাদৃশ দোষ কুণ্ঠিত হয়। অরাজকে সেই সকল দোষত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। অপরন্তু সে বিদ্যাও লোপপায়। অন্ততঃ আবাল বৃদ্ধ সকলেই দস্যু বৃত্তিতে নিপুণ হয়।

৩। তাহাতে এই হয় যে যেং লোক বলিষ্ঠ থাকে তাহারা নিয়ত দুর্ব্বল ও অনাথ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া স্বার্থ করিতে থাকে তথাচ মনুঃ। ৭।২০।

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
জলে মৎস্যানিবাহিংস্যু দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥

অস্যার্থঃ। যদি রাজা সতর্ক হইয়া দোষি ব্যক্তির প্রতি সমুচিত দণ্ড না করেন তবে জলে মৎস্য সকলকে যেমন বলবান্ মৎস্য গ্রাসকরে সেইরূপ বলবান লোকে দুর্ব্বল লোককে হিংসাকরে।

৪। রাজহীন রাজ্যে ধর্ম্ম থাকেননা এবং কেহই সুব্যবস্থিত চিত্তে সৎকর্ম্মে নিপুণ থাকিতে পারেনা। জ্ঞাতি বান্ধবের স্নেহ ধ্বংস হয়। প্রতিবাসী কাঠিন্য ব্যবহার করে সুতরাং কাহারও কোন সত্তা স্থির থাকে না।

৫। অরাজক দেশে কেহই ধনবান্ থাকে না, এবং বাণিজ্য কার্য্যও চলেনা, কৃষক লোকেরা ভূমির প্রতি স্নেহ ও যত্ন রহিত হয়, এবং সুনীতি ও সদ্ব্যবহারের পর্য্যবসান, ও গুণবানের অমর্য্যাদা, ও গুণের অনাদর, ও লোক সকল নিরুৎসাহী, সুতরাং বিদ্যা লোপ, ও দুঃখ বিস্তার, সুখ রহিত হইয়া যায়।

৬। অরাজকে কেবল ধন প্রাণ নাশ হয় এমত নহে অপিচ বিবাহিতা স্ত্রী সম্পর্কাদিও স্থির থাকেনা। কেননা

প্রায়শঃ স্ত্রী যৌবনে লোভনীয়া হয় এবং তাহাতে সৌন্দর্য্যাংশ থাকিলেত মাংসতুল্যই হইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবান্ তাহারই ভোগ্যা হয় যথা অরক্ষিত স্থানস্থ মাংসকে মাংসভুক্ চতুষ্পদ, কি পক্ষী, কি কীট, মধ্যে যে বল করিয়া লয় সেই খায়।

৭। ঐ স্ত্রী কিম্বা ভূমি হরণাদি জন্য প্রজা লোকের সতত কলহ ও তজ্জন্য প্রাণহানি নিরবচ্ছিন্নে হইয়া পরিশেষে রাজ্য উচ্ছিন্ন ও দেশ অরণ্যময় হয়।

৮। ফলে রাজ্য রাজত্ব অন্য কোন বস্তু নয় কেবল সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গল দায়ক ও সকলের সুখ জনক নিয়ম প্রণালিকেই রাজত্ব বলাযায় সেই নিয়ম নির্ব্বাহক ব্যক্তিকে রাজা বলি বস্তুতস্তু সর্ব্বসাধারণ সকলেরি আত্মং মঙ্গল চিন্তার ন্যায় দেশের রাজত্বের ঔৎকর্ষ্য চিন্তা কর্ত্তব্য।

৯। সেই সর্ব্বজন সুখ সাধনোপায় নিয়ম রক্ষা দুষ্ট প্রজার দণ্ডবিনা হয় না। যথাহ মনুঃ। ৭। ২২।

সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥

১০। অতএব রাজ্যে ঐ দণ্ড নিয়ন্তা রাজার আবশ্যক কিন্তু স্বদেশীয় গুণবান্ রাজা ভাল। অপিচ। বিদেশীয় রাজা গুণবান্ হইলেও রাজ্যে তিন দোষ অগত্যা উপস্থিত হয়।

১। বিদেশীয় রাজা ও রাজ পুরুষেরা ভিন্ন দেশীয় প্রজার আচার ও ব্যবহার সম্যক্রূপে বুঝিতে পারেন না এমতে

যথার্থ বিচারে ক্রুটি হয়। বরং বিদেশীয়েরা তদ্দেশীয় তাবৎকে স্বজাতি ভিন্নজ্ঞানে ভদ্রলোক ও নীচলোক কি সাধু কি অসাধুকে তুল্য জ্ঞান করেন ইহাতে নীচ ও অসাধু কৃত অপকার দৃষ্টে যে নিয়ম উপস্থিত হয় তাহাতে ভদ্র ও সাধুলোকের মহৎকষ্ট হইয়াথাকে।

২। দ্বিতীয় যে জাতীয় রাজা হন সেই জাতি প্রধানতা ও গৌরব সহজেই প্রাপ্ত হয় এমতে ভিন্ন দেশীয় রাজার জাতীয় লোক প্রায় প্রজা জাতীয়ের উপর অধিক অহঙ্কারের পরাক্রম প্রকাশ করেন সেত অন্যায় হয়।

৩। ভিন্ন দেশীয় রাজার দেশ ক্রমশঃ প্রজাদেশীয় অর্থে পূর্ণ হয় অথচ প্রজার দেশ ক্ষীণ হইয়া যায়। যদি স্বদেশীয় রাজা হন তবে এদোষ হইতে পারেনা।

তৃতীয় ধারা।

রাজলক্ষণং।

১। রাজশব্দ অনুসন্ধানে বোধ হয় যে রাজৃদীপ্তৌ রাজ ধাতুর রূপ তাহার অর্থ দীপ্তিমান্ এতাবতা কোন তেজস্বী প্রকাশ ব্যক্তি। যথা মনুঃ। ৭।১১।

> যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রী র্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
> মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজো ময়োহিসঃ।।

অর্থঃ। যে রাজার প্রসন্নতাতে মহতী লক্ষ্মী হয়। এবং যাঁহার দ্বারা শত্রু জয় হয়। আর যাঁহার ক্রোধে মৃত্যুঘটে।

সেইত সর্ব্ব তেজোময়। কিন্তু নৃপতি আদি শব্দের এক পর্য্যায়েতে মনুষ্যের পতি এই অর্থ হইতে পারে পতিশব্দ পাল রক্ষণের রূপ তাহাতে মনুষ্যকে রক্ষা কারক ব্যক্তি বুঝায় তথাচ ভূপতি শব্দাদির ঐ অর্থ কেমনা ভূ পৃথিবী পালন কিমতে সম্ভব অপিচ ভূমিষ্ঠ লোক পালন করাই তাৎপর্য্যার্থ জানা যায়। তথাচ মনুঃ। ৭।৩।

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থ মস্য সর্ব্বস্য রাজান মসৃজৎ প্রভুঃ॥

যেহেতুক অরাজক হইলে বলবানের ভয় ক্রমে সকলেরই সত্ত্বা অস্থিত হয় অতএব সকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং প্রজা রক্ষা করণই রাজার কার্য্য। নতুবা ধন সংগ্রহ করা মাত্র রাজার কর্ম্ম নয়।

২। কখন রাজপুত্র রাজা হন, কখনবা অরাজ পুত্রও রাজা হন, এমতে রাজা কোন প্রকারের লোক হয় এমত নিয়ম নাই। এবং রাজা কখন রাজ্যচ্যুত হইয়া সাধারণ রূপে জীবন ধারণ করেন। অতএব রাজারূপে কোন ব্যক্তি নিত্য নির্দ্দিষ্ট নাই।

৩। তবে এই সিদ্ধান্ত হয় যে কোন ব্যক্তি লোক সকলের উপর যথাবিহিত রূপে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকে সেই রাজা বাস্তবিক রাজধর্ম্মাবচ্ছিন্ন রাজা এই যথার্থার্থ। এবং

তাহাতেই রাজ্য রক্ষা ও প্রজা পালন রূপ গুণোদয় ও অরাজক রূপ দোষ ক্ষয় হয়।

৪। সেই রাজধর্ম্ম পালন করণ রাজারূপ এক ব্যক্তির সাধ্য কদাচ সম্ভবেনা। কেননা যে গৃহস্থের ২।৪ টি সন্তান ও ২।৪ টি ভৃত্য আছে সেও একা ঐসকল সন্তান ও ভৃত্যকে শাসন ও সৎপথে রাখণে অশক্ত হয়। তাহাতে রাজ্যাব চ্ছেদে জন সমূহকে সুশাসনে রাখা একজন সাধ্য কিরূপে হইতে পারে। যথা মনুঃ। ৭।৫৫।

অপিচেৎ স্বকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং॥

অর্থঃ। সহজ কার্য্যও একজনের করা কঠিন হয়। তাহাতে মহা ব্যাপারাত্মক রাজ্য কার্য্য কিরূপে সহায় ব্যতিরেকে রাজা একা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

৫। অতএব রাজত্ব ধর্ম্ম যে সকল সামগ্রী অপেক্ষা করে তাহা সমস্ত অবিকল রূপে সমবধান হইলে রাজার রাজ্য যথার্থ হয় যাহার তাহা নাই তিনি ভাক্ত রাজা অচিরস্থায়ী ও অখ্যাতিমান্ জানিবা। তথাচ মৎস্য পুরাণং। ২০২।

স্থিরোপায়োহি পুরুষঃ স্থিব শ্রীরেব জায়তে।
রক্ষিতুংনৈব শক্নোতি চপলশ্চপলাং শ্রিয়ং॥

৬। সেই সামগ্রী এই ২। ধর্ম্ম ১। সৎশীলতা ২। দোষ রহিততা ৩। সুবিনীততা ৪। সতত উৎসাহিতা ৫। দক্ষতা ৬

প্রতাপ ৭। সতর্কতা ৮। দূরদর্শিতা ৯। রাজবিদ্যা ও রাজ নীতিজ্ঞতা ১০। শুদ্ধ সমন্ত্রী ১১। সদর্থ সঞ্চয় ১২। বিজ্ঞ অমাত্য ১৩। সৎ যোদ্ধা সেনা ১৪। সুদৃঢ় আজ্ঞা ১৫। সুস্থির নিয়ম ১৬। পশ্চাদ্দর্শিত্ব ১৭। সর্ব্বমর্ম্মজ্ঞতা ১৮। সদ্বিচার ১৯। রাজসভা। মহৎলোক সভা। প্রজাবর্গ সভা। এতৎ সভাত্রয় অধিষ্টাতৃত্ব ২০।

৭। যে রাজা আপনাকেই রাজা জানেন তিনি যথার্থ রাজা নহেন। কিন্তু যিনি জানেন যে লোক সমূহের মঙ্গল কারণ জগৎকর্ত্তা আমাকে এই কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মের ভার দিয়াছেন তিনিই প্রকৃত রাজা হন।

৮। কেননা প্রজার্থেই রাজা নতুবা রাজার নিমিত্ত প্রজা হয় না। যেমন পশু পালনার্থে রক্ষক আবশ্যক আর রক্ষ কের নিমিত্ত কেহ গবাদি পশু আয়োজন করেনা।

৯। জগতে মনুষ্য মাত্রেই রাজত্ব ইচ্ছা করে কেহবা রাজা হয় অনেকেই রাজা হয়না। কেহবা জন্ম মাত্রেই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে এই নিশ্চয় জানা যায় যে ঈশ্ব রই জগতের রাজার রাজা তিনি যখন যাহাকে রাজা করেন সেই রাজা হয় যত্নাদি কেবল ঐ ঈশ্বরেচ্ছার অনুকূল মাত্র।

১০। ফলে যে২ দেশের লোকের প্রতি ঈশ্বর ভালো করেন সেইস্থানে সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত সুবিচারক রাজা দেন আর যে

দেশ উচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করেন সে দেশ একটা দুষ্ট রাজার হস্তে অর্পণ করেন।

চতুর্থ ধারা।

রাজদোষঃ।

১। রাজত্ব সামগ্রী যেসকল উক্ত হইল ইহার অভাব কি বিপরীত ভাবতই দোষ হয়। অপিচ অন্যান্য দোষও অনেক আছে। তাহাতে প্রধান রূপে অষ্টাদশ ব্যসন। তদ্যথাহ মনুঃ। ৭।৪৭।৪৮।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিযোমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজো দশকোগণ ॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষা হসূয়ার্থ দূষণং।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোপি গণোহষ্টকঃ॥

২। অস্যার্থঃ। মৃগয়া পশু পক্ষি মৎস্যাদি বধঃ ১। অক্ষঃ পাশাদি ক্রীড়া অর্থাৎ সজীব নির্জীব বস্তু দ্বারা খেলা করণ ২। দিবা স্বপ্নঃ সকল কার্য্য বিঘাতিনী দিবা নিদ্রা ৩। পরিবাদঃ পরদোষ কথনং ৪। স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীসংভোগঃ অর্থাৎ অতিশয় ও অবিহিত রূপে স্ত্রীমত্ততা। এতাবতা নিয়ত অন্তঃপুর বাসাদি ও লাম্পট্য ব্যবহার ৫। মদঃ মদ্যাদি পান রতত৷ ও মত্ততা ৬। তৌর্য্যত্রিকং নৃত্য গীত বাদ্যে অনুচিত রূপে আসক্ততা ৭।৮।৯। বৃথাট্যা সতত বৃথা ভ্রমণং ১০। পৈশুন্যং অবিজ্ঞাত পরদোষের প্রকাশ করণ ১১। সাহসং সাধুর বন্ধনাদি নিগ্রহ ও ডাকাইতী আদি ১২। দ্রোহঃ ছলে কৌশলে বধ করণ ১৩।

ঈর্ষা অন্যের গুণের অসহিষ্ণুতা ১৪। অসূয়া পরের গুণে দোষ আরোপ করণ ১৫। অর্থদূষণং পরের ধন হরণ করণ ও পরের দেয় বস্তু ক না দেওন ১৬। বাক্‌পারুষ্যং কটুকহন ও গালি দেওন ১৭। দণ্ডপারুষ্যং দণ্ডাঘাত তাড়ন ও মাইর পিট করা ১৮। এই অষ্টাদশ দোষ কাম আর ক্রোধ মূলক তাহারা সকলেই লোভ জন্য হয় অতএব লোভকে সর্ব্বদা দমন করিবেক। যথাহ মনুঃ। ৭।৪৯

তযোরপ্যেতযোর্ম্মূলং যং সর্ব্বে কবযো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ।।

৩। এই সকল দোষ দ্বারা রাজা অকর্ম্মণ্য ও অযশস্বী হন। এবং তাঁহার অধিকারে সাধু প্রজা সতত পীড়িত ও দুঃখী হয়। আর দুষ্ট সকল অতিশয় প্রশ্রয় পায়। পরিশেষে সেই রাজা রাজ্যচ্যুত হন। এবিষয় বেণ ও পিথোরার পিতা ও মহম্মদ শাহা বাদশাহ ও নবাব ও শিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি অনেক হিন্দু মোছলমান রাজা দিগের বৃত্তান্তে নিদর্শন আছে।

৪। রাজার সুখিত্ব ও আলস্যাদি মহৎ দোষ তাহাতে অমাত্যবর্গ কুপথগামী হয় ও প্রজা পীড়া সমূহ ঘটে, ঐ মত রাজার নিঃসন্দেহত্ব, ও বিষয় বৈরাগ্য, ও ঔদাস্য, ও অনব ধানতাও দোষ হয় কেন না রাজার রজোগুণ প্রধানতার অনেক কর্ম্মই হয়। তথাচ স্মৃতিঃ।

সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ যতীনামেব ভূষণং।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু নৃপাণামেব দূষণং।।

অস্যার্থঃ। শত্রুতে মিত্রেতে সমান জ্ঞান যতিদিগের ভূষণ গুণ হয়। আর অপরাধির প্রতি তাদৃশ জ্ঞান রাজাদিগের দোষ হয়।

৫। যেমন উক্ত দোষ সকল রাজার প্রতি আক্রমণ করিলে অমঙ্গল ঘটে সেই রূপ রাজমন্ত্রী ও অমাত্য ও রাজার নিযুক্ত কার্য্যি ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সকলেরও ঐ সকল দোষ মহা অপকারক বটে। তাহার পরীক্ষা সততই লোকে করিতে পারে।

৬। যদ্যপি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত।

যে রাজ্ঞাধিকৃতাস্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতং।
সাধূন্ সংমানয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ॥

অস্যার্থঃ। রাজা কর্ত্তৃক যে সকল অধ্যক্ষ কার্য্যকারক নিযুক্ত হন, রাজা চরের দ্বারা তাঁহারদিগের আচার ও ব্যবহার চেষ্টা অবগত হইয়া যে সকল সাধু কার্য্যকারী তাহারদিগকে সম্মান করিবেন। আর যাহারা বিপরীত অসাধু কার্য্যকারী তাহারদিগকে দণ্ডাদি করিবেন। ইত্যাদি বিধানানুসারে চর, দূত, গোয়েন্দা, লোকের প্রয়োজন আছে তথাপি রাজা কদাচ কর্ণপাতল না হন অর্থাৎ অযথার্থবাদি লোকের বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই বাক্যেতে প্রমাণ গ্রহ করিয়া অনর্থ না করেন কেন না তাহাতে আরো মহৎ দোষ হয়।

৭। অতএব চোকলখোর লোকের কথা শুনিয়া যথার্থা যথার্থ বিচারে চিহ্ন, ও নিদর্শন, লক্ষণ, ও প্রমাণান্তরের দ্বারা যদি তাহা প্রকৃত বোধ হয় তবেই তাহার মত শাসন করিবেন

নতুবা তাবৎ সৎ লোকের নিরপরাধে অপমান ও অপকার সমূহ সম্ভাবনা, এবং রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা হয়। এমতে অযথার্থ বাদির দণ্ডও আবশ্যক কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দোষ রাজার মহাদোষ হয়।

৫ পঞ্চম ধারা।

রাজার বিশেষ নিজকার্য্য।

১। রাজার স্বীয় কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য এই যে সৎ মন্ত্রির বিবেচনা এবং সতত মন্ত্রির চরিত্র নিরীক্ষণ আর অপরাধীনতা এতাবতা কেবল পরের কথাতেই কার্য্য না করণ অপিচ সদ্যুক্তি সিদ্ধ ও উক্ত সভাত্রয়ের পরামর্শান্বিত সৎকর্ম্ম করণ। যথাহমনুঃ। ৭। ৫৭।

তেষাং স্বংস্বমভিপ্রায় মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ।।

অতএব রাজা যত্ন পূর্ব্বক ঐ সভাত্রয় সংস্থাপন করিবেন।

২। তত্রাদৌ রাজসভা। তাহাতে সুলক্ষণাক্রান্ত, দোষ রহিত, যোগ্য, ৮ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন যথাহ মনুঃ ৭।৫৪।

মৌলান্ শাস্ত্র বিদঃশূরাং্লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌবা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্।।

অস্যার্থঃ। পিতৃ পিতামহাদি ক্রমে সৎকার্য্যশালী, নানা শাস্ত্র পারগ, বিক্রান্ত, সৎকার্য্য নিষ্পাদন চিহ্নবন্ত, সৎকুলমান্য

বংশোদ্ভব পরীক্ষোত্তীর্ণ, এমত ব্যক্তিদিগকে রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিবেন এই সকল মন্ত্রী প্রকাশত ও গোপনীয় ভাবে রাজার হিতার্থে মন্ত্রণা করিবেন। তথাচ আয়, ব্যয়, যুদ্ধ, স্বরাজ্যোন্নতি, পররাষ্ট্র শাস্ত্রোক্ত মণ্ডল বিবেচনা এবং নিযুক্তাধ্যক্ষ অমাত্যগণের দোষ গুণ অনুসন্ধান, সন্ধি চর, ও উপায়, সতত চিন্তা করিয়া সর্ব্ববাদি সম্মত যুক্তি রাজ[illegible] করিবেন। এবং আপনারদিগের প্রস্তাবিত নিয়ম [illegible] সভাতে জানাইবেন। আর দ্বিতীয় সভার প্রস্তাব তৃতীয় সভাতে, ও তৃতীয় সভার প্রস্তাব দ্বিতীয় সভাতে, জ্ঞাপন করিয়া তাহারদিগের মত লইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্যাগ্রাহ্য স্থির করিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত করিবেন।

৩। দ্বিতীয় মহৎ লোক সভা তাহাতে দেশের মহামহা প্রধান ব্যক্তি সকল যাঁহারা বিদ্যায়, কি ধনে, কি ভূমি সম্পর্কে, ও বংশ গৌরবে, মহামান্য ও গৌরবান্বিত থাকেন তাঁহার দিগকে রাজা কার্য্যোপযোগী পরামর্শ ও সমন্ত্রণা [illegible] সময়ে২ আহ্বান ও আদর করিয়া সম্মানে রাখিবেন। যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

নৃপেণাধিকৃতাঃ পূগাঃ শ্রেণ
য়োথ কুলানিচ। পূগাঃ সমূহাঃ।

এতদতিরিক্ত নিয়ম স্মৃতি কার্য্যার্থ কতিপয় বিদ্বান ও বিজ্ঞ লোককে ঐ সভাস্থ করণের আবশ্যক যথাহ মনুঃ।১২।১১১

ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্ম পাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥

অস্যার্থঃ। ঋক্ যজুঃ সাম ত্রিবেদ ৩ এবং ন্যায় ৪ ও তর্ক ৫। নিরুক্ত ৬ ও মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র বেত্তা পণ্ডিত ৭ আর বিদ্যার্থী ৮ ও গৃহী ৯ ও সংসার মায়া রহিত ১০। এই দশ বিধ প্রকার প্রবীণ লোককে সভাস্থ করিবেন ইহাঁরা রাজ সভার ও প্রজাবর্গ সভার প্রস্তাবিত বিষয়, দেশের অবস্থা, ও নীতি ব্যবহার ও ভদ্রাভদ্রতা দৃষ্টে ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ সভাতে প্রদান করিবেন এবং অপর যে পরামর্শ তাহাও দিবেন। ব্যবস্থা নিয়মের এই মুখ্য বিবেচনা যে বহুকালেও ঐ বিধির অন্যথা করার আবশ্যক না হয় নতুবা প্রতিমাসে কি বৎসরে রাজ নিয়মের পরিবর্ত্ত ও অন্যথা হইলে রাজ্যের ব্যবহারের ব্যতিব্যস্ততা হইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে কঠিনতা ও প্রজা সমূহের উদ্বেগ হয়।

৪। তৃতীয় প্রজাবর্গ সভা। তল্লক্ষণং যথাহ কাত্যায়নঃ।

কুলশীল বযোবৃত্তৈ র্বিত্তবদ্ভিরমৎসরৈঃ। বণিগ্‌ভিঃস্যাৎ
কতিপযৈঃ কুল ভূতৈরধিষ্ঠিতং॥ কুলভূতৈঃ বৃদ্ধৈ রিতি।

তাহাতে নানারূপ প্রজা, ও নানা ব্যবসায়ী, ও কৃষক, ও বাণিজ্যকারী, আদি সাধারণ ব্যক্তি সকলের আদর ও সম্মানে আহ্বান কর্ত্তব্য যে তাহারা রাজাজ্ঞার দোষাদোষ অর্থাৎ প্রজাপক্ষে হিতাহিত ও ইষ্টানিষ্ট বিষয় চিন্তা করিয়া রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কার্য্যি সকলের আচার ব্যবহার গুণাগুণ রাজ

সভাতে জ্ঞাপন করিবেক। এবং প্রজা লোকের প্রার্থনা আর প্রজাবর্গ আপন সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধির যে উপায় স্থির করে তাহাও জানাইবেক।

৫। সভাস্থ তাবতের এক বুদ্ধি কদাচ সম্ভব নাই এমতে সকলের সকল বিষয় ঐক্যমত হওয়া সুদূর পরাহত অতএব সভাস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির যে সিদ্ধান্তমত সেই গ্রাহ্য যোগ্য। তথাচ বীরমিত্রোদয়ে সভ্য প্রকরণে ২১ পত্রে।

ভূয়োল্প বিরোধে ভূয়সাং স্যাৎ স্বধর্ম্মত্বমিতি।

৬। দুষ্ট দমন রাজার যে নিয়ত কার্য্য তাহাতেই সর্ব্ব মঙ্গল হয়। সেই দুষ্ট কেবল তস্কর নহে অপিচ রাজদ্রোহী কিদস্যু কি পরবঞ্চক কি দুষ্ট রাজামাত্য ও রাজ ভৃত্য তাবৎ কেই যথোচিত শাসন কর্ত্তব্য। নতুবা রাজ্য অস্থির ও অনিয়ত দুঃখ ঘটনাতে ব্যাপ্ত হইয়া যায়।

৭। রাজার রাজত্ব স্থির রাখা যেমত আবশ্যক ঐরূপ রাজ্যের উন্নতি চিন্তাও সতত কর্ত্তব্য।

৬ ষষ্ঠ ধারা।

রাজ্যের উন্নতি।

১। রাজ্যের উন্নতি তাহাকে বলা যায় যে অনুরাগ ও নিয়মে দেশের তাবৎ প্রজার ঐশ্বর্য্য ও সুখ সম্পত্তি অধিক

তর হইতে থাকে। আর প্রজাবর্গ সুস্থিরতা পূর্ব্বক বসবাস করে। এবং পথিক, ও বিদেশীয় লোকের উদ্বেগ না জন্মে।

২। তাহার মূল এই এই যে দেশের মধ্যে নানাস্থানের ভূমির শক্তি নিরূপণ করণ যে কোন্ স্থানে কি দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। আর আকর অনুসন্ধান করণ কেননা যেদেশে স্বর্ণ রৌপ্যাদি কোন ধাতু প্রভৃতির আকর থাকে, ও তাহার যথার্থ ব্যবহার করা যায়, সেদেশ সহজেই উন্নত হইয়া উঠে।

৩। মনুঃ ৭। ১৩৯। বিধান করেন যে।

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোমূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্হ্যাত্মনোমূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ॥

অর্থঃ। প্রজা স্নেহে করাল্প করিলে আত্মমূলোচ্ছেদ হয়। অতি লোভে করাধিক্য করিলে প্রজার মূলোচ্ছেদ হয়। উভয়তই পীড়া দায়ক অতএব তাহা করিবেক না। এতৎ প্রযুক্ত ভূমির উৎপন্ন দৃষ্টে প্রজালোকের লাভাংশ রাখিয়া দেশের ভূমির কর নিরূপণ স্থিরতররূপে হয় যে লোকের পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সেই করের অন্যথা না হইতে পারে তাহা হইলে ভূমির প্রতি প্রজালোকের অতিশয় মমত্ব জন্মে সুতরাং তাহারা আপন২ ভূমিকে নিজ ধন সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান করিয়া ঐ ভূমির উর্ব্বরত্ব, ও ঔৎকর্ষ্য ও অধিক শস্যাদি উৎপত্তি সামর্থ্যের বিষয় বিহিত চেষ্টা ও যত্ন করিতে থাকে। যদি ভূমির করের স্থৈর্য্য না থাকে তবে কেহই তাহার আদর

করে না ও ভূমির উৎপন্নে মনোযোগী হয় না সুতরাং সে ভূমি মূল্যবতী হইতে পারে না।

৪। দেশের ভূমিতে যেখানে যেরূপ শস্যের আধিক্য জন্মিতে পারে তাহার মত চেষ্টা করা যায়। বরং লোকের জীবনো পায় যে সকল সামগ্রী তাহা প্রচুররূপে দেশেতেই উৎপন্ন হয় এমত কর্ত্তব্য যাহাতে পর দেশীয় উৎপন্ন তত্তৎ দ্রব্য আগমনের অধিক অপেক্ষা না থাকে।

৫। যদি অন্যান্য দেশীয় লোকের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হয় তবে তাহার গ্রাহক সকল ঐ দেশের বাণিজ্যে ব্যগ্র হয়। সুতরাং নানাদেশীয় অর্থ সেই রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আগম হইয়া দেশ ধনাঢ্য হয়।

৬। এরূপে বাণিজ্য বাহুল্য হইলে পরদেশীয় উৎকৃষ্ট বস্তু সকল সেই দেশে আগত হইয়া সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য ঐ দেশে সুলভ হয়।

৭। দেশের লোকের বিদ্যা নৈপুণ্য দ্বিতীয় মূল। তাহাতে লোক সকল ধর্ম্মিষ্ঠ ও নানা শিল্প কর্ম্মে নিপুণ হইলে নানা ব্যবসায় বাহুল্য হয়। সুতরাং সেই শিল্প বিদ্যা ঘটিত বস্তু সকল অন্যান্য দেশে বাণিজ্যরূপে গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ধনাগম প্রচুর হয় ও তাহাতেই দেশ ধনী হন।

৮। রাজ্যে এমত শুদ্ধ স্বর্ণ ও রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা চলিত করণ যাহাতে কাহার কৃত্রিমতা ও অপকারকতার

ক্ষমতা না থাকে এবং পরিমাণের ব্যতিক্রম না হয় ও সর্ব্ব জনের গণনা সাধ্য ও ব্যবহারোপযোগী ও সর্ব্বত্র সুলভ হইতে পারে। কেননা তাবৎ লোকের পরস্পর ব্যবহারে পরিবর্ত্ত আবশ্যক তাহাত মুদ্রাগতই প্রায় ঘটে। সেই মুদ্রাতে দোষ থাকিলে প্রতারক লোকের প্রতারণার বহুপন্থা হয়। ঐমত সর্ব্বদ্রব্যের স্থির পরিমাণ স্থিতি করণ যে প্রজা লোকের দ্রব্য বিনিময়ে ও মূল্য নিরূপণে ক্লেশকর না হয়।

৯। ঐ সকল কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য ও বিদ্যা দেশের সৌষ্ঠব অপেক্ষা করে।

---

৭ সপ্তমধারা।

রাজ্যসৌষ্ঠব।

১। রাজ্যের সৌষ্ঠব তবে হয় যদি দেশের নানাপ্রকার সাধারণ উপকারক বিষয় সকল সুশৃঙ্খল ও সুস্থির রূপে হয় তাহা এইং।

২। দেশের পথ। রাজ্যের সীমাপর্য্যন্ত নানা নগরে ও গ্রামেং পথের পারিপাট্য সুন্দর রূপে হয় যাহাতে লোক সকলের সম্যক্ প্রকার যান বাহনাদি গমনাগমন অবাধে হইতে পারে যেহেতুক শরীরের মধ্যে যেমত নাড়ী সকল যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র রসের গতিবিধি হয়, ঐরূপ দেশের পথ

যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র সকল বস্তু আনয়ন ও গতিবিধি হইতে পারে। এমতে যদি কোন প্রদেশে শস্য না হয় তবে অনা য়াসে অন্যত্র হইতে শস্যাগম হইয়া দুর্ভিক্ষ ঘটেনা। এবং কোন স্থানে দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইলে অন্যত্র হইতে সৈন্য অল্পক্ষণে সুযোগে তথাতে যাইয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু নাড়ীর ব্যত্যয়ে যেমত রোগ হয় সেইমত পথের ত্রুটিতে দেশের অমঙ্গল হয়।

৩। স্থল পথের উৎকৃষ্টতা এইরূপে হইতে পারে যে উচ্চনীচ স্থান সমান করা যায় ও উভয় পার্শ্বে ফল ও ছায়াবান্ বৃক্ষ স্থাপিত হয়। ও সংক্রমণ প্রয়োজনীয় স্থানে দৃঢ় সংক্রমণ অর্থাৎ সাঁকো দেওয়া যায়। ও পারাবার নিমিত্তে খেয়া নৌকা নিয়ত স্থাপন হয়। আর তিন চারি ক্রোশ অন্তর হাট বাজার, ও পথিক লোকের স্থিতির স্থান, নির্ম্মাণ হয়।

৪। জলপথের পরিপাটী এইরূপে হয় যে নৌকা গমন যোগ্য তাবৎ নদ নদী ও নালা খাল পরিষ্কার ও সোজা করা যায়, এবং তাহার তীরে২ বন্দর ও বাজার হাট ও লোক স্থিতি স্থান ২।৪ ক্রোশ অন্তর সংস্থাপিত হয়।

৫। যে২ স্থানে জলকষ্ট তাহাতে জলাশয় হয়। ঐমত যে২ স্থানে জলময় তাহাতে সেতু ও জল নিঃসরণের পথ করা যায়, ও দেশের জঙ্গল পরিষ্কার, ও হিংস্র জন্তুর বিনাশ, কর্ত্তব্য।

৬। দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যালয় সকল স্থাপন হয়। তাহাতে লোকেরা অনায়াসে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে।

৭। অপিচ দেশের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের অর্থাৎ ছাপাখানার সংস্থাপন বাহুল্যরূপে করণ কর্ত্তব্য। এমতে নানাপ্রকার বিদ্যা গ্রন্থ এবং রাজাজ্ঞা ও রাজ নিয়ম অতিশীঘ্র মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর হইতে পারে।

৮। ঐমত সমাচার পত্র প্রচলিত করণে অতি আবশ্যক যে নানা বিধি শ্রোতব্য বিষয় ও দেশের নূতন২ ঘটনা সকল অনায়াসে সকলে জ্ঞাত হইতে পারে। তাহাতে সৎকর্ম্মের ফল ও অসৎকর্ম্মের প্রতিফল জ্ঞাত হইয়া লোক সাবধান হয়।

৯। দূত শ্রেণী অর্থাৎ ডাকের নিয়ম দেশে এমতরূপ স্থাপন কর্ত্তব্য যাহাতে প্রতিনগর ও গ্রামাদি হইতে সর্ব্ব সাধারণের পত্রাদি গতায়াত করিতে পারে। এবং দ্রব্যাদি প্রেরণের সুলভ হয়। ও দেশের সমস্ত সমাচার সহজে শীঘ্র অনায়াসে প্রকাশ হইতে পারে।

১০। নগরে২ প্রবাসী লোকের আশ্রয়ার্থ ধর্ম্মশালা ও রোগিদিগের নিমিত্তে চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় বরং প্রধান২ গ্রামে অন্তত তিন ক্রোশের মধ্যে সুবিদ্য ও পরীক্ষিত সুবিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করা যায়: এবং ঔষধাগার স্থাপন করা যায় যে দেশে ব্যামোহের চিকিৎসার ক্রটি, ও কুচিকিৎসা না হইতে পারে।

৮ অষ্টম ধারা।

রাজার নিত্যকর্ম্ম।

যথাহ অত্রিঃ। দুষ্টস্য দণ্ডঃ ১ সুজনস্য পূজা ২ ন্যায়েন কোষস্যচ সংপ্রবৃদ্ধিঃ ৩। অপক্ষপাতোঽর্থিষু ৪ রাষ্ট্রবক্ষা ৫ পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাং।

অস্যার্থঃ। দুষ্টলোকের দণ্ডকরণ। সুজন সাধুব পূজা করণ। ন্যায় পূর্ব্বক রাজ কোষেব বৃদ্ধিকরণ। বাদি প্রতিবাদি ঘটিত ব্যবহার বিষয়ে পক্ষপাত রহিত থাকন। আর রাজ্যকে রক্ষাকরণ এই পঞ্চ কর্ম্ম পঞ্চ মহাযজ্ঞ স্বরূপ রাজার নিয়ত নিত্য কার্য্য হয়।

১। তাহার প্রথম দুষ্টদণ্ড, এই মহাকার্য্য, উপায় দ্বারা কর্ত্তব্য সেই উপায়ের মূল রাজ নিযুক্ত অধ্যক্ষ সকল অতএব রাজ্যের অবস্থা বিবেচনাতে অধ্যক্ষ নিয়োগের স্থান সকল ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ কাছারি স্থির করিতে হয় যথাহ মনুঃ। ৭। ১২১।

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থ চিন্তকং।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণা মিবগ্রহং॥

অপিচ সাহসাদি ও ঋণাদানাদি, বিষয়ে পৃথক্২ শ্রেণীতে লোক নিযুক্ত কর্ত্তব্য।

২। ঐ ধর্ম্মাধিকরণ এমত বিবেচিত স্থানে কর্ত্তব্য যে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রজাবর্গ এক দিবসের মধ্যেই ঐ অধ্যক্ষ সমীপে আত্ম বিবরণ নিবেদন করায় স্বগৃহে স্বগৃহে প্রত্যা

গমন করিতে পারে কেননা বিচার স্থলের দূরত্বই প্রজার পক্ষে এক মহাদুঃখ দায়ক অন্যায় হয়।

৩। সেই অধ্যক্ষ লোক যোগ্য ও গুণবান্ বিবেচনা কর্ত্তব্য যে, শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ইত্যাদি বিদ্যা শ্রেণীর ৮।৭ ধারার সূত্রের উক্ত লোক হয়। অন্যচ্চ মনুঃ। ৭। ১৪১।

অমাত্য মুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতং।
স্থাপযেদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নণাৎ॥

৪। তাহারা যোগ্যতা ও গুণ তারতম্যে নীচ পদ অবধি রাজ সভাপর্য্যন্ত ক্রমশঃ নিযুক্ত হয়। যথাহ মনুঃ। ৭। ১১৫।

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রাম পতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেবচ॥

৫। ঐ মত বীংমিং ১৩১ পত্রে বৃহস্পত্যুক্তং।

দ্বৌ ত্রয়ঃ পঞ্চ বা কার্য্যাঃ সমূহহিতবাদিনঃ।
কর্ত্তব্যং বচনং তেষাং গ্রাম শ্রেণী গণাদিভিঃ॥

এবং যাজ্ঞবল্ক্যোক্তং।

ধর্ম্মজ্ঞাঃ শুচয়োঽলুব্ধা ভবেয়ুঃ কার্য্যচিন্তকাঃ।
কর্ত্তব্যং বচনং তেষাৎ সমূহহিতবাদিনাং॥

ইত্যাদি ব্যবস্থানুসারে প্রতিগ্রামের মধ্যে লোক বিবেচনা করিয়া প্রধান ও বিশ্বস্ত ৫ জনকে পঞ্চাইত রূপে নিযুক্ত কর্ত্তব্য যে তাহারা গ্রামস্থ ভাবতের অবস্থা ও সদসৎ চেষ্টা অবগত থাকিয়া দুর্নীতি দূর করিতে ও সদ্ব্যবহার স্থাপনে এবং রাজশাসনের সাহায্যে যত্নবান্ থাকে।

৬। রাজকার্য্য এককরূপ লোক দ্বারা হয় না যেহেতুক মূষিকের দমন সিংহ দ্বারা হয় না এবং হস্তির প্রতিকার বিড়াল দ্বারা সম্ভব নহে অতএব পদক্রমে মর্য্যাদা ও পরাক্রমাক্রান্ত লোক নিযুক্ত কর্ত্তব্য।

৭। রাজদোষের ৬ সূত্রোক্ত যে রাজ্ঞাধিকৃতাস্তেষাং চাবৈজ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতমিত্যাদি রূপে ঐ সকল নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের আচারাদি জ্ঞাত হইয়া যথোচিত শাসন সতত কর্ত্তব্য।

৮। রাজকার্য্য উপলক্ষে অনেক দুষ্ট, রাজগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সাধু প্রজার ধন হরণ করে। তথাচ মনুঃ। ৭। ১১ ঃ

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥

অতএব রাজা নিজে সেই বিষয়ে সতত সতর্ক ও চেতন থাকিবেন যে দেশে ঐ মত দুষ্টামাত্য কদাচিৎ না হইতে পারে।

৯। এই সকল বিধান সাহসাদি বিষয়ে অর্থাৎ পোলীস ও ফৌজদারী যাহাতে সাক্ষির পরীক্ষা নাই তাহাতে যেমত উচিত হয় সেই রূপ ঋণাদানাদি অর্থাৎ দেওয়ানী বিষয় যাহাতে সাক্ষির পরীক্ষা আছে তাহাতেও কর্ত্তব্য। ফলে দুষ্ট দমন দ্বারা রাজ্য সমস্ত রূপে স্থির হয়।

৯ নবম ধারা।

দুষ্টদমন।

যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। চাটতস্করদুর্বৃত্তৈর্মহাসাহসিকৈস্তথা। পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কাযস্থৈভ্যো বিশেষতঃ ॥

অস্যার্থঃ। চাট অর্থাৎ চুয়াড় প্রভৃতি অশাসিত দেশবাসি জন সমূহ যাহারা প্রজাদিগের ধনাদি লুঠ করে এবং প্রাণ হানি করে ১। তস্কর অর্থাৎ যাহারা প্রকাশ ও অপ্রকাশ রূপে ডাকাইতী ও চরি ও বাটপাড়ী করে ২। দুর্বৃত্ত যাহারা ধূর্ত্ত ও নানা চ্ছলে লোককে বঞ্চনা করে কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রাদি প্রস্তুত ও চলন করে এবং কৃত্রিম অথাৎ জালসাজী করে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় ইত্যাদি ৩। মহাসাহসিক অর্থাৎ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া লোকের ভূমি ও ধন প্রাণাদি হরণ করে ৪। এই সকল ব্যক্তি কর্তৃক পীড়িত প্রজাকে রাজা রক্ষা করিবেন এতাবতা ঐ সকল দুষ্ট লোককে শাসন ও দণ্ড করিবেন বিশেষতঃ কায়স্থ অর্থাৎ রাজ কার্য্যকারি ৫। যাহারা রাজকার্য্যোপলক্ষে প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করিয়া স্বাথ করে তাহারদিগকে বিশেষ রূপে দণ্ড করিবেন।

২। তস্কর নির্ণয় করণ মহা কঠিন কার্য্য কেননা সাধু ও অপ্রকাশ তস্করপ্রজা একই রূপ ইহাতে রাজার বিশেষ অনুসন্ধান অপেক্ষা করে এমতেই মনু কহিয়াছেন। ৭। ১১০।

যথোদ্ধরতি নিদাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপোরাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ ॥

অস্যার্থঃ। যেমন কৃষক লোকে ধান্যাদির মধ্যস্থ অপকারি শ্যামাঘাস প্রভৃতিকে বাছিয়া উঠাইয়া ফেলিয়া ধান্যকে রক্ষা করে সেইরূপ রাজা দুষ্ট প্রজাকে শাসন করিয়া সাধু প্রজা রক্ষা দ্বারা দেশ রক্ষা করিবেন। অপিচ মনুঃ। ৮। ৩০২।

পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশোরাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে॥

৩। অতএব তস্কর জ্ঞান করণের ও বিচারার্থে ধরণের কতক উপায় যাজ্ঞবল্ক্যঃ কহিয়াছেন। তদ্যথা।

গ্রাহকৈর্গৃহ্যতে চৌরো লোপ্ত্রেণাথ পদেনবা। পূর্ব্বকর্ম্মাপরাধীচ
তথাচাশুদ্ধবাসকঃ। অন্যেপি শঙ্কয়া গ্রাহ্যা জাতি নামাদি নিহ্নবৈঃ।
দ্যূত স্ত্রী পান শক্তাশ্চ শুষ্কভিন্ন মুখস্বরাঃ। পরদ্রব্য গৃহাণাঞ্চ
পৃচ্ছকা গূঢ়চারিণঃ। নিরায়া ব্যয়বন্তশ্চ বিনষ্ট দ্রব্য বিক্রয়াঃ॥

অস্যার্থঃ। রাজপুরুষ যাহারা চৌর ধরিতে নিযুক্ত থাকে তাহারা চৌরাদিকে তাদৃশ কার্য্য কালে ধরিবেক তদতিরিক্ত যে ব্যক্তির নিকট চুরি ডাকাইতী আদির দ্রব্য পায়, অথবা যে কোন ব্যক্তিকে চৌর্য্যাদি কার্য্যে এবং অবস্থাতে অর্থাৎ সিঁদ কাঠি আদি সহিত ও সিদমাটি গাত্রে পায় তাহাকেও ধরিবেক, অপিচ আরো কতকগুলিনকে সন্দেহ করিয়া ধরিতে পারে, যাহারা পূর্ব্ব তাদৃশ কার্য্যে অপরাধী হইয়াছিল। এবং অশুদ্ধ স্থান অর্থাৎ অন্য সৎলোকের বাস যোগ্য স্থান ছাড়া যাহারা বাস করে। আর জাতিনামাদি ছাপায়। যে সকল জুয়াবাজ। লচ্চা। মদিরা পানরত। এবং জিজ্ঞাসা করিলেই যাহারদিগের

মুখ শুষ্ক ও স্বরের ব্যত্যয় হয়, ও যাহারা অকারণে পরের ঘর ও দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করে, ও আপনার বেশ ভূষণ ও বসনাদি পরিচ্ছদ প্রকারান্তর করিয়া কি সংগোপনে অসময়ে ও অযোগ্য স্থানে ভ্রমণাদি করে, এবং আয় না থাকে অথচ যথেষ্ট ব্যয় করে, ও সতত পুরাতন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। কিন্তু এ সকল সন্দেহের বিষয় ইহাতেই অপরাধ সপ্রমাণ হয় না ইহারদিগকে ধরিয়া কেবল বিচার করিতে পারে মাত্র।

৪। অন্যচ্চ রাজা দোষাদোষ বিচার করিয়া দণ্ড্য ব্যক্তিকেই দণ্ড করিবেন নতুবা মহাদোষ হয় যথাচ মনুঃ ৮।১২৮।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

অস্যার্থঃ। রাজা যদি দণ্ডযোগ্য যে নহে তাহাকে দণ্ড করেন অথবা দণ্ডনীয় যে ব্যক্তি তাহাকে দণ্ড না করেন তবে রাজার মহা অযশ এবং নরকে গমন হয়।

৫। ঐ মত যে কার্য্যী অযথার্থ বিচার করে তাহাকেও রাজা দণ্ড করিবেন। তথাচ মনুঃ।

অমাত্যাঃ প্রাড়্বিবাকো বা যে কুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তেষাম নৃপতিঃ ... সহস্রং দণ্ডয়েৎ॥

অস্যার্থঃ। রাজার অমাত্য বর্গ অর্থাৎ আমলাদি অথবা প্রাড়্বিবাক অর্থাৎ নিযুক্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষ যে কেহ অযথার্থ বিচার

কার্য্য করে তাহাকেই রাজা সহস্র দণ্ড করিবেন ও সেই বিষয় যথার্থ রূপে রাজা বিচার করিবেন।

১০ দশম ধারা।

সুজনের পূজা।

১। সুজনের পূজা অর্থাৎ সাধুলোকের যথার্থ উদ্যোগ। তাহা দুষ্টদমন দ্বারাতেই অনেক হয় কেননা সাধুলোকের সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহার প্রযুক্ত তাঁহারদিগের উৎপাত ও ভয় কুত্রাপি নাই কেবল দুর্জ্জন ব্যক্তি হইতেই তাঁহারদিগের অনিষ্ট হয়। তথাচ।

পাদপানাং ভয়ং বাতঃ পদ্মানাং শিশিরো ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রঃ সাধূনাং দুর্জ্জনাভয়ং॥

২। কিঞ্চ দুষ্ট খল অন্য দুষ্টের প্রতি তাদৃশ অপকার করিতে পারে না কিন্তু অকারণে সাধুলোকের পীড়া করে। তথাহি।

জলাগ্নি বিষ সর্পেভ্যো ন তথা জায়তে ভয়ং।
অকারণ জগদ্বৈরি খলেভ্যো জায়তে যথা॥

অতএব এক দুষ্ট দমনেই অনেক সৎ সাধুলোকের উপকার হয়।

৩। রাজারা যেমন দুষ্টের প্রতি ভয়ানক ক্রোধ দৃষ্টি ও তর্জ্জন ভৎর্সন ও দ্বেষ প্রকাশে মনোযোগী থাকিবেন, তেমন সাধুলোকের প্রতি প্রসন্ন ও গম্ভীর ও মিষ্টালাপী ও দয়াবান্ হইবেন। যথাহ মনুঃ ৭।১৪০।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ॥

অস্যার্থঃ। কার্য্য বিশেষে রাজা তীক্ষ্ণ হইবেন এবং মৃদু হইবেন যেহেতুক তীক্ষ্ণ মৃদু উভয় রূপ ধারণ না করিলে এক রূপে সর্ব্বজন বাধ্য হয় না।

৪। অন্যচ্চ সাধুলোকের মর্য্যাদা ও সম্মান ও আদর সতত কর্ত্তব্য। এবং তাহারদিগের পৌষ্টিকতার চেষ্টাও বিধেয়। যেদেশে সল্লোকের আধিক্য হয় সেই দেশ উন্নত ও লোক পূর্ণ ও নানা সুখের স্থান হয় এবং রাজা নিরুদ্বিগ্ন ও রাজ্য স্থির থাকে।

৫। ফলে যে রাজার অধিকারে ও যে রাজ্যে সাধু প্রজা লোক নিরুদ্বেগে গৃহে থাকে, ও পথে চলে, ও স্বীয়২ ধন সম্পত্তি অবাধে ভোগ করে, সেই রাজা ও রাজ্য ধন্য এবং সেই সুখের স্থান হয়।

৬। যাবৎ দেশের লোক সত্য বাক্য না কহে, ও প্রতি বাসী সকল সদ্ব্যবহারে রত না থাকে, তাবৎ কোন ব্যক্তিই সুস্থির রূপে গৃহবাস করিতে পারে না। এবং স্বীয় বিষয় নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে পারে না। এবং যাবৎ রাজসভাতে মিথ্যার সঙ্গতি প্রসক্তি ও শাসনের ক্রটি থাকে তাবৎ সকল লোক সত্যবাদী হয় না ও সদ্ব্যবহারে স্থির থাকে না। এমতে রাজ প্রশংসাতে নারদ কহেন যে।

মনুঃ প্রজাপতি র্যস্মিন কালে রাজ্যমবুভজৎ।
ধর্ম্মৈকতানাঃ পুরুষাস্তদাসন্ সত্যবাদিনঃ॥

অস্যার্থঃ। যেকালে মনু প্রজাপতি অর্থাৎ রাজা ছিলেন সেইকালে প্রজা সকল ধর্ম্মে নিতান্ত আবিষ্ট আর সত্যবাদী ছিল। এতাবতা এমত শাসন ছিল যে কোন লোকে কোন পাপ করিলেই অবশ্যই দণ্ড ভোগ করিত তাহা কোন মতে এড়াইতে পারিত না। এমতে সত্য কথা কহিত ও যথার্থ ধর্ম্মত সাংসারিক কার্য্য করিত।

৭। ইহা রাজার সুনীতি, ও যথার্থ বিচার ও কার্য্যাধ্যক্ষ রাজ পুরুষেরদিগের দোষ রাহিত্য, ও কর্ম্ম দক্ষতা, ও নিপুণতা বিনা কোন মতেই সম্ভব হয় না, এবং এই সমস্ত যথার্থরূপে সম্পন্ন না হইলে রাজাও সুস্থির থাকেন না।

৮। তথাচ রাজনীতি নবরত্নোক্তো।

উৎখাতান্ প্রতিরোপযন্ কুসুমিতান্ চিন্বন্ শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোত্তুঙ্গান্ নময়ন নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান।
ক্রূরান কণ্টকিনো বহির্নির্গময়ন্ ম্লানান্ মুহুঃ সেচযন।
মালাকারইব প্রয়োগ নিপুণো রাজা চিরং নন্দতি॥

অস্যার্থঃ। যেমন মালাকারেরা পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষদিগের প্রতি করিয়া থাকে তদ্যথা। যে উপাড়িয়া যায় তাহাকে রোপণ করে। যে পুষ্পযুক্ত হয় তাহাতে ফুলতোলে। যে ছোট থাকে তাহাকে বড় করে। যে উচা হয় তাহাকে খাট করে। যে নামিয়া পড়ে তাহাকে উঠাইয়া দেয়। যে একটা

অন্য কোনটার সহিত মিলিয়া যায় তাহাকে পৃথক্ করে যে ক্রূর কাঁটা রূপ হয় তাহাকে উঠাইয়া বাহিরে ফেলায়। যে ম্লান হয় তাহাকে পুনঃ২ সেচন করে। সেইরূপ যদি রাজ্যে রাজা প্রজার প্রতি ব্যবহার করিতে পারেন তবেই সে রাজা চিরকাল আনন্দ যুক্ত থাকেন।

১১ একাদশ ধারা।

অপক্ষপাত।

১। ইহার অর্থ এই যে বাদি প্রতিবাদির উপস্থিত করা বিষয় ব্যবহারে রাজার পক্ষপাত নাথাকা। যেহেতুক পক্ষ পাতে কোন রূপেই যথার্থ বিচার হইতে পারে না সুতরাং অবিচার ও অন্যায় ঘটে। অতএব যে স্থানে রাজার ও রাজার অমাত্য বর্গের পক্ষপাত হয়, তাহাতে প্রজাবর্গের প্রকৃত বিষয় স্থির রাখিতে দুঃসাধ্য হয়।

২। অতএব রাজার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য যে অতি সাবধান হন যে কোন রূপে কোন বিষয়ে পক্ষপাত না হইতে পারে একারণ যেমন বিচারার্থে গুণাঢ্য ধর্ম্মজ্ঞ প্রাজ্ঞ লোক প্রাড়্বিবাক অর্থাৎ জজরূপে নিযুক্ত, ও মনু ও বীরমিত্রোদয়াদি শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিচার নিয়ম সকল ও ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপন কর্ত্তব্য। সেইরূপ রাজ নিযুক্ত বিচারক দিগের শাসন নিমিত্তে তাহারদিগের নিষ্পত্তি করা বিষয়ের উপর পুনর্ব্বি

চার অর্থাৎ আপীল করণের নিয়ম স্থাপন কর্ত্তব্য। নতুবা বিনা দণ্ড শাসনে কোন ব্যক্তিই সৎপথে দৃঢ় হইয়া থাকেনা যথাহ নারদঃ।

দুর্দৃষ্টে ব্যবহারেতু সভ্যাস্তং দণ্ডমাপ্নুযুঃ।
নহিজাতু বিনাদণ্ডং কশ্চিন্মার্গেহবতিষ্ঠতে॥

৩। সেই পুনর্ব্বিচার একজনের পর ভারার্পণ কদাচ হইতে পারে না যেহেতুক পক্ষপাত দোষাশঙ্কা ও ভ্রান্তি তাহাতে সম্ভব হয় অতএব কয়েক জন বিজ্ঞ প্রধান ব্যক্তিকে ঐ পুনর্ব্বিচারে নিযুক্ত করা আবশ্যক। যথাহ বৃহস্পতিঃ।

নিশ্চিত্য বহুভিঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণৈঃ শাস্ত্রপারগৈঃ।
দণ্ডয়েজ্জয়িনা সার্দ্ধং পূর্ব্বসভ্যাংস্তু দোষিণঃ॥

৪। যাহারা ছল কৌশলে অযথার্থ বিচারদ্বারা জয়ী হয়, তাহারা যেমত দণ্ডনীয়, ঐমত যাহারা অযথার্থ বিচার করে তাহারাও ঐ জয়ি ব্যক্তির দণ্ডাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ডের যোগ্য হয়। যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্ নৃপেণতু।
সভ্যাঃসজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমং।

৫। রাজগণানুরোধে এইরূপ অযথার্থ বিচারকের দণ্ড নিয়ম যে রাজ্যে নাই, তাহাতেই বিচারকেরা যদিও উৎকোচাদি দোষে কেহ২ দোষী নহেন তথাপি বিষয়ের যাথার্থ্যা যাথার্থ্যের কোন বিশেষ অনুসন্ধানে ক্লেশ স্বীকার না করিয়াই বাদি প্রতিবাদির ভাগ্যে একটা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তাহাতেই দেশময় অন্যায় ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য, ও প্রশ্রয়,

বৃদ্ধি পায় ইহা প্রত্যক্ষেই লোকে দেখে এবংফলভোগ করে। ইহাতে অবশ্যই রাজার পক্ষপাত দোষ হয়।

৬। চতুষ্পাদ ধর্ম্ম যে প্রথিত আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে বাদী প্রতিবাদী সাক্ষী ও বিচারক এই চারিজন সাধ্য ব্যবহারে ধর্ম্ম স্থির থাকেন তাহাতে যেকালে ঐ চারিজন সত্য কার্য্য করে সত্য কথা কহে, তাহাকেই সত্যযুগ বলা যায়। যে সময় বাদী, সাক্ষী, এবং বিচারক, সত্য ধর্ম্মাবলম্বী থাকে তাহাকে ত্রেতা কহে। আর যখন সাক্ষী ও বিচারক, সত্য ধর্ম্ম পথগামী থাকেন, সেই দ্বাপর হয়। আর যৎকালে কেবল বিচারক মাত্র সত্যে স্থির থাকেন সেই কলির প্রথমাবস্থা। তৎপর ঐ চারি ব্যক্তিই যখন মিথ্যাতে রত ঐ সময় ঘোর কলিকাল বোধ হয় তাহাতে বিচার কিছুই থাকেনা কেবল কলহ মাত্র কলির প্রাদুর্ভাব ইহা লোকে বুঝিতেও পারেন অপ্রত্যক্ষ নয় ইহাতে সেই সত্যধর্ম্ম স্থির রাখা কেবল পুনর্ব্বিচারের সূক্ষ্মতাদ্বারা হইতে পারে তদ্বিনা অন্য উপায় নাই। এমতে রাজার কার্য্যরূপ যুগ সংজ্ঞা হয়। তথাচ মনুঃ। ৯।৩০১

কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেবচ।
রাজ্ঞোবৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজা হি যুগমুচ্যতে।।

৭। রাজার কর্ত্তব্য এই যে দেশের দোষ দূর করণার্থ ন্যায় বিচারের ধারা প্রবাহ করেন। এবং ঐ বিচার দ্বারা দোষি ব্যক্তিকে এমত শাসন করেন যে তাহার দণ্ড দেখিয়া অন্য কেহ তাদৃশ দোষে প্রবৃত্তি না করে। নতুবা যদি এক বণিক

দোকান ন্যায় বিচারাগার সাজাইয়া বসিয়া যে কেহ অর্থ প্রদান করে তাহাকে ভাক্ত একটা হুকুম দিয়া বিদায় করেন ও যথার্থ অনুসন্ধানের অনুরাগ মাত্র না রাখেন ও বিচার কর্ত্তার দোষাদোষেরও কোন জিজ্ঞাসা না করেন তবেত তাহাকে পক্ষপাত বিনা বলা যাইতে পারে না।

১২ দ্বাদশ ধারা।

রাজকোষ বৃদ্ধি।

১। রাজকোষ বৃদ্ধি অর্থাৎ ধন সঞ্চয় মহাকার্য্য। গৃহস্থ মাত্রেরই ধনের ও ধনসঞ্চয়ের প্রয়োজন। বিশেষতঃ রাজার। যেহেতুক ধনের দ্বারা অমাত্য এবং সৈন্য অতএব ধনের সংস্থা না থাকিলে রাজার রাজত্বই স্থিত থাকেনা।

২। সেই ধন আপনেই কোষ পূর্ণ হয়, এমত নহে অপিচ উপায় দ্বারা ধনাকর্ষণ কর্ত্তব্য। তাহাতে রাজার প্রধান উপায় নিয়ম পূর্ব্বক রাজকর গ্রহণ। নতুবা পরস্বের প্রতি, ও প্রজার ঐশ্বর্য্যের প্রতি, রাজার লোভ কোন মতেই যুক্ত নহে বরং তাহা হইলে ঘোর অন্যায় ও রাজ্য নাশ হয়। যথাহ মনুঃ ৭।১১১।

মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥

৩। দস্যু হইতে রাজাকে ক্রিয়াতে ভিন্ন দেখা যায় না। যেহেতুক নাদিলে রাজা বলপরাক্রমে প্রজার নিকট অর্থ

গ্রহণ করেন, দস্যু সকলেও তাহাই করে। কিন্তু এক এই মহান্ ভেদ আছে, যে রাজা ন্যায় পূর্ব্বক কর গ্রহণ করেন, অন্যে অন্যায়ে লইয়া থাকে। অতএব প্রজার সর্ব্বস্ব ছলে বলে অপহরণ করিয়া ধনাগার পূর্ণ করিলে সেত দস্যু বৃত্তিই হয়।

৪। সেই কর গ্রহণের ন্যায় তবেই যুক্ত হয় যদি প্রজার ও বণিকের লাভাংশ রাখিয়া রাজকরের নির্দ্ধারণ হয়। যথাহ মনুঃ। ৭। ১২৮।

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং।
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্।
৭।১২৭। ক্রয় বিক্রয় মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ং।
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎ করান্॥

আর ভূমির কর স্থিরতর রূপে এবং বণিক কর বিদেশীয় দ্রব্য সম্বন্ধে হইলেই দেশের মঙ্গল হয়।

৫। রাজার করাকর্ষণে অতি বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন নতুবা রাজার যৎকিঞ্চিৎ লাভোপলক্ষে রাজ পরাক্রান্ত দুষ্ট লোকে প্রজা পীড়া দ্বারা যথেষ্ট ধনোপার্জন করিয়া স্বার্থ করে। যথাহ মনুঃ। ৭। ৬০।

অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থ সমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্॥

৬। ধনাগার কেবল আয় পক্ষ বিবেচনাতেই পূর্ণ থাকে না। অপিচ যেমন আয় চেষ্টা কর্ত্তব্য সেই রূপ অপব্যয় ও

অপরিমিত ব্যয় সর্ব্বথা নিবারণ কর্ত্তব্য। তবে সদ্ব্যয়কালে অকাতর রূপে কর্ম্ম সাধন করিতে পারেন। যথাহ পুরাণং।

যঃ কাকিনীমপ্যপথপ্রপন্নাং সমুদ্ধরেন্নিষ্কসহস্র তুল্যাং।
কালেষু কোটীষ্বপি মুক্তহস্তস্তং রাজসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ॥

অস্যার্থঃ। অযুক্তরূপ ব্যয়ে পাঁচগণ্ডা কড়িকেও সহস্র নিষ্ক অর্থাৎ চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তুল্যজ্ঞান করিয়া যে রক্ষা করে। অথচ যুক্তি যুক্ত ব্যয়ে কোটী মুদ্রাতেও মুক্তহস্ত হয় সেই রাজসিংহকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করেন না।

৭। অতএব এই নিশ্চয় যে রাজার ধনাগার ন্যায়াগত ধনে পূর্ণ ও ঐ ধন দ্বারা গুণবান্ প্রাজ্ঞ বিশ্বস্ত অমাত্য আর প্রভুভক্ত সদ্যোদ্ধা সেনা থাকে সেই রাজার রাজত্ব চির স্থায়ি।

---

১৩ ত্রয়োদশ ধারা।

রাষ্ট্র রক্ষা।

১। রাষ্ট্র রক্ষার অর্থ রাজ্যকে রক্ষা করণ, তাহার ২ প্রণালী এক আত্ম রাজ্যের শাসন, দ্বিতীয় পর রাজার আক্রমণ নিবারণ। অতএব আত্ম অধিকারের সীমা নির্ণয় কর্ত্তব্য। এবং সেই সীমাতে দুর্গ যুদ্ধসামগ্রী ও সৈন্য স্থাপন এবং রাজ্যের মধ্যে২ তাদৃশ ব্যবস্থা করণ।

২। অপিচ সদ্যোদ্ধা ও সুলক্ষণাক্রান্ত সেনা নিয়ত নিযুক্ত করণ, ও তাহারদিগকে যদ্ধ বিদ্যাতে শিক্ষা ও পারগ করণ

ও সতত তাহার পরীক্ষা করণ ও রাজার স্বয়ং মধ্যে২ সৈন্য দর্শন করণ, ও তাহারদিগের শ্রেণীবদ্ধ করাণ, ও প্রতিবৎসর সেনাদিগের স্থান পরিবর্ত্ত করাণ ও নিতান্ত বাধ্য ও আত্ম বশ ও আজ্ঞাবর্ত্তী রাখণ।

৩। রাষ্ট্র রক্ষার এই তাৎপর্য্য যে রাজার স্বীয় ও প্রজা বর্গের ধন প্রাণ রক্ষা করণ, তাহা সিদ্ধির মূল ন্যায় ও উপায়। তথাচ পুরাণং।

উপায়ঃ সাম দানঞ্চ ভেদোদণ্ডস্তথৈবচ।
সম্যকপ্রযুক্তাঃ সিদ্ধ্যেযু র্দণ্ডস্তুগতিকা গতিঃ॥

৪। নিজাধিকারস্থ লোকে যদি রাজাজ্ঞাদি উল্লঙ্ঘন করে, তবেই তাহাকে রাজবিদ্রোহ বলাযায়। সেই রাজবিদ্রোহাদি দুষ্ট দমনোদ্যোগেই প্রায় নিবৃত্ত হয়, কৃচিৎ যুদ্ধোদ্যোগও অপেক্ষা করে।

৫। পরাধিকারস্থ লোকে যদি রাজ্যের মধ্যে কোন দৌরাত্ম্য করে তবে যাহার অধিকারের লোক হয়, সেই রাজার সহিত ন্যায প্রণয় প্রকাশে সে দুষ্ট লোককে শাসন করা কর্ত্তব্য।

৬। তাহাতে যদি সেই রাজা অপারগ হন তবে নিজ পরাক্রম প্রকাশ কর্ত্তব্য যদি তিনি অমনোযোগী হন তবে তাঁহার সহিত উপায় করিতে হয়। যথাহ মনুঃ।৭।১০৭॥

এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ॥

৭। প্রথম উপায় সাম, তাহার লক্ষণ এই যে মৈত্রতা চরণ করণ। দ্বিতীয় উপায় দান অর্থাৎ কিছু দিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করণ। তৃতীয় উপায় বিপক্ষের বিপক্ষ সহায় করণ। এই তিন উপায় দ্বারা যেখানে কার্য্য সিদ্ধি না হয় তথাতে যুদ্ধই শ্রেয় হয়। কিন্তু যুদ্ধে ন্যায় ও বলাবল বিচারাদি ধনুর্ব্বিদ্যোক্ত অনেক বিবেচনা অপেক্ষা করে।

---

১৪ চতুর্দ্দশ ধারা।

ন্যায় ও বলাবলাদি বিচার।

১। বিরোধ উপস্থিত মাত্রেই ন্যায় বিবেচনা কর্ত্তব্য কদাচ অন্যায় না হইতে পারে যদি আত্ম পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র ও অন্যায় থাকে তাহা শুধরাইবার চেষ্টা করিলেই বিরোধ শান্তি হয়। যে রাজা অন্যায় যুদ্ধ করেন তিনি কদাচও জগতে প্রতিষ্ঠা পান না এবং আপদ হইতেও নিস্তার পান না।

২। যদ্যপি রাজা নিজ পরাক্রম বিবেচনাতে বলিষ্ঠ হন তথাপি অন্যায় বিরোধে কদাচও প্রবর্ত্ত হইবেন না। যেহেতুক অন্যায় বিরোধে ইহকালে ও পরকালে পাপ ও অযশ ও হানি হয়।

৩। বলবান্ কেবল সামর্থ্য দ্বারা নহে অপিচ সম্মন্ত্রী ও প্রভুভক্ত সাহসিক সেনা, ও বিপুল ধন, ও সতর্ক প্রাজ্ঞতা, উৎসাহ দক্ষতা বিশিষ্টত্ব, বল হয় ও বলবান্ সহায়ও মহাবল

অতএব এই সকল বিষয়ে যে বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ তাহার নিশ্চয় পূর্ব্ব কর্ত্তব্য। তথাচ মনুঃ। ৭। ১০৬।

বকবচ্চিন্তয়েদর্থং সিংহবচ্চ প্রতাপয়েৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ॥

৪। যদ্যপি পরপক্ষ দুর্ব্বল হয় কিন্তু তাহার সহায় যদি বলবান্ থাকে তথাপি তাহার সহিত যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে।

৫। অনেকের সহিত এক কালীন বিরোধ কর্ত্তব্য নহে। কিঞ্চ দৈবাৎ অনেকের সহিত বিরোধ হইলে অকল্যাণই দেখা যায়। তথাচোক্তং।

অনুচিত কর্ম্মারম্ভঃ সংঘ বিরোধো বলীয়সা স্পর্দ্ধা।
প্রমদা জন বিশ্বাসো মৃত্যু দ্বারাণি চত্বারি॥

৬। বলাবল বিবেচনাতে এই অবধারণ আছে যে আত্মাপেক্ষা বলবানের সহিত বিরোধ কদাচও কর্ত্তব্য নহে বরং আত্ম তুল্য বলবন্তের সহিতও বিরোধ অকর্ত্তব্য। তথাচ পুরাণং।

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনং।
শুন্দোপশুন্দৌ যুদ্ধানৌ নষ্টৌ তুল্যবলৌ নকিং॥

৭। যদি কল কৌশল কি অল্পক্ষতি হইয়া বিনা যুদ্ধে নির্ব্বিরোধ হইতে পারে তবে কদাচও যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কোন অন্যায় কারিকে ক্ষমা ও উপেক্ষাও নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

৮। যে সকল উপায় ও ন্যায় ও বলাবল বিচার দণ্ড যুদ্ধ কার্য্যে বিধেয় সেইরূপ সর্ব্বত্র অপর বিরোধ ব্যবহারেও সতত সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য।

৯। এমতে প্রজা সামান্যের কর্ত্তব্য যে যেকথাতে রাজ সভাতে ন্যায়ে জয়ী হইতে না পারে তাদৃশ ব্যবহার পরস্পর আপনারাও না করে।

---

১৫ পঞ্চদশ ধারা।

যুদ্ধ করণ।

১। অন্যায় রহিত অথচ পূর্ব্বোক্ত বলাবল বিচারে আত্ম পক্ষে জয়ের নিশ্চয় হইলে যদি যুদ্ধ কর্ত্তব্য হয় তবে এমত সর্ব্বারম্ভে প্রবর্ত্ত হইতে হয় যে কোন মতে কোন অংশে ত্রুটি ও লাঘব না হইতে পারে। এবং যত কাল কি যত ব্যয়ই হউক শত্রুকে নতমস্তক করাণই উচিত এবং ধনুর্ব্বেদোক্ত ও নানাশাস্ত্র প্রণীত ও সুপরীক্ষিত যুদ্ধ কার্য্যে শত্রুকে পরা জয় কর্ত্তব্য। তথাচ কাশীখণ্ডে। ১।

কৈশ্চিৎ সার্দ্ধং বিরোধোন কর্ত্তব্যঃ কেনচিৎ কুচিৎ।
কর্ত্তব্যশ্চেৎ প্রযত্নেন যথা নোপহসেজ্জনঃ॥

২। তাহাতে তাড়ন ও দমন বন্ধনাদি নানারূপেও যদি কার্য্য শেষ না হয় তবেই অনধীন রাজাকে অগত্যা শত্রুর প্রাণ দণ্ডেতে প্রবর্ত্ত হইতে হয়। নতুবা সাধ্যপর্য্যন্ত নিরর্থক প্রাণি হানি কোন মতেই যুক্ত হয় না।

৩। যুদ্ধ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা আর এক নিশ্চয় অতি আব শ্যক কর্ত্তব্য যে নিজ সৈন্য সকল সুপ্রকৃতি ও অনুরাগী ও

তাৎকালিক যুদ্ধে উৎসাহান্বিত থাকে ও বিপক্ষের তাহা বিপরীত তবেই যুদ্ধ যাত্রা করিবেক। তথাচ মনুঃ। ৭। ১৭১।

যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকং।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যাযাদ্রিপুং প্রতি॥

৩। যুদ্ধেতে অতি সাবধানতার আবশ্যক আছে যে পরপক্ষ সংহার যেমত সর্ব্বারম্ভে কর্ত্তব্য সেইরূপ স্বপক্ষ রক্ষাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। অপিচ নির্দ্দোষি প্রজা ও বণিক ও প্রাজ্ঞ লোকের রক্ষণেঅতি যত্ন কর্ত্তব্য।

৪। যুদ্ধে জয় হইলে অহঙ্কারী ও গর্ব্বান্বিত ও নিষ্ঠুর না হইয়া স্নিগ্ধ ব্যবহারে প্রজা আদিকে স্থির রাখিতে হয়। এবং যুদ্ধ জয়ের পর আর কাহার কোন বিত্তাপহরণ কর্ত্তব্য নহে। অপিচ সেনাদিগকে তাদৃশ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর্ত্তব্য।

৫। জয়ি সৈন্যকে পুরস্কার করিয়া হত আহতের পরিবারের জীবনোপায় দানাদি ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করত দেশোন্নতি ও প্রজাদিগের সুখ বৃদ্ধিতে নিয়ত চেষ্টান্বিত থাকাই রাজার মহাকার্য্য ও যুদ্ধাদি কার্য্য ফল।

৬। দ্বিতীয় প্রকরণের উক্ত এই সকল রাজ কার্য্যের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে উল্লেখ করণের তাৎপর্য্য এমত নহে যে কেবল রাজারাই ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হইবেন বরং যাঁহারা রাজকার্য্যাবলম্বী ও ভূমি সম্পত্তি বিশিষ্ট তাঁহারাও এই বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে অবশ্য দেশের মঙ্গল চেষ্টা ও প্রজা লোকের সুখের বাহুল্যে নিয়ত মনোযোগী হইতে পারিবেন।

৭। অপিচ সাধারণ লোক ও প্রজাবর্গ সৎ রাজার অধিকারে সুখে বাস করত রাজনীতিজ্ঞ হইয়া রাজার প্রতি স্নেহ পূর্ব্বক সকলে যথাশক্তি রাজ কার্য্যের অনুকূলতা ও সাহায্যে নিয়ত উল্লাসিত ও চেষ্টান্বিত হইবেন এবং তাহাতেই সর্ব্ব সাধারণোপকার সম্ভব কেননা রাজত্বাশ্রয়েই সাংসারিক তাবৎ কর্ম্ম। অতএব দেশের রাজত্বের সৌষ্ঠব ও মঙ্গলেই তাবৎ মঙ্গল।

৮। যদি বল রজোগুণাক্রান্ত এই রাজ্যকার্য্য বিশেষত যুদ্ধাদি হিংসাত্মক ক্রিয়া ইহা কিমতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত্যুপযোগি কর্ম্ম হইতে পারে। উত্তর, যে রাজত্বের অপকৃষ্টতাতে তাবৎ সাধুলোকের ক্লেশ হয় এবং রাজ্যের মহা অমঙ্গল ও লোকের দুর্দ্দশা ঘটে সুতরাং সেই বিষয় নিপুণতা ও উৎকৃষ্টতা দ্বারা অবশ্যই পুণ্য ক্রিয়া স্থিতি ও পরমেশ্বরের আরাধনার প্রধান অনুষ্ঠান করা হয়। ইহার প্রমাণ ভগবদ্বাক্য যাহা কেবল ঈশ্বর উপাসনার কারণেই ব্যক্ত হইয়াছে। তথাচ গীতা।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥

অর্থঃ। আত্মজ্ঞান পূর্ব্বক মনের দ্বারা আমাতে সকল কর্ম্ম ফল সমর্পণ করিয়া আশী রহিত ও মমতা ত্যাগী হইয়া শোক দুঃখাদি ত্যজিয়া যুদ্ধ কর। এই বচন স্মার্ত্ত রঘু

নন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাস তত্ত্বে মুমুক্ষু কৃত্যে লিখিয়াছেন। এতাবতা ভগবান্ অর্জ্জুনকে সমস্ত জ্ঞান যোগ উপদেশ করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শোক রহিত হইয়া যুদ্ধ কর।

অথ গার্হস্থ্য শ্রেণী ৩ তৃতীয় প্রকরণং।

তাহাতে ১৫ ধারা আছে। ১ প্রথম জন্মকাণ্ড। ২ দ্বিতীয় সংসার ধর্ম্ম। ৩ তৃতীয় গৃহ বিষয়। ৪ চতুর্থ স্ত্রী ও বিবাহ বিষয়। ৫ পঞ্চম স্ত্রীর আচরণ। ৬ ষষ্ঠ সন্তান প্রতিপালন। ৭ সপ্তম পোষ্য ভরণ ও সৎসঙ্গ। ৮ অষ্টম পশুপালন। ৯ নবম জীবিকা বিবরণ। ১০ দশম কৃষিকার্য্য। ১১ একাদশ বাণিজ্য। ১২ দ্বাদশ শিল্প ব্যবসায়। ১৩ ত্রয়োদশ চিকিৎসা ব্যবসায়। ১৪ চতুর্দ্দশ অপ্রতারণা। ১৫ পঞ্চদশ আয়ব্যয় বিবেচনা।

বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অস্যার্থঃ এই জগৎ সর্ব্ব নিশ্চয় ব্রহ্মময়। তাহাতে কেহ প্রকৃতি, কেহ স্বভাব, কেহ কাল, কেহ সংযোগকে, মূল কারণ কহেন। ফলতঃ কি ব্রহ্ম তাঁহাকে বলি যিনি সকলের মূল কারণ অতএব তিনিত প্রকৃত্যাদি ব্যাপক বটেন তথাচ মনুঃ। ১২। ১২৪।

এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্ম বৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ॥

অস্যার্থঃ। এই পরমাত্মা পৃথিব্যাদি পঞ্চ মূর্ত্ত প্রকাশ বস্তুর সহিত সকল প্রাণিকে ব্যাপিয়া জন্ম বৃদ্ধি এবং ক্ষয় দ্বারা

নিত্য সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম সর্ব্ব স্বরূপ সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তা। অপর দৃশ্য পদার্থ সকল তাঁহার যন্ত্র কৌশল ন্যায়। তাহার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম বিনা আর কোন পৃথক্ বস্তু নহে এমতে গীতা।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতি জৈর্গু´ণৈঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিযোজিতঃ॥

অস্যার্থঃ। জীবসকল দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় বটে কিন্তু প্রকৃতির গুণ কর্ত্তৃক ঐ জীব অবশ হইয়া ঐ কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুতরাং হে অর্জ্জুন যে কর্ম্মে ইচ্ছা না থাকে তাহাতেও বলাক্রান্ত লোকবৎ নিযুক্ত হয়। অপিচ এমত অবশতাতেও নিষ্কামির শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম মাত্রেই ঈশ্বরারাধনা হয় তাহার বিস্তারিত এই২।

---

১ প্রথম ধারা।

জন্মকাণ্ড।

১। মনুষ্যের পিতামাতার সংযোগে শুক্র শোণিত গর্ভাধারে একত্রিত হইলে তাহাতে পৈতৃক প্রাণ বায়ুর আশ্রয়ে চিদাকাশ রূপ জীব পঞ্চধাতুর সহিত অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরেচ্ছা বিশেষ অদৃষ্ট বশত ভাবি কার্য্যোপযোগি দেহ রচনাতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম জলবিম্ববৎ ধাতুরূপ। পরে২ দৃঢ় এবং অঙ্গের

অঙ্কুর উৎপত্তিতে মূলরূপ। তৎপর স্পন্দনাদি যুক্ত জীব রূপ। পক্ব পরিণত হইয়া চেতন বিশিষ্ট বালক গর্ব্ভহইতে নির্গত হয় তাহাতে জননী আদি বান্ধবের যত্নে আহারাদি প্রাপ্তে ক্রমে বর্দ্ধিত ও গতিশক্তিমান্ হইয়া প্রায় দশবর্ষ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত ক্রিয়া রত থাকেন এই প্রথম পরাধীনতা।

২। তৎপর শরীর গুণ প্রকাশে মন্মথভাবে ভাবনার উদ্রেক হইতে থাকে ক্রমে তাহা পুষ্ট হইলেই অন্য মনুষ্যোৎপাদক ক্রিয়া অর্থাৎ বীজসেক স্ত্রীসঙ্গ চেষ্টা উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে সন্তানোৎপত্তি এবং ঐ স্ত্রী আর সন্তান মোহের কারণ হইয়া তদনুসঙ্গি নানা ব্যাপারে চিত্ত নিবিষ্টতাতে দ্বিতীয় পরাধীনতা ঘটে।

৩। এইরূপে কালগত হইলে শরীরের জীর্ণতা ও বল হানিতে বার্দ্ধক্য দশাতে ক্রমে নিতান্ত রূপে স্ববশ রহিত হইয়া শেষ কাল প্রাপ্তে তৃতীয় পরাধীনতা।

৪। এমতে স্থির আছে যে মনুষ্যমাত্রে কেহই কখন স্ববশ নহে। অপিতু ঈশ্বরাধীন এবং প্রকাশত সজাতীয় অনেক ব্যক্তির অধীন রূপে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বরং অজ্ঞানাবস্থা বালককালে হামাগুড়ি চতুষ্পদ প্রায় গমন করণ ও অশক্ত বৃদ্ধাবস্থাতে যষ্টি সহকারে ত্রিপদন্যায় গমন করণ, দ্বারা সমর্থ ও জ্ঞানকাল মধ্যাবস্থাতেই মনুষ্যের মনষ্যত্ব মনষ্য কার্য্য নির্ব্বাহ যোগ্যতার নিদর্শন দেখাযায়।

৫। দেখ সুন্দর ও কুৎসিত রূপ, এবং অঙ্গসৌষ্ঠব ও অঙ্গ বিকল, ও স্বাস্থ্য ও রোগ আর সৎ অসৎ প্রকৃতি। কর্কশ ও মধুরস্বর ইত্যাদি যাহা লোকের অযত্নে স্বভাবত সিদ্ধ হয়, তাহার কর্ত্তা স্বয়ং ব্যক্তি কদাচহ নহে অথচ ঐ২ গুণ দোষে সংসারের অনেকাংশ সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে ও মহান্ কার্য্য ভেদ হয়।

৬। অপিচ অন্যান্য ব্যাপারের কথা দূরে থাকুক, স্বশরীরে অন্নপান জীর্ণ ও মলমূত্র ত্যাগাদি কার্য্যও ব্যক্তির ইচ্ছানুরূপ সতত হয়না। ইহাতে আপনাকে সর্ব্বকর্ত্তা রূপে অভিমান করা কি পাগলামী মাত্র বোধ হয় না।

৭। তাহাতে যে সকল লোক ভ্রান্তি অহঙ্কারে ভ্রান্ত হইয়া জ্ঞান সম্পত্তি লাভ, ও সজাতীয় মনুষ্যের উপকারার্থে চেষ্টা না করিয়া কেবল আত্মম্ভরি হয় ও পরের অপকার করে সেত মনুষ্যাকার বটে কিন্তু প্রকৃত মনুষ্য নয় বরং অন্য পশু হইতে অপকৃষ্ট।

৮। কেননা অন্যান্য পশু যেমত আত্মোদর পোষণ কি আত্ম সুখেচ্ছাতেই সতত ব্যস্ত থাকে, সেমনুষ্যও সেইরূপ। কিন্তু অন্যান্য পশ্বাদির আহারীয় সামগ্রী ঈশ্বর নির্ম্মিত তৃণ, লতা ফুল রস, ফলে, তাহারা তৃপ্ত থাকে। মনুষ্য তাহাতে কদাচ সন্তোষ থাকেনা নিত্য২ উৎকৃষ্ট বিবেচনাতে, ব্যগ্র হয়

এনিমিত্ত অনেক জঞ্জাল ঘটে। এবং রাগদ্বেষ প্রচুরতা প্রযুক্ত অন্য জীব হইতে মনুষ্য অতি পাপাত্মা দোষী হইয়া থাকে।

৯। ফলে সর্ব্ব কর্ত্তা পরমেশ্বর। মনুষ্যের কিছুই ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর যে কর্ম্মের ভার যাহাকে দেন সে তাহাই করে কেবল অভিমান ভেদ দৃষ্ট হয়। তথাচ ভগবান্ গীতাতে কহিয়াছেন যে।

> সুখং দুঃখং ভবো ভাবো ভয়ঞ্চাভয় মেবচ।
> অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোযশঃ।
> ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্তএব পৃথগ্বিধাঃ॥

এমতে সৎকর্ম্মের শ্রদ্ধানুরাগ মাত্র মনুষ্যের আবশ্যকীয়।

১০। অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরাধীন আপনাকে জানিয়া তৎপ্রীত্যর্থ সদাগৃহী, ও আত্মীয়বান্, ও নিত্যোদ্যোগী, ও পরোপকারী, ও প্রণয়শালী, ও বিবেক পরিপাটী, থাকিয়া অনভিমানে সন্তোষ পূর্ব্বক নিষ্কামী হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন, ও ঐশ্বরীয় সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ রূপ ঈশ্বরারাধনা করিতে থাকে এই মনুষ্যত্ব।

২ দ্বিতীয় ধারা।
সংসার ধর্ম্ম।

১। উক্ত প্রকরণের বাল্য, বৃদ্ধাবস্থার মর্ম্ম সকলেই বুঝিতে পারেন। মধ্যাবস্থাতে লোক মোহ প্রযুক্ত সংসারচক্র দেখিয়াও দেখেন না। তাহার কএক প্রণালী প্রণিধান-যোগ্য।

২। আদৌ মনুষ্য এক ব্যক্তি থাকিলেও আত্ম আহারাদি নিমিত্ত অনেক অধীনতা স্বীকার না করিলেই নয়। বিশেষত স্ত্রী পুত্রাদি সহিত অনেকে অগত্যা একত্র হওয়াতে বাসস্থান, গৃহ, ও আহারীয় দ্রব্য, ও পরিধেয় সামগ্রী, ও শীত গ্রীষ্ম নিবারণোপায় অনেক অপেক্ষা হয়।

৩। তাহাতে এক পুরুষের এত আয়োজন সাধ্য নহে বরং দেখা যায় আত্মীয় অমাত্য, ও বন্ধু, ও দাসাদি, ও প্রতিবাসি জন সমূহের সাহায্যে, ও আনুকূল্যেই তাহা নির্ব্বাহ হয়।

৪। দেখ মনুষ্যের খাদ্য তণ্ডুলাদি কিরূপে হয়। প্রথম নানা জনে কৃষি কর্ম্মের অঙ্গ উপায় করে, যথা সূতারে কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল বানায়, ও কোন কর্ম্মকার তাহার ফাল গড়ায়। কোন কৃষক ভূমি কর্ষণ ও ধান্য রোপণ এবং প্রতিপালন ছেদনাদি পরে তাহার শস্য সংগ্রহ করে ও তাহার পর কেহ তণ্ডুল করে। ও পরিষ্কার করে। ও কেহ দূরে হইতে নিকটে আনয়ন করে। কেহ পাক করে। তদনন্তর এক গ্রাস অন্ন হয়। এইমত বস্ত্রাদি তাবৎ সামগ্রী অনেকের অনেক ব্যাপার জন্য হইয়া থাকে।

৫। ইহা কি এক ব্যক্তি নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাত কদাচিৎ সম্ভবে না। বরং কোন ব্যক্তি ঐরূপ আমূল চেষ্টা করিলে সে যাবৎ জীবন স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও একমুষ্টি তণ্ডুল

নিষ্পত্তি করিতে পারে না এদিগে অনাহারেই তাহার শরীর ধ্বংস হয়।

৬। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে লোকের অত্যাবশ্যক যে ঐ জীবনোপায় সামগ্রী সকল সাধ্য পর্য্যন্ত যত সঞ্চয় হইতে পারে তাহা করে ও পরস্পর অনুকূল ও উপকারে রত থাকে। এইরূপ কার্য্যে বংশ পরম্পরা পিতার সঞ্চয়ে পুত্র ভোগ করে ও পুত্রের আয়োজনে তৎপুত্র। এবং কৃষকের অন্ন দ্বারা তন্তিব জীবন ধারণ, ও তন্তির বস্ত্রে কৃষির শীত বারণ হইয়া থাকে।

৭। তাহাতে প্রধান, জীবনোপায় সামগ্রী ও তৎসঞ্চয়ার্থ বৃত্তি, ও ব্যবসায়ের আবশ্যক। বস্তুতস্তু। সম্যক প্রকারে সদ্বৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় প্রধান কর্ম্ম যথাহ মনুঃ। ৪। ৩।

যাত্রামাত্র প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধন সঞ্চয়ং॥

স্বীয় জীবন ও অবশ্য পোষ্য ভরণার্থ, স্বীয় সৎকর্ম্ম দ্বারা, অথচ শরীরের অত্যন্ত ক্লেশ না হয় এমতরূপে ধন সঞ্চয় করিবেক। কেননা ধন বিনা গৃহির কোন কার্য্যে সৌভাগ্য হয়না বরং ধনাভাবে ব্যক্তির জীবন তুচ্ছ জ্ঞান হয়। যথাহ পুরাণং॥

ধনং যস্য বলং তস্য বুদ্ধিস্তস্য স পণ্ডিতঃ।
ধনৈর্বিহীনঃ পুরুষো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥

৩ তৃতীয় ধারা।

গৃহ বিষয়।

১। গৃহ শব্দে কেবল ঘর বুঝায় না। ইষ্টক ও প্রস্তরাদি নির্ম্মিত ঘর হউক কিম্বা তাম্বু ও নৌকাদি আশ্রয় হউক যাহাতে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া জীবনোপায় সামগ্রীর সহিত সুখে বসবাস করিতে পারে তাহাকেই গৃহ কহিতে হয়। তথাচ মহাভারতং।

বৃক্ষ মূলেচ দয়িতা যত্র তিষ্ঠতি তদ্গৃহং।
প্রাসাদোপি তযাহীনঃ কান্তারাদতি বিচ্যতে॥

অস্যার্থঃ। স্ত্রীযুক্ত যদি বৃক্ষ মূলেও থাকে তাহাকে গৃহ বলি। আর স্ত্রী ছাড়া যদি অট্টালিকাও হয় তথাপি সে গহন কানন হইতেও নিন্দনীয়। অন্যচ্চ।

নগৃহং গৃহ মিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে।

অর্থাৎ গৃহকে গৃহ বলিনা অপিচ গৃহিণীই গৃহ।

২। গৃহের স্থান এমত বিবেচনাতে কর্ত্তব্য যে সেই স্থানের নাশ, কি পরিবর্ত্ত, সুদীর্ঘ কালেও না হইতে পারে। আর তাহার চতুঃপার্শ্বে আত্মীয় ও বন্ধুগণের বসতি থাকে। অথচ এমত সীমাতে অবধারণ কর্ত্তব্য যাহাতে প্রতিবাসির সহিত কোন মতে কলহ ও উদ্বেগ উপস্থিত না হয় এবং প্রতিবাসির দোষেও দোষাক্রান্ত না হইতে পারে। অন্যচ্চ।

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈদ্যস্ত পঞ্চমঃ।
পঞ্চযত্র নবিদ্যন্তে তত্রবাসং নকারয়েৎ॥

অর্থাৎ অনেক ধনী লোক ও পণ্ডিত ও রাজপুরুষ ও নদী ও চিকিৎসক যে স্থানেতে না থাকে তথাতে বাস করিবেক না। অপিচ অধার্ম্মিক দেশেও বাস করিবেক না যথাহ মনুঃ।৪।৬০।

নাধার্ম্মিকে বসেদ্গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশং।

৩। গৃহের স্থান অতি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ও উচ্চ ও সুদৃঢ় মৃত্তিকা হইবেক। আর উপদ্রব রহিত ও বর্ষা প্লাবন ও জল কষ্টতা ও বালুকাময়ত্ব ও হিংস্রজন্তু বর্জ্জিত হইবেক। এবং গৃহাঙ্গণ ও পথ ও প্রণালি ও মলক্ষেপণাদি স্থান বিহিত রূপে বিবেচিত ও রচিত হইবেক।

৪। আশু বিনাশি তৃণাদি বাহুল্য অপেক্ষায় প্রস্তরাদি নির্ম্মিত গৃহের উৎকর্ষতা চিরস্থায়িতা হয়। অতএব শক্তি পর্য্যন্ত গৃহ নির্ম্মাণ শিল্প নৈপুণ্যে আমূল সুদৃঢ় রূপে ও ছাদ উচ্চ ও ভিত্তি সকল মোটা ও দ্বার সকল বিস্তৃত ও ঊর্দ্ধ্ব প্রস্থে প্রশস্ত ও গবাক্ষ দ্বার এবং সকল ঋতুতে ও সর্ব্বদিগ সম্বন্ধে সুখ জনক ও আহার বিহারাদি নানা কার্য্যের নিমিত্তে নানাস্থান মনোরম কর্ত্তব্য।

৫। স্ত্রী, বালক, যুবা, ও বৃদ্ধের ব্যবহারোপযোগি স্থান ও ঘর সকল পৃথক্২ বিবেচনাতে কর্ত্তব্য। এবং প্রিয় বৃক্ষলতাদির সংস্থান ও উদ্যান ও স্বাস্থ্য ও সুখ দায়ক উপকরণের সমবধান আবশ্যক।

৬। অপিচ মনূক্ত। ১১।৭।

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥

এবং যাজ্ঞবল্ক্যাদি শাস্ত্রোক্ত ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নাদি বিধানে গৃহে ত্রিবর্ষোর্দ্ধ ভক্ষ্য, ও ভোজ্য, সামগ্রী ও সর্ব্বঋতু পরিচ্ছদ বস্ত্রাদি, চন্দ্রাতপ ও পরদা ছত্র, পাদুকাদি, ও গৃহোচিত উপকরণ অর্থাৎ সতত প্রয়োজনীয় খনিত্র, দা, ও কুঠারাদি, সকল বস্তু সঞ্চিত ও তৎসঞ্চয় স্থান বিশেষে সুব্যবস্থিত রূপে রক্ষা কর্ত্তব্য। যে গৃহী যত সঞ্চয়ী সে তত সুখী হয় তথাচ। সঞ্চয়ী নাবসীদতি।

৭। ফলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই পরমেশ্বরের ভাণ্ডার স্বরূপ আর তাহা সঞ্চয় বিনা হয় না এবং স্থান বিনা সঞ্চয় সম্ভব নাই। এমতে গৃহরূপ স্থানের পারিপাট্য অত্যাবশ্যক। তাহাইত আগত, স্বাগত, অতিথি, পথিক, সর্ব্ব প্রকার লোকের আশ্রয় হয়। যথাহ মনুঃ। ৩। ৭৭।

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব জন্তবঃ।
তথা গৃহস্থ মাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বআশ্রমাঃ॥

অর্থঃ। যেমন সকলজন্তু বায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেইমত সকল আশ্রমী গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে।

৪ চতুর্থ ধারা।

স্ত্রী ও বিবাহ বিষয়।

১। স্ত্রী যেমন সংসারের ও গৃহধর্ম্মের মূল সেইরূপ জীবনেরও মূল বোধ হয়। অথচ পিতা মাতার পরলোকের

বন্ধু স্ত্রী বিনা আর দেখাযায়না যেহেতুক শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহ ধর্ম্মিণী কহিয়াছেন। ফলেও ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, বৈকল্য, সুখ, দুঃখ, সর্ব্বাবস্থাতেই স্ত্রী সহচরী থাকেন। এবং শরীর আর মন উভয়েতেই স্ত্রীর আনুকূল্য সম্বন্ধ রাখে এমতে বরং শরীরার্দ্ধ কহিয়াছেন। তথাচ স্মৃতিঃ।

আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ ব্যবহারেচ সূরিভিঃ।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা॥

২। কিন্তু এরূপ স্ত্রীর মাহাত্ম্য কেবল সাধ্বী সুশীলা স্ত্রীতেই সম্ভব। নতুবা ভ্রষ্টা, দুঃশীলা, হইলে স্ত্রীর পর শত্রু, এবং ধর্ম্ম ও সংসার ঘাতিনী রাক্ষসী,আর নাই। তথাচোক্তং।

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যাশ্চোত্তরদায়কাঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

৩। বাল্যান্তে মন্মথ সঞ্চারে যে স্ত্রীর প্রয়োজন হয় কেবল সেই হেতুক স্ত্রীর আবশ্যকতা আছে এমত নহে। অপিচ পুরুষের সহকারিণী ও পুরুষ প্রাণ তারিণী স্ত্রীই হইয়াছেন। এপ্রযুক্ত সংসারের এক মূল কারণই স্ত্রী বোধ হয়।

৪। কামান্ধ যুবারা যুবতীকে অমৃত তুল্য বোধ করেন। তজ্জন্য স্ত্রী সেবাতে প্রসক্ত হইয়া লোকলজ্জা ও পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, আদি স্নেহ তুচ্ছ করেন। সেত কেবল কামপূজা পরায়ণতা অবোধতা মাত্র,পাগলামী কার্য্যই হয়। কেননা লোকের আহার, বসন, বাসাদি, বাল্যাবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত যেমন অনন্য গতিক বস্তু, তাদৃশ স্ত্রী সংসর্গ নহে। এমতে প্রায় ঐ

লম্পট লোক সকলকে অন্তে সর্ব্বসুখ বর্জ্জিত, দুঃখী, ও ক্লেশভাগী, দেখাযায়। ঐমত অযুক্ত রূপে স্ত্রী মত্ততাতে মহামহা লোকের যে দুর্দ্দশা তাহাও পুরাণে ও রাজা বলীতে অনেক লিখিত আছে।

৫। ইহাও মন্তব্য যে যেসকল লম্পটেরা কামামোদে ভ্রান্ত হইয়া পূর্ব্বাপর দৃষ্টি না করিয়া বারাঙ্গণা ও পরস্ত্রীতে রত হয় এবং পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত ধন দ্বারা তাদৃশ ব্যভিচারিণীকে তৃপ্তরাখে তাহারা কিরূপ অবোধ ও অবিবেচক। যেহেতুক ঐরূপ অভিলাষ স্বীয় বিবাহিতা পত্নীতেও সম্পন্ন করিতে পারে তাহা না করিয়া পরের মূত্রকুণ্ডে স্নানার্থ ব্যগ্র হয়, আর বস্তু বিচারে স্ত্রীত্ব ও কামশান্তি উভয়ত্র সমান দেখা যায় তবে গঠন সৌন্দর্য্য ও প্রেমামোদ বিস্তার বিষয়ে যে যাহা অনুভব করুক সেটাত কোন চিরস্থায়ী পদার্থ নয় বরং যদিও তাহাতে পদার্থ গ্রহ করে তথাপি বিবাহ কালে বিবেচনাও স্বকালে বাঞ্ছার অনুরূপ শিক্ষাতেও স্বদারে তাহা সিদ্ধি পায় তথাচ মনুঃ। ৯। ২২।

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥

অপিচ অন্যত্র যে ধনদানাদি করে সেত বৃথাই যায় যদি প্রেম ও স্নেহ স্বদারে রাখিয়া সেই ধনাদি তাহাতে ন্যস্তকরে

তবে পরমার্থ রক্ষা হইয়া ঐহিকেও ধনাভাবকালে অসময়ে ও দুঃসময়ে তাহাদ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে এবং শিষ্ট লোকে তাহা করিয়াও থাকে।

৬। ঐরূপ কোন২ যুবা স্বীয় কামনার বাহুল্যে মনে করেন যে বিবাহ প্রকরণ না থাকিলে অন্যান্য পশুর মত যথেষ্ট রূপে ও ইচ্ছানুসারে স্ত্রী সংযোগ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ উন্মাদীয় কম্পনা কেবল মোহান্ধতা জন্যই হয়। যেহেতুক অন্যান্য পশুর কাম সংযোগের প্রতি যেমত ঋতু কালাদি নিয়ম ঈশ্বরেচ্ছাতেই আছে তাদৃশ নরলোকে নাই। ইহাতে ঐ বিবাহ নির্ব্বন্ধ না থাকিলে পরস্পর বিরোধ ও ঈর্ষাদি প্রযুক্ত লোকের গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও শরীর রক্ষা বরং জীবন ধারণ কি কঠিন হইত না।

৭। আরো দেখ অন্যান্য পশু সকল যেমন ভক্ষ্যাদি বিষয়ে স্বাধীন আছে মনুষ্য সেইরূপ কদাচহ নহে। এমতে মনুষ্যের বয়ো বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে ও বিভব বিশেষে অধীনতার তারতম্যে সততই পরানুকূলতার অপেক্ষা করে। সেই আনুকূল্য স্ত্রী হইতে যত হয় তাদৃশ অন্য হইতে হইতে পারে না সুতরাং স্ত্রী কেবল কাম ভোগার্থ নহে অবশ্য জীবন ধারণের এক মহাসহায় রূপ জ্ঞান হয়। অতএব সেই সহায়তা বিবাহ দ্বারাতেই দৃঢ় হয়। অন্যচ্চ সদ্বিবাহে সৎসন্তান লাভ হয়। যথাহ মনুঃ। ৩। ৪০।

রূপসত্ত্ব গুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্ত ভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ।

৮। কোন২ বিবেকী মল মূত্র ত্যাগ স্থানের ন্যায়, বীজ সেক স্থান স্ত্রীকে বোধ করেন। তাহাতে স্ত্রীলোকের কদর্য্য স্বভাব বর্ণনা করিয়া স্ত্রীকে হেয় জ্ঞান করিয়াছেন ফলে তাহাত যুক্ত নহে। কেননা নরজাতির জন্মের আকর স্বরূপ স্ত্রীলোক হয় যথাহ মনুঃ। ৯। ৯৬।

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
এবং ৯।২৬।-প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ॥

সুতরাং স্ত্রীর অনাদরে সংসারোচ্ছিত্তি দোষ উপস্থিত হয়।

৯। যেমন পুরুষ বীজাধার সেইরূপ জন্মাকর স্ত্রীকে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রী ব্যতিরিক্ত সংসার হয় না। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য বিবাহ কর্ত্তব্য। এবং তাহার সহায় তাতে সংসার নির্ব্বাহ ও প্রজোৎপত্তি দ্বারা বংশরক্ষা রূপ ঐশ্বরীয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া বলবতী কর্ত্তব্য্যা। নতুবা অন্য বিষয় দূরে থাকুক মুক্তীচ্ছা করিলেও পাপ ও অধঃ পতন হয়। যথাহ মনুঃ। ৬। ৩৫।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিযোজয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
এবং ৬।৩৭।-অনধীত্য দ্বিজোবেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বাচৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥

১০। তবে স্ত্রী লোকের অদম্য স্বভাব যে আছে তাহার প্রতিকার প্রণয় দ্বারা কর্ত্তব্য এবং সৎকৌশল ও সদ্ব্যবহারে বাধিত রাখিতে হয়। যথাহ মনুঃ। ৯। ২।

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশং। ইত্যাদি।

১১। অপিচ বিবাহকালে সুলক্ষণ রূপ গুণাদি যেমত বিবেচনা করণীয়, তদ্রূপ বংশ ও স্বভাব চরিত্রও যথাসাধ্য অনুশীলন কর্ত্তব্য যে বিবাহ পরে বিরক্ত বিচ্ছেদের কোন হেতু উপস্থিত না হয়। যথাচ মনুঃ। ৭। ৭৭।

তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপ গুণান্বিতাং॥

১২। কোন২ ব্যক্তি স্ত্রীকে দাসীতুল্য জ্ঞান করেন, ও নানা অমর্য্যাদা বাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করেন বরং অতি জঘন্য কর্ম্মে নিঃস্নেহ পূর্ব্বক নিযুক্ত করেন সে কেবল মূর্খতা মাত্র। কেননা স্ত্রী শরীরার্দ্ধরূপা হয়। তাহার যে অনুকূলতা তাহা কেবল প্রণয় ও স্নেহ দ্বারা গ্রহণ করাই বিধেয়। অতএব প্রিয় বাক্য ও মিষ্টালাপ ও স্নিগ্ধরূপে কার্য্যে নিয়োগ কর্ত্তব্য। তথাচ কালিকা পুরাণং।১৯।

তোষয়েৎ সততং ভার্য্যা বিধিবৎপাণিপীড়িতাঃ।
তাসাং তুষ্ট্যা তু কল্যাণ মকল্যাণ মতোঽন্যথা॥

তবে দুর্নীতি দর্শনে যে শাসন করা হয় তাহাতে নিষ্ঠুরতা ও বিজাতীয় রাগের কারণ হয় না।

১৩। শাস্ত্রে যেমন স্ত্রী লোকের সাধ্য নাই যে পুরুষকে পরিত্যাগ করে সেই মত পুরুষের স্ত্রী পরিত্যাগে অধিকার নাই। তথাহি মার্কণ্ডেয়পুরাণে। ৫৯।

অপত্নীকোনরো ভূপ ন যোগ্যো নিজ কর্ম্মণাং।
অত্যাজ্যোহি যথাভর্ত্তা স্ত্রীণাং ভার্য্যা তথা নণাং॥

১৪। তবে স্ত্রী দোষ প্রধানে অর্থাৎ পুরুষান্তরানুগতা হইলে শাস্ত্রীয় বিধানে ত্যাগ করিতে হইলেও অসভ্যরূপে যন্ত্রণা ও প্রাণ দণ্ডাদি চেষ্টা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। অপিচ অন্যায় রূপে এবং বন্ধ্যাদি দোষ ব্যতিরেকে অনেক বিবাহ কি এক স্ত্রী সত্ত্বে কামুকতারূপে বিবাহান্তর অকর্ত্তব্য যেহেতুক অকারণে ভার্য্যাদ্বয়ে অবশ্যই বিরোধ ঘটনা হয় তাহাতে শেষ অনেক যাতনা ভোগ হয় তাহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়। কিঞ্চকাশীখণ্ডে। ৩৬।

অনুকূলং কলত্রঞ্চেত্রিদিবেন হি কিংততঃ।
প্রতিকূলং কলত্রঞ্চেন্নরকেণাপি কিং ততঃ॥

১৫। পুরুষের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য যে দেশে কি বিদেশে ঐশ্বর্য্যে কি অনৈশ্বর্য্যে সুখ দুঃখ সর্ব্বভাবে স্ত্রীকে স্বতন্ত্র ও ব্যবধানে না রাখে কেননা অনেক২ স্ত্রীদোষ ঐ কারণেই উপলব্ধি হয় বিশেষত দুর্জ্জনসান্নিধ্য ও পর গৃহে স্থাপন ও যথেষ্ট স্থানে গমনানুমতি স্ত্রীদিগের দুষ্প্রকৃতির হেতু হয়। তথাচ মনুঃ। ৯। ১৩।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নোঽন্য গেহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্‌॥

১৬। অতএব স্ত্রীকে আপন প্রিয় বন্ধু ও সহায় ও বাৎসল্য পাত্র ভাবে সর্ব্বথা মিত্র জ্ঞান করিয়া সতত সান্নিধ্যে ও সৌহার্দ্দে বাধ্য ও যথা সাধ্য বসন ভূষণাদিতে তুষ্ট রাখিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা আত্মহিত চেষ্টা হইতে পারে তাহাতে নিযুক্ত রাখিতে হয় এমত সৌভাগ্য বশত মনোমত, সংপ্রীত, যে দম্পতী তাহারদিগের ইহলোকেই স্বর্গ ভোগ সাধন হয়। তথাচ চাণক্যঃ।

অস্তিপুত্রো বশ্যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈবচ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোসৌ মহীতলে॥

অস্যার্থঃ। যাহার পুত্র ও ভৃত্য চাকর ও ভার্য্যা আত্মবশে থাকে। আর কোন বস্তু না থাকিলেও যাহার মনঃ সন্তোষ থাকে, সে পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গবাসী জানিবা। অন্যচ্চ কালিকা পুরাণং ১৯। মনুরপি ৩ ৬০।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেতৎ কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং॥

১৭। গৃহের আয় ব্যয় স্থিতি চিন্তা ও গৃহোপকরণের তত্ত্ব, বিশেষরূপে শিশু সন্তান প্রতিপালনের ভার স্ত্রীতে অর্পণ করাই সংসারি লোকের প্রধান কার্য্য এবং অন্তঃপুরের কর্ত্তৃত্ব স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

৫ পঞ্চম ধারা।

স্ত্রীর আচরণ।

১। সামান্যত স্ত্রীলোকের বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য তিন অবস্থা তাহাতে স্ত্রীরা কোনকালেই স্বাধীনা থাকিতে পারে না। যথাহ মনুঃ। ৫।১৪৮।

বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥

বাল্যকালে পিতার বশে যৌবনে পতির বশে পতির অভাবে পুত্রেরদিগের অধীনে থাকিবেক স্ত্রীলোক স্বতন্ত্রা হইবেকনা।

২। ঐ ত্রিকাল মধ্যে বাল্যে অকর্ম্মণ্যা তাহাতে পিতা ও ভ্রাত্রাদি বন্ধুগণের স্নেহে পালিতা হয়। যৌবনে আদরণীয়া তাহাতে অনেকেরই প্রিয়া হইতে পারে। অন্তে বৃদ্ধা বলহীনা। এই সময় কেবল পুত্রাদি পোষ্যা এমতে শেষ অবস্থা দুঃখা শঙ্কা যে অতিভয়ানক তন্নিমিত্তে যৌবন কালেই অতিসাবধান হইতে হয়। নতুবা যৌবনে দুঃশীলা ও কামাতুরা হইয়া ব্যভি চার পথে চলিলে সহজেই সজ্জন ও বান্ধব হইতে ভিন্না হয়। তদনন্তর যৌবন অবসানে অনাদরণীয়া অপমানিতা ও ঘৃণিতা অবস্থাতে ভিক্ষান্ন দ্বারাও জীবন ধারণে অসমর্থা ও পথ পতিতা মৃতা দেখা যায় ইহা ব্যভিচারিণীগণকে অব লোকন করিলেই প্রত্যক্ষ হয়।

৩। দেখ যৌবনকাল অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী চঞ্চল পুষ্প গন্ধ ন্যায়। এমতে চঞ্চলার গৌরব অচিরাৎ ধ্বংস হয়, এবং যৌবনাতিরিক্ত কাল সহজেই অনেক, আর কামামোদও শেষদশাতে থাকেনা। অতএব স্ত্রীরা প্রথম অবিবেচনা রূপে পর পুরুষ লালসাতে দুষ্কর্ম্মরতা হইলে পরে আর শুধরেনা, ক্রমশঃ পশ্চাৎ অনীপ্সিত ঘোর পাপ নরক ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু পতিব্রতা স্বাধ্বীদিগের তাদৃশ ঘটনা কদাচ হয়না। তাঁহারা সর্ব্বকাল সর্ব্বজনে দেবতা তুল্য মান্যা ও সুখাস্পদে ও গৃহকর্ত্রী রূপে পূজ্যা ও সেব্যা থাকেন।

৪। অপিচ সাধ্বীরা প্রায় পিত্রাদি স্নেহে থাকিতেং স্বামি বল্লভা এবং ঐ সুখাবস্থার সহিত সন্তানবতী হইয়া পরমাদরে কালযাপন করেন। তাহাতে কোন কালেই অসতীর ন্যায় দঃখ যাতনা ভোগ করিতে হয়না।

৫। অতএব স্ত্রীলোকের নিতান্ত আবশ্যক যে প্রাপ্তকালে যখন লম্পটের আদর ও নানা কুমন্ত্রণার ঘটক নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, তখন অতি সাবধানে লোকলজ্জা ও ধৈর্য্য ও সুনীতি শিক্ষা করিয়া যাহাতে অপমান ও অপযশ না হইতে পারে, তদনুরূপ বন্ধুগণের বাধ্যা, ও নির্লজ্জ ব্যবহারে অসংস্পৃষ্টা থাকেন।

৬। এপ্রযুক্ত নারীসকলের কর্ত্তব্য যে বাল্যকালাবধি স্ত্রীধর্ম্ম ও সুনীতি শিক্ষা ও সুশীলতার ব্যবহার ও সাংসা

রিক নানাপ্রকার শিল্প নৈপুণ্য ও আহারীয় সূপকার্য্যের পরিপাটী ও সন্তান যত্ন ও সূতিকা ও শিশু চিকিৎসাদি অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সকলে দক্ষতা অভ্যাস করেন।

৭। তাহাতে যদি মাত্রাদির গুণে সুশিক্ষিতা না হইতে পারে, তবে উচিত হয় যে পিত্রাদি বান্ধব কর্তৃক গ্রাম পল্লীস্থ কোন প্রবীণা সদ্বৃদ্ধা স্ত্রীকে বালিকার শিক্ষাথ নিয়োগ করা যায়। তাহা এক গৃহস্থের সাধ্য নাহইলে অনেকে একত্র হইয়া ও সাধ্বৃদ্ধা নিয়োগে উদ্যোগী হন।

৮। স্ত্রীলোক এমত সদ্গুণ উৎসাহে চিত্ত স্থৈর্য্যা ও আমোদিনী হইলে দুশ্চিন্তা ও চাপল্য নাশ পাইয়া মহা সৌভাগ্য শালিনী হইতে পারেন এবং কুলোজ্জ্বলা সুভব্যা রূপে চির কাল জীবন ধারণ করেন।

৯। স্ত্রীদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সাধন উপায় এই মাত্র যে সর্ব্বদা পতির অনুগতা ও পতিসেবা রতা ও বসন ভূষণাদি নানাউপকরণে শোভিতা পতিপ্রিয়া ও পত্যনুকূল ক্রিয়া শালিনী থাকেন, ও পতির অনুমতি বিনা কিছু কার্য্য না করেন, এবং পতির অসাক্ষাতে কোন রূপে কাহার সহিত আলাপও নাকরেন এবং সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ কায় মনো বাক্যে পতি ভক্তি পরায়ণা হন। যথাহ মনুঃ। ৫।১৫৫।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যু পোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

১০। ঐ রূপে কেবল পতির প্রিয়া হন এই মাত্র নহে অপিচ সেই পতি ভক্তি দৃঢ় থাকিলে স্ত্রীদিগের পিতৃ কুল মাতৃ কুল পতিকুল সর্ব্বজনেই স্নেহ ও পূজা ও সম্মান করিয়া থাকে যথাহ মনুঃ। ৩। ৫৫।

পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভি র্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণ মীপ্সুভিঃ।।
৩।৫৯।-তস্মাদেতাঃ সদাপূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ।।

অস্যার্থঃ। পিত্রাদি শ্বশুরাদি সকলে সতী স্ত্রীকে সর্ব্বদা এবং উৎসবাদিতে ভোজন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবেক তাহাতেই মঙ্গল হয়।

১১। ইহাতে মন্তব্য যে পিত্রাদি বান্ধবে যে ধনাদি দেন তাহার পরিমাণ ও সংখ্যা অবশ্যই থাকে। পতির সর্ব্বস্ব বনিতার হস্তে অর্পিত হয় তাহাতে কোন পরিমাণের সীমা ও সংখ্যা থাকে না সুতরাং অপরিমিত সুখ সম্পত্তি দাতা স্বামির প্রতি সহজেই অনুরাগ কর্ত্তব্য, এবং পতির পর প্রিয়তম জ্ঞান কাহাকেও কর্ত্তব্য নহে।

১২। স্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল শয্যা পরিপাটী মাত্র নহে অপিচ সর্ব্বদা অধীনা থাকিয়া পতির হিত চিন্তা, ও অন্ন পানাদির সুযোগ, ও বিপদ্ কালে সাহস বৃদ্ধি, ও সদ্যুক্তি করেন। তথাচোক্তং।

ক্রোধে দাসী রতৌ বেশ্যা ভোজনে জননী সমা।
মন্ত্রিণী স্যাদ্বিপত্তৌচ সানারী ভুবিদুর্লভা।।

৬ ষষ্ঠ ধারা।

সন্তান প্রতিপালন।

১। স্ত্রী পুরুষ সহবাসে বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক ব্যতিরিক্ত অবশ্যই সন্তান সম্ভাবনা আছে তাহাতে কাহার সন্তান কামনাতে সন্তান জন্মে। কাহার কামনা না থাকিলেও সন্তান হয় ফলে পূর্ব্বাদৃষ্ট বশত ঈশ্বরেচ্ছাই লোকের জন্মের কারণ হয় এবং এই জন্ম কৌশলেই ভগবৎ সৃষ্টির প্রবাহ চলিতেছে।

২। সেই সন্তান হইলেই জনক জননীর স্নেহ পাত্র হইয়া থাকে, ইহা প্রায় জীবের স্বাভাবিক কার্য্য মধ্যে গণ্য যায়, কিন্তু মনুষ্যের কদর্য্য প্রকৃতি বশত বিবাহ বিধি বিনা সেই স্নেহের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। যথা জার সন্তান সম্ভাবনাতে কুচিৎ ভ্রূণহত্যা, গর্ব্তপাত, কুচিৎ সন্তান জন্মিলেও তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে, এমত নির্দ্দয়তা কঠিন পাপ অন্য কোন পশুতে দেখা যায় না।

৩। সেই মহাপাপের কারণ কেবল জনক জননীর পূর্ব্ব অন্যায্য সুখেচ্ছা, ও দেশের অসভ্য ব্যবহার, অতএব তাদৃশ দোষ যেমতেই না হইতে পারে রাজা ও প্রজা উভয়েরই তাহার চেষ্টা সতত কর্ত্তব্য।

৪। এ প্রযুক্ত যে দেশে যে কোন রূপ নির্ব্বন্ধ থাকি সেই

রূপ বিবাহ বিধি অতি সহজ করা আবশ্যক, আর যদি দৈবাৎ জার কাণ্ড ঘটে তবে তাহার বধানুষ্ঠান না করিয়া শিষ্ট লোকের স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থা থাকিলে সে দোষ আর হয় না, যেমন হিন্দু লোকের মধ্যে অপকৃষ্ট বর্ণোৎপত্তি ছিল তাহাতে আত্মীয় লোকের কোন পাপ ও লজ্জাকর কথা হইত না।

৫। এইরূপে বিবাহ হেতুক গৃহির সন্তান সম্ভাবনা হইলে গর্ব্ভবতীকে অতি যত্নে রাখা, এবং তাহার যথাযোগ্য আহারাদির বিবেচনা কর্ত্তব্য ও তাহাকে নির্দ্দয় ও কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত না করা যায়।

৬। সন্তান জন্মিলে তাহাকে ও তাহার প্রসূতিকে অতি সাবধানে রাখা ও সুপথ্য দেওয়া এবং যেসকল উপায় ও আয়োজনে তাহারা কোন আপদে পতিত নাহয় তাহার মত আয়োজন করা প্রধান কার্য্য।

৭। ক্রমে সন্তানের বয়স অনুসারে আহারীয় দ্রব্যের বিবেচনা এবং তাহারদিগের যত্নে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। কেননা আহারের উৎকৃষ্টতাতেই শরীরের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রায় দেখা যায়।

৮। ত্রিবর্ষ মধ্যেই পুত্র সন্তানের সুনীতি শিক্ষা ও বিদ্যার আলোচনা ও নানা পদার্থ অবগত করাণ এবং কুসংসর্গ ও খেলা আদিতে অত্যন্ত আমোদ ও ক্রোধ ও স্বেচ্ছাচার কার্য্যে নিবারণ বাৎসল্য ভাবেই কর্ত্তব্য। কেননা তৎকালাবধি গুণা

মোদ বৰ্জ্জিত ও ঐ সকল দোষাবৃত হইলে পরে সুশিক্ষাতে স্থির করণ কঠিন হয়।

৯। তৎপর ৬।৭ বৎসরাবধি নিয়ত বিদ্যা ও সদ্ব্যবসায় শিক্ষাতে দৃঢ় রাখণ ও সৰ্ব্বদা কুসংসর্গ নিবারণ করণ অতি আবশ্যক। এই রূপে পঞ্চদশ বৎসর সন্তানকে সাবধানে রাখিলে অবশ্যই উত্তম পথগামী ও সুশীল ও বিদ্বান ও গুণবান হইতে পারে। তখন আত্ম বোধোদয়ে সদ্গুণে অনুরাগী সহজেই হয়।

১০। তথাপি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত পিত্রাদি বন্ধুগণের বাধ্য রাখা ও কুপথগামি হইতে না দেওয়া আবশ্যক আছে।

---

৭ সপ্তম ধারা।

পোষ্য ভরণ ও সৎসঙ্গ।

১। যদ্যপি সাংসারিক লোকেরা অবশ্য পোষ্য প্রতিপালন ও তাহারদিগের যথাযোগ্য ভরণপোষণ প্রায় অনুরাগ ব্যবহার জন্যই করিয়া থাকে। তথাচ ঐ কাৰ্য্য মহাপুণ্য জনক ও যুক্তি সিদ্ধ হয় এবং তাহার অন্যথাতে নরক হয় যথাহ।

> ভরণং পোষ্যবর্গাণাং প্রশস্তং স্বর্গসাধনং।
> নরকং পীড়নেতেষাং তস্মাৎ যত্নেন তান্ভরেৎ॥

অস্যার্থঃ। পোষ্যবর্গকে ভরণ পোষণ করা প্রশস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম আর তাহারদিগের পীড়াকর কার্য্য কি পোষণ না করণে পীড়া দেওয়ায় পাপ হয়।

২। এবং অবশ্য পোষ্য ভরণের ক্রুটি করিয়া দৃষ্টাদৃষ্ট ফলার্থ অপর পুণ্যদানাদিরও বিধান নাই তথাচ মনুঃ। ১১।১০।

ভৃত্যানামুপরোধেন যৎকরোত্যৌর্দ্ধদৈহিকং।
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্যচ॥

অস্যার্থঃ। পুত্রদারাদিকে পীড়া দিয়া পরকালের সুখার্থ যে দানাদি করে সে ইহকালে ও পরকালে দুঃখ ফল পায়।

৩। সেই পোষ্যের নির্ণয় ঐ মনু কহিয়াছেন যে।

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

অস্যার্থঃ। বৃদ্ধ পিতামাতা এবং সতীস্ত্রী আর শিশু বালক এইসকল অবশ্য পোষ্যকে কাহার সেবা কি কাষ্ঠাদি বিক্রয়াদি কুৎসিত কর্ম্মরূপ অকার্য্য শত করিয়াও ভরণ পোষণ করা কর্ত্তব্য,এস্থানে অকার্য্য শব্দে অপ্রশস্ত কুৎসিত ক্লেশকর কর্ম্ম বুঝায় চৌর্য্যাদি অকার্য্য নহে কেননা মিথ্যা কাপট্য ও চৌর্য্যাদি পাপ কার্য্যের সর্ব্বথা নিষেধ আছে।

৪। পরমেশ্বর কাহার নয়নগোচর নহেন, লোক পৃথিবীতে আসিয়া যাহা দেখিতে পায় তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ও মান্য ও সংসারের মূল পিতামাতা হন, এমতে ঈশ্বরের পর পূজ্য

দেবতা রূপ ঐ দুই জন বরং ন্যায়ত ঐশ্বরীয় কৃপা মহিমা যে জনেতে প্রকাশ হইতেছে সে ঐ পিতৃ মাতৃ রূপেই হইতেছে অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক যে পিতৃ মাতৃ সেবাতে নিপুণ হয়, সেই মহাপুণ্য। তথাচ নৃসিংহ পুরাণং।

যোরক্ষেৎ সততং ভক্ত্যা মাতরং মাতৃবৎসলঃ।
তস্যাচানুষ্ঠিতং সর্ব্বং ফলত্যত্র অমুত্র চ ॥
এবং পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ ॥

তথা ঐ পিতৃমাতৃতুল্য পিতৃব্যাদি ও পিতৃমাতৃভগিনী আদি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে যথাশক্তি অনুকূল ভক্তি শ্রদ্ধা করা প্রধান কার্য্য তথাচ স্মৃতিঃ।

মাতুঃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতুঃস্বসা।
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

এবং মনুঃ। ৪।১৮৪।

আকাশেশাস্তু বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধ কৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ ॥

ইত্যাদি। ঐ রূপ কনিষ্ঠ ভ্রাত্রাদি সন্তানবৎ স্নেহপাত্র।

৫। শিশু সন্তানকে আত্ম উপকার প্পরে প্রাপ্ত হইবার লালসায় অথবা মোহ স্নেহ বশত যে প্রতিপালন করা তাহাত সকলেই করিয়া থাকে। বিবেচনা করিলে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঐ কার্য্যের দ্বারা পরমার্থও হয়, কেননা জগৎকর্ত্তার সৃষ্টির

অনুকূল রূপ অর্চ্চা ঐ প্রণালিতে সিদ্ধ হয়। অপিচ এমত না হইলে সৃষ্টি চলিত না তাহার নিদর্শন সন্তানোপকার অনাকাঙ্ক্ষি পশু পক্ষিগণ।

৬। ঐরূপ সতী স্ত্রীর স্নেহ সকলেই ভালো বাসে এবং তাহাকে দেয় থোয়, তবে একটুকী গম্য করিয়া ঐ বিষয় ঈশ্বরের মায়াকার্য্য স্মরণ করিলে সেটা বড় অপরমার্থিক কার্য্য নহে, তদ্যথা মনুঃ ৩।৫৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে চ।

স্বপত্নীং পূজয়েদ্যস্তু বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
প্রকৃতিস্তস্য সন্তুষ্টা যথা কৃষ্ণো দ্বিজার্চ্চনে॥

অস্যার্থঃ। আপন স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যে সন্তুষ্টা রাখে তাহার প্রতি প্রকৃতি দেবতা সন্তোষ হন যেমন ব্রাহ্মণের পূজাতে কৃষ্ণের সন্তোষ হয়।

৭। সর্ব্বদা শাস্ত্র,বিধি ও সাধুরীতি ও সভ্যপন্থা ও সদ্যুক্তি এবং নিজ সামাজিক ব্যবহার শুদ্ধরূপে আচরণ করিবেক কদাচ স্বেচ্ছাচারী ও নিন্দনীয় ব্যবহারী হইবেকনা। স্বেচ্ছাচারি ব্যক্তি যদ্যপি ধনজন কি বলচ্ছলে কিছুকাল নিজ অভিলাষমতে সুখে চলিতে পারে বটে কিন্তু অন্তত লোকদ্বেষ্য ও সমাজ বহিষ্কৃত ও পাশবদ্ধ পশুর ন্যায় নানা দুঃখে অভিভূত হইয়া চিরকাল মোহ যন্ত্রণাতেই থাকে তথাচোক্তং।

অহিতহিত বিচার শূন্যবুদ্ধেঃ শ্রুতি সময়ৈর্বহুভি র্বহিষ্কৃতস্য।
উদর ভরণ মাত্র কেবলেচ্ছোঃ পুরুষ পশোঃ পশোশ্চ কোবিশেষঃ॥

৮। সভ্যতার তাৎপর্য্য এমত নহে যে লোক স্বেচ্ছাচারী কি অনাচারী হয়, আর পরমার্থ বিরুদ্ধ যে কোন প্রকারে চলে তাহাকে সভ্য বলা যায়। বরং যে লোক সদ্ব্যবহারে রত, ও স্থিরবুদ্ধি ও প্রাজ্ঞমণ্ডলীর অন্তঃপাতী হইয়া সাধারণোপকারক কার্য্যে উদ্যোগী ও সভাস্থ হয় সেই সভ্য।

৯। গৃহির আরো বিবেচনা কর্ত্তব্য যে সকল সময়ে সকল লোকের স্বচ্ছন্দতা থাকে না এমতে দুঃসময়ে যদি স্বজাতীয় মনষ্যের আশ্রয় প্রদান ও উপকার মনুষ্যে না করে তবে আর কে করিবেক। অতএব উচিত যে অনাথ, বালক, বৃদ্ধ, ও রোগী অন্ধাদি, ও দুঃস্থ, অতিথি, ও দৈববিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের যথাশক্তি অনুকূলতা করে। আর দেখ যদি সে তাহা না করে তবে তাহার ও তাহার বন্ধুর ঐ দশা হইলেও কেহ তাহার সাহায্য করিবেক না এপ্রযুক্ত লৌকিক ধারোদ্ধারের মত ঐ সৎকার্য্য অতি যুক্তিসিদ্ধ।

১০। এইমত গৃহি লোকের প্রতিবাসি আদি সাধারণ জন সকলের সহিত প্রণয় ও প্রীতি আবশ্যক তাহা নহিলে গ্রামে স্থিতি করাও দুঃসাধ্য হয়। অতএব কারোপকারে ও প্রয়োজন বশত যে প্রণয় কর্ত্তব্য তদতিরিক্ত আত্ম শীল গুণের দ্বারা সকল প্রকার লোককে বশীভূত রাখাই এক প্রধান কার্য্য।

১১। তাহার উপায় নবরত্নে এই মত উক্ত আছে যে। মিত্রং স্বচ্ছতয়া ১। রিপুং নয়বলৈঃ ২। লুব্ধং ধনৈ ৩। রীশ্বরং কার্য্যেণ ৪। দ্বিজমাদরেণ ৫। যুবতীং প্রেম্না ৬। সমৈর্বান্ধবান্ ৭। অত্যুগ্রং

স্তুতিভি ৮। গুরুং প্রণতিভি ৯। মূর্খং কথাভি ১০। বুধং বিদ্যাভী ১১। রসিকং রসেন ১২। সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশং ॥

১২। কিন্তুএই প্রণর সঙ্গে অতি সাবধানতার প্রয়োজন আছে কেননা উৎকৃষ্ট ও সৎসঙ্গ প্রণয়ে যেমত উত্তম ফল ও সুখ লাভ হয় সেইরূপ নীচ ও অধম ও অসৎসঙ্গে তাহার বিপরীত ক্লেশ ও অপমান ঘটিয়া থাকে অতএব বিষ্ণুপুরাণং।

নাসমঞ্জসশীলৈস্তু সহাসীত কদাচন।
সদ্বৃত্ত সন্নিকর্ষোহি ক্ষণার্দ্ধ মপি শস্যতে।

অস্যার্থঃ। যাহার শীল উত্তম না হয় এমত ব্যক্তির সহিত একত্র উপবেশন করিবেক না। আর সদ্বৃত্ত যে লোক তাহার সঙ্গ যদি ক্ষণৈককালও হয় তথাপি সে প্রশংসনীয়। অপিচ মহানাটকে।

বাঞ্ছা সজ্জন সঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতি র্লোকাপবাদাদ্ভয়ং। ভক্তিঃ শূলিনি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে এতে যেষু বসন্তি নির্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যোনমঃ ॥

১৩। আর এই অষ্ট প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিবেক না বরং আলাপ আমোদও করিবেক না। ১ যে ঈশ্বর মানেনা। ২ যে পিতৃ মাতৃ ভক্ত নহে। ৩ যে পরকাল মানেনা। ৪ যে অপরিমিত ব্যয়ী অর্থাৎ আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে। ৫ অনেক দেনদার ও তাগাদা ও তিরস্কারে বিরক্ত না হয়। ৬ নির্লজ্জ। ৭ নিতান্ত নির্দয়। ৮ অকৃতজ্ঞ। ইহারা কোন মতেই বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে না।

১৪। অতএব স্ত্রী এবং সন্তান ও সম্ভবে বৃদ্ধ পিতা মাতাদি অবশ্য পোষ্য ভরণ ও আত্ম জীবন ধারণ প্রয়োজনে ও উক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণে ও আপদ্ কালার্থ সঞ্চয় নিমিত্তে এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে গৃহির ধনাগম রূপ নিয়ত বৃত্তি ও ব্যবসায় আবশ্যক তথাচ মনুঃ। ৪। ১৩৭।

নাত্মান মবমন্যেত পূর্ব্বাভি রসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছে ন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং॥

অর্থঃ। মরণপর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্য চেষ্টা করিবেক। প্রথমোদ্যমে যদি ঐশ্বর্য্য না হয় তথাপি আপনাকে অভাগা জ্ঞান করিবেক না এবং লক্ষ্মীকে দুর্লভা অপ্রাপ্যা জানিবেক না। অপিচ যাহার বৃত্ত্যাদি আয় নিয়ত না থাকে তাহার ধর্ম্ম ও সৎনীতি স্থির থাকে না। অপিচ লোকের আবশ্যকীয় ব্যয় না করিলেই নয় সুতরাং তদ্যোগ্য নিয়ত সদ্বৃত্তিতে আয় না থাকিলেই অন্যায্য দুষ্কর্ম্মে ও পাপকার্য্যে লোক প্রবৃত্ত হয়।

১৫। সেই জীবন ধারণ ও ধনাগম যে২ প্রকারে হইতে পারে তাহাতে মনুঃ। ১০। ১১৬। কহিয়াছেন।

বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতি র্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন হেতবঃ॥

---

৮ অষ্টম ধারা।

পশু পালন।

১। মোছলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ও অন্য২ মাংসার্থিরা পথিতে লিখেন যে পরমেশ্বরীয় দৈবি কোন বস্তু আত্মা

মনুষ্য দেহে আছে কিন্তু তাহা অন্য২ পশু ও পক্ষি দেহেতে নাই তাহারা রক্ত সামর্থ্যেই জীবন ধারণ করে। এমতে তাহারদিগকে খাইতে হইবেক এবং তাহারদিগের প্রাণ বধে পাপ নাই। ইহা অতি অযুক্ত কথা মাত্র কেননা জন্ম ক্রম, ও শারীরিক ভাব সুখ দুঃখানুভব, প্রায় সকলেরই সমান তথাচ স্মৃতিঃ।

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তেতথা।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।।

অস্যার্থঃ। আপন প্রাণ যেমন সকলে প্রিয় জ্ঞান করে, অন্য সকলের প্রাণ সেইরূপ প্রিয় হয়, অতএব সাধুলোকে আপনার ন্যায় অন্য সকলের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তবে বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ মহিমা মনুষ্যে দেখা যায় তাহা তেই মনুষ্য অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। ফলে জগদীশ্বর সকল জীব জন্তুকে এমত বিশেষ২ গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে একের গুণ অন্যে নাই। সুতরাং মনুষ্য ও অন্য জীব শারীরিক বিষয়ে ও জীবন ধারণে তুল্যই হয়।

২। এইরূপে পশু সকল স্বীয়২ স্বভাব গুণেই জগতে স্বচ্ছন্দে ছিল। মনুষ্যেরা নিজ পরাক্রমে তাহারদিগের মধ্যে প্রয়োজন ও বশ্যতা বিবেচনাতে যাহার২ যে গুণ জানিতে পারিয়াছে তাহারদিগকে আত্ম কার্য্যে আনাতে অনেক পশু পক্ষী গ্রাম্য হইয়াছে। আর কতকগুলিন পশু গ্রাম্য ও বন্য উভয় প্রকারে এখনও বিদ্যমান। ইহাতে ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য মনুষ্য

হইলে ব্যাঘ্রের নিমিত্তে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বলা যায় না, বিবেচনা করিলে বোধ হইতে পারে যে মনুষ্যের কর্ম্মোপযোগী অনেক বস্তু ও জন্তু স্থলে ও জলে আরো থাকিবেক যাহা এখন তক কেহ জানিতে পারে নাই তবে তাহা কি মনুষ্যের কারণ হয় নাই কি তাহারদিগের উৎপত্তি এখন তক মিথ্যাই হইয়াছে তাহাত কদাচ নহে। অতএব সিদ্ধান্ত যে ঈশ্বরের কার্য্যার্থই সকল সৃষ্টি।

৩। পশু পালন জীবিকার্থ এবং জীবিকান্তর কার্য্য সাধনার্থ মনুষ্যের প্রয়োজন হয় অতএব প্রায়শ গৃহির পশু প্রতিপালনের আবশ্যক আছে। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা ভিন্ন পশু ব্যবহার প্রায় পশুর কার্য্যই দেখা যায়।

৪। গমনাগমন ও তাম্বু প্রভৃতি লইয়া যাওন ও যুদ্ধ সামগ্রী আহরণ করণ ও যদ্ধ সাহায্যার্থ হস্তি, ও ঘোটক, উষ্ট্রের, অতি প্রয়োজন। তাহাতে ঘোড়াবাতিক অর্থাৎ কেবল অশ্বানুরাগ দ্বারা কার্য্যান্তর হানি করণ দোষ হয়।

৫। ঐ মত ভার বহন ও শকট চালনাদি কার্য্যার্থ রাজা ও বণিকাদির বলীবর্দ্দ অর্থাৎ বলদের আবশ্যক। বিশেষত কৃষি কার্য্যের নিমিত্তে প্রজা লোকের গো বিনা উপায়ান্তর নাই। আর শকট চালন মহিষের দ্বারা করা যায়।

৬। ক্ষুদ্র ভার বহনার্থ গর্দ্দভ ভাল ও শিশু প্রতিপালনার্থ ছাগ ও মেষের দুগ্ধ কর্ম্মণ্য ও ছাগ কোন স্থানে ভার বহন করে।

গৃহ রক্ষার্থ ও মৃগয়ার্থ কুক্কুর বিশ্বাসী পশু। আর মূষিক নিবারণার্থ বিড়াল কার্য্যে আইসে কিন্তু বিড়াল অবিশ্বাসী আর ঐ কুক্কুরের অতিভক্ত যাহারা তাহারাত প্রায় কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণ্যই হয়।

৭। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের প্রয়োজনীয় দুগ্ধ ও ঘৃতাদি যাহা বিনা প্রায় উৎকৃষ্ট ভক্ষণীয় সামগ্রী হইতে পারে না তাহা গাবী দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। এবং মহিষার দ্বারা ঘৃতাদি প্রাপ্তি হয়।

৮। যেহেতুক আবাল বৃদ্ধ ধনি ও দরিদ্রাদি তাবতেরই গো প্রয়োজনীয় বস্তু অতএব গো পশু সকল পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ও মনুষ্যের স্বজাতীয় অপেক্ষা গো হিতকারী কেননা মনুষ্য মনুষ্যের সহিত একত্র বাসে কখন বিরোধ ও অপকার হয়, গোর সহিত চিরকাল একত্র সহবাসে উপকার বিনা অপকার কি অবাধ্যতা দেখা যায় না।

৯। আরো দেখ গো যেমন পরিশ্রম ও দুগ্ধাদি দ্বারা মনুষ্যের উপকার করে সেইমত তাহার মল ও মূত্র দ্বারা অনেক উপকার করিয়া থাকে। অন্যচ্চ মৃত গোর চর্ম্ম ও শৃঙ্গাদি দ্বারা মনুষ্যের অনেক কার্য্য হয়। এমতে পুরাণে কথিত হইয়াছে যে।

গাবশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব কুলমেকং দ্বিধাকৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥

অস্যার্থঃ। গো আর ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বান্ পরোপকার সম্বন্ধে এক কুল, তাহার মধ্যে বিদ্বানে সদুপদেশ আর গোতে ভক্ষণীয় উপকরণ থাকে, অতএব গো সদৃশ উপকারক আর নাই।

১০। এমত গোকে যে মাংসাভিলাষে হিংসা করে তাহারা কিরূপ নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, অন্যায়কারী, তাহা পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিলে স্পষ্টতই জানিতে পারাযায় বরং গোমাংসের কুষ্ঠরোগ জনকতা নানা জাতীয় দ্রব্যগুণ শাস্ত্রে দেখাযায় এমতে গোমাংস অগ্রাহ্য। অতএব মাংসার্থিজনের মৎস্য ও ছাগ, মেষ, হরিণ, বরাহ, বন্য মহিষাদি, পশুপক্ষি হিংসা অপেক্ষা গো হিংসা অবশ্যই পাপাতিশয় কার্য্য হয়। অপিচ মাংসাস্বাদ লোভে যদি গোকে হিংসা করা যায় তবে মনুষ্য মাংসত সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু রাক্ষসীয় মতে দেখা যায় তাহা তেও দোষ না থাকুক।

১১। বিশেষত যেং পশু যেং লোকের উপকারকরূপে প্রতিপালিত হয় তাহার তাহা অবশ্যই প্রিয় ও স্নেহের পাত্র হইয়া থাকে। গো পশু মনুষ্য জাতি মাত্রের উপকারক সুতরাং তাহার হিংসা নিতান্ত অন্যায় হয়। অপিচ পূর্ব্বোপকার সম্বন্ধে বৃদ্ধাবস্থাতে অকর্ম্মণ্য পশুকে আহারাদি দেওয়া ও তাহারদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখা ন্যায্য কার্য্য হয়।

১২। ঐ গো ও গ্রাম্য মহিষাদি দুগ্ধাদি ব্যবহার ও ব্যব সায় দ্বারা গোপাদি অনেক মনুষ্যের জীবিকা ও বৃত্তি স্বরূপ দেখা যায়।

৯ নবম ধারা।

জীবিকা বিবরণ।

১। জীবিকা শব্দে লোকের জীবনোপায় বুঝায়, মূল জীবনোপায় মনুষ্যের পরিশ্রম, ঐ শ্রম নিমিত্তই ঈশ্বর হস্ত পদাদি অবয়ব ও শক্তি বিশেষরূপে মনুষ্যে দিয়াছেন, ঐ শ্রম জন্য বস্তুতেই জীবিকা হয়, তাহার অনেক ধারা আছে সেই শ্রম গুণ বিনা কেবল পৈতৃক সত্তাতেই লোকের শুদ্ধ জীবিকা হয়। এমতে বলাযায় যে লোক সকল তিন প্রকার, সাধু ও নাগর ও চোর। সাধু যে ব্যবহার কার্য্যে নিপুণ থাকিয়াও ব্যবহারে লিপ্ত নহে অর্থাৎ লাভ হানিতে ব্যাকুল না হয়, এবং পরবিত্তে লোভমাত্র রাখেনা। আর নাগর তাহাকে বলি যে নগরস্থ বণিকন্যায় পরস্পর দ্রব্য কি পরিশ্রম বিনিময় বদলে জীবন ধারণ ও ব্যবহার করে। আর চোর সেই যে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বিনা পরিবর্ত্তে অন্যায়ে পরস্ব গ্রহণ করে।

২। সেই শ্রমসাধ্য সতত লোকের থাকেনা, অতএব লোক সকলের নিতান্ত আবশ্যক যে স্বয়ং অশক্তকালে এবং বংশ

পরম্পরা ধনাভাবে ঐ অন্যায় পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ না করিতে হয় এমত উপায় করে। তাহা ধন সঞ্চয় ও স্থির জীবিকা বিনা কদাচ সম্ভব নাই। অপিচ অন্ন সংস্থান না থাকিলেই ক্ষুধাতে ব্যাকুল ও সদ্বুদ্ধি হারা হইয়া অসৎকার্য্যে ব্যগ্র হয়। এমতে কথিত আছে যে দরিদ্রতার বড় আর পাপ নাই অর্থাৎ দরিদ্র সকলই পাপেই রত হয়। সুতরাং শুদ্ধ জীবিকার নিতান্ত প্রয়োজন।

৩। মনুষ্যের জীবিকা সদসদ্রূপে অনেক প্রকার আছে তাহাতে চৌর্য্যাদি ও হিংসাত্মক পাপ জীবিকা হয়। এবং মিথ্যা কাপট্য প্রতারণাদি ব্যবসায় চৌর্য্য মধ্যে গণনীয়। অতএব তাহা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

৪। কেহ জীবিকাকে তিন ভাগে বিভাগ করেন। পুণ্য জীবিকা ১। পাপ জীবিকা ২। কলহ জীবিকা ৩। সদ্গৃহস্থ কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি পুণ্য জীবিকা। আর প্রতারণা চৌর্য্যাদি পাপ জীবিকা। গোয়েন্দা উকীল মোক্তার আর পোলীস ও আদালত সম্পর্কীয় তাবৎ কলহ জীবিকা। যেহেতুক কলহ বিনা তাহারদিগের ব্যবসায় নিষ্পন্ন হয় না।

৫। যে দেশে পাপ জীবি ও কলহ জীবি বিস্তার হয় এবং তাহারদিগের উন্নতি দেখা যায় সেই দেশ অপকৃষ্ট, এবং তাহাতে সাধু লোকের পীড়া হয়, কেননা রাজশাসনের

ত্রুটি বিনা ইহা হইতে পারে না আর রাজ শাসনের ত্রুটিতে কেবল সাধু প্রজাই দুঃখ পায়।

৬। জীবিকা সকলের মধ্যে ভূমি সম্পত্তি অতি উত্তম, কেননা বংশ পরম্পরা চিরস্থায়ী, এবং ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক ঐ বিষয় রাজত্ব ন্যায় সৌভাগ্য জনক দেখা যায়। শাস্ত্রে কহে যে অধিকৃত ভূমিতে যে পুণ্য কর্ম্ম হয় তাহার স্বামী সেই পুণ্যের অংশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজশাসনের ত্রুটি ও রাজার অন্যায় থাকিলে সাধু লোকের ঐ ভূমি যেমন দুশ্চিন্তা ঘটিত চিত্তের অসুখ দায়ক এমত আর নাই।

৭। ভূমি সম্পত্তির কার্য্য রাজকার্য্য তুল্য তাহা দ্বিতীয় প্রকরণে রাজ্য শ্রেণীতে উক্ত হইয়াছে অবশিষ্ট কৃষিকার্য্য বিধানে সমাধা হয়।

---

১০ দশম ধারা।

কৃষি কার্য্য।

১। কৃষিকার্য্য মহাকার্য্য যদ্যপি তাহা গো দ্বারা, গো হইতে কিঞ্চিৎ বুদ্ধ্যধিক ইতর লোকেই করিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিলে ঐ কর্ম্ম তাবৎ প্রধান লোকেরও জীবন ধারণের কারণ হয়। এবং দেশ বিদেশ প্রায় সর্ব্ব প্রকার সর্ব্ব লোকের প্রাণ রক্ষা ঐ কৃষি কর্ম্মের দ্বারা হইয়া থাকে। অন্ন তুল্য কোন বস্তুই মনুষ্যের শ্লাঘনীয় নহে। যদি ঐ কৃষিকার্য্য না

চলিত তবে জগতের সৌষ্ঠব এমত হইত না। ও প্রায় বন্য পশুর ন্যায় সর্ব্বদা লোকে ক্ষুধাতে কাতর ও আহার চেষ্টাতেই কাল কাটাইত। দেখ ঐ কৃষিকার্য্যের ফলে ও শস্য সংগ্রহ দ্বারা তাবতে সুস্থির সুখী হইয়াছে অতএব উক্ত আছে যে।

ধান্যং শ্রেষ্ঠং ধনানাঞ্চ দেশানাং যত্র জীবতি।

২। অপর যত ব্যবসায় ও বাণিজ্যাদি আছে তাহাও ঐ কৃষিমূলক। তবে যদি পৃথিবীর কোনদিগে ও কোন দেশে শস্যোৎপত্তি না হওয়াতে তাহারা বোধ করে যে কৃষি কর্ম্ম প্রধান নহে কিন্তু সে ভ্রান্তি মাত্র। কেননা তাহারদিগের অল্প লোকের অল্পাহার হিংসাত্মক মাংস শাক মূল ফল ফুলাদি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে বটে কিন্তু তাহারা শস্য পাইলে যেমত তুষ্ট হয় এমত প্রচুররূপে তুষ্ট অন্য বস্তুতে হয় না। অতএব সংসারের মূল কৃষিকার্য্য এবং ঐ কার্য্যে যেমন লোকে স্বাধীন গৃহে বাস করত সুখে থাকিতে পারে এমত আর কোন কার্য্যেই নয় বরং বলা যায় যে কি রাজা কি প্রজা তাবৎ লোকই সাক্ষাৎ ও পরম্পরা ঐ কৃষির দ্বারস্থ। তথাচ মনুঃ। ৩। ৭৮।

যস্মাত্ত্রয়োপ্যাশ্রমিণোজ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

৩। কৃষকের আদৌ কার্য্য এই যে আপনেই উদ্যোগ করে কি আত্ম তুল্য ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যে অধ্যক্ষ করে কেননা পরের হস্তে ও পরের দৃষ্টিতে কৃষি কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়

না। যেহেতুক ঐ কার্য্য সময় বিশেষে অতি ক্লেশকর যত্ন ও দুঃখ পরিশ্রম সাধ্য হয় তাহাতে আন্তরিক অনুরাগ বিনা সহ্য হয় না সুতরাং পরের কারণ পরে এত দঃখ করে না।

দ্বিতীয়। ভূমির শক্তি নিরূপণ করিয়া শস্য উৎপত্তি চেষ্টা করা যে ভূমিতে যেশস্য ভাল নাহয় তাহাতে সে শস্যের যত্ন বৃথা হয়।

তৃতীয়। শস্যের বীজ উত্তম বিবেচনা করা যেহেতুক তেজ হীন বীজে উত্তম ফল হয় না।

চতুর্থ। কাল অপেক্ষা অকালে কোন দ্রব্যই সুধারা রূপে হয় না।

পঞ্চম। যথাযোগ্য ভূমি কর্ষণাদি যত্ন। কেননা সকল সামগ্রী থাকিলেও বিশিষ্ট যত্ন বিনা প্রচুর ফল প্রাপ্তি ঘটে না। এমতে কথিত আছে যে কোন কৃষি মৃত্যুকালে তাহার পুত্রগণকে কহিয়াছিল যে আমার সকল সম্পত্তি ক্ষেত্রে আছে। পরে পুত্রেরা ধন গুপ্ত আছে এমত জ্ঞানে ক্ষেত্র সকল অধিক খনন করিল কিন্তু গাড়াধন কিছুই পাইল না অপিচ ঐ অধিক খনন জন্য ক্ষেত্রে অধিক শস্য হইল।

৪। কৃষি কর্ম্মের আবশ্যক যে এক প্রকার শস্যাদি বপন না করে, কারণ সকল বৎসর সকল শস্য সমান রূপে উৎপন্ন হয় না। ইহাতে যদি এক শস্যই কৃষি করে আর তাহা

সে বৎসর ভাল না হয় তবে সে কৃষির আর উপায় থাকে না।

৫। ঐমত উচ্চ নীচ ও নানারূপ মৃত্তিকাতে নানাপ্রকার শস্যাদি করিবেক, যে যদি বর্ষা অধিক হয় উচ্চ ভূমিতে আর অল্প বর্ষা হইলে নীচ ভূমিতে ফলপ্রাপ্ত হয়। নতুবা কৃষি নিরন্ন হইয়া যায়। যথাহ মনুঃ। ৯। ৩৩০।

বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষ গুণস্য চ।

---

১১ একাদশ ধারা।

বাণিজ্য।

১। বাণিজ্য কার্য্য জগতে যেমত সৌভাগ্য ও সুখ জনক এমত আর নাই রাজা এবং অন্য ব্যবসায়ী স্বদেশে ও একস্থানে স্থিরতর রূপে না থাকিলে তাহার বিষয় কার্য্য চলেনা সুতরাং সেই স্থানের ভদ্রাভদ্রেতে লিপ্ত থাকিতে হয় বাণিজ্যের এমত প্রতিবন্ধক নাই। পৃথিবীর যে দেশে বাণিজ্যের সবিধা হয় ও বণিকের চিত্ত প্রসন্ন থাকে অবাধে সেই দেশেই যাতায়াত ও ব্যবসায় কতিতে পারে।

২। এমতে নানাদেশ নিরীক্ষণ ও নানা আশ্চর্য্য দর্শন ও নানাপ্রকার দ্রব্য ব্যবহার ও আস্বাদ সুখ ও নানাজাতীয় লোকের অবস্থা ব্যবহার অবলোকন বণিকের নিজকার্য্য কৌশলেই সিদ্ধ হয় অতএব স্বাধীনরূপে সম্পদ বিশিষ্ট

হইয়া দেশ বিদেশ সুখে সর্ব্বত্র মানপূর্ব্বক গতিবিধি ও লাভ কার্য্য নিষ্পন্ন ও নিজ সম্পত্তি স্বহস্তে রাখিয়াই লাভ করিতে পারে। তথাচোক্তং।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

৩। শাস্ত্রে আছে যে তিন পদার্থ তিন কর্ম্ম বিনা স্থায়ী হইতে পারে না অর্থাৎ শাসন বিনা রাজ্য ও বাণিজ্য বিনা ধন ও পড়ান বিনা বিদ্যা স্থির থাকে না সুতরাং আত্ম ধন রক্ষার্থেও বাণিজ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় এই বাণিজ্য দ্বারা স্বদেশে বিদেশে তাবৎ লোকের তুষ্টি ও সম্ভ্রম করিতে পারে এবং বণিক মান্য ও ধনবান্ অনায়াসেই হয় ও সকল লোকে বণিককে ভাল বাসে ও লোকে সকল গৃহে বসিয়াই ঐ বাণিজ্য দ্বারা অতিদূর দেশীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী পায়।

৪। যে দেশে বাণিজ্যের সুবিধা নাই তদ্দেশস্থ লোক প্রায় স্রোতোহীন পুষ্করিণ্যাদিস্থ জলজন্তুর ন্যায় স্বদেশের দ্রব্য ও দেশস্থ ভদ্রাভদ্র ব্যস্ত হইয়া থাকে, কৃচিৎ দ্রব্যাভাবে ক্লেশান্বিত হয়।

৫। ঐরূপ দেশোৎপন্ন দ্রব্য যদি বাণিজ্য দ্বারা দেশান্তরে গমন না করে তবে সেই দেশে প্রচুর দ্রব্য উৎপন্ন হইলেও অধিক অর্থাগমন, ও দ্রব্য, মূল্যবান্ হয় না।

৬। এমতে বাণিজ্যই জগতের সৌষ্ঠব ও পরমেশ্বরের সৃষ্টির অনুকূল ও সাধারণ সুখের মূল হয় অতএব বাণিজ্য অতিপুণ্য কার্য্য কিন্তু তাহাতে প্রতারণা মহাপাপ হয়।

৭। বণিকের উচিত যে দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনাতে জল স্থল উভয়ত বাণিজ্য চালায় যদি একরূপে বিপদ ঘটে তবে অন্য রূপে লাভ থাকিতে পারে ঐমত এক দ্রব্যের বাণিজ্য অপেক্ষা নানা দ্রব্যের বাণিজ্যে উত্তম হয়। কেননা সকল সময় সকল দ্রব্যের মূল্য ও আদর সমান থাকে না যদি নানা দ্রব্য ব্যবসায় করে তবে কোন দ্রব্যের অনাদর ও মূল্যে হানি হইলেও দ্রব্যান্তরে তাহা পোষাইয়া যায়।

৮। আরো বিবেচনা কর্ত্তব্য যে আশুবিনাশি দ্রব্যের বাণিজ্য অপেক্ষা চিরস্থায়ি দ্রব্যের ব্যবসায় উত্তম হয় কেননা লাভার্থে তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া সময় মতে বিক্রয় করিতে পারে আশু নাশ্য দ্রব্য অগত্যা লাভ বিহিবে কেও হস্তান্তর করিতে হয়।

৯। দেশের মধ্যে নগরে২ ও গ্রামে২ যে ব্যাপার করা সেও উত্তমগ্রহ হয় যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র বাণিজ্য বিস্তার হয় ও তাহাতে সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী সুলভ ও পথিক লোকের মহোপকার এবং হাট বন্দর বাজার দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

১০। প্রতিগ্রামে দোকানী ও পসারী ও মুদী ও গোয়ালা

প্রভৃতির দোকান থাকিলে সমূহ লোকের ঐ যোগে প্রতি পালন হয় এবং কৃষকাদি গৃহস্থ লোকের অনর্থক দূরাদূর হাট বাজারে গমনাগমনে বৃথা কাল ক্ষেপ হইতে পারে না সেই কালে তাহারা নিজ২ আবশ্যকীয় কার্য্য যথা কালে সমাধা করিতে পারে ফলত যেমন কৃষি কার্য্য যতই বৃদ্ধি হয় ততই সুখ সম্পত্তি অধিক হয় সেইরূপ বাণিজ্য ব্যাপার যতই অধিক হয় ততই লোকের সুখোদয় হইতে থাকে।

১১। এই বাণিজ্যাদি কার্য্যে আরো এক অত্যাবশ্যক বিষয় বিবেচনার যোগ্য যে বহু ধন ও জন সাধ্য যে বাণিজ্যাদি একজনের সাধ্য হয় না তাহাতে অনেকে কিঞ্চিৎ২ ধনাদি দ্বারা স্বতন্ত্র একটা ব্যবসায় কাণ্ড সংস্থাপন করিলে সেই মহাকার্য্য অংশিত্বরূপে সিদ্ধ হইয়া সকলেরি লাভ হয় অথচ হানি হইলেও কাহার অধিক ক্ষতি হয় না কিন্তু এইরূপে কর্ম্মে সভ্যতা অপেক্ষা করে তাহা বিদ্যা শ্রেণীতে উক্ত হইয়াছে।

১২। কুসীদ ব্যবসায় ঋণ দান অর্থাৎ কর্জ দিয়া সুদ লাভ করণ মহাকার্য্য ঐ কার্য্য দ্বারা জগতের মহোন্নতি হয় এবং লোকের নিজ সম্পত্তি দ্বারা সর্ব্বদা কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না ইহাতে যদি ঋণ দান না থাকে তবে অনেক কার্য্যের ব্যাঘাত আছে। তাহাতে সাধুতার পারিপাট্য ও ন্যায় কর্ম্ম এই হয় যে আত্ম মূল আরু অল্প লাভে ঋণ দাতা সন্তোষ থাকে।

১৩। ঐ ঋণ দানের এক বিবেচনা অতিআবশ্যক যে শঠ ধূর্ত্ত লোকের সহিত ব্যবহার না হয় তাহাতে লাভ হওয়া সুদূর পরাহত মূল ধনই বিসর্জন হয় আর পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গতি বিবেচনাতে ঋণিক ঋণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

১৪। ধনি লোকের আপদ পদে২ হয় দেশে বিদেশে লোক সমূহ তাহার ধন গ্রাহক হইয়া থাকে এমতে কথিত হইয়াছে যে।

যথা হ্যামিষমাকাশে পক্ষিভিঃ শ্বাপদৈর্ভুবি।
ভক্ষ্যতে সলিলে মৎস্যৈ স্তথা সর্ব্বত্র বিত্তবান॥

অস্যার্থঃ। যেমত মাংস ঊর্দ্ধে রাখিলে পক্ষীতে খায় এবং মৃত্তিকাতে রাখিলে নানা জন্তুর ভোগ্য হয় আর জলে সংস্থাপন করিলে মৎস্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় সেইমত ধনবান্ ব্যক্তিকে সর্ব্বত্রই ধন গ্রাহকেরা ব্যাপে অতএব ধন রক্ষা ও তদপহারক নিবারণ ধনি লোকের প্রধান কার্য্য।

---

১২ দ্বাদশ ধারা।

শিল্প ব্যবসায়।

১। শিল্পকর্ম্ম লোকের মহোপকারক ও সাধারণ সুখজনক হয় এবং শিল্পকার্য্য উৎকৃষ্ট জীবনোপায় দেখাযায় অতএব লোকের অন্যান্য কার্য্যে অবধি আছে শিল্পকর্ম্মে অবধি নাই যথা কৃষিকার্য্য যাহার দশবিঘা ভূমি আছে সে

তাহাই চাস করিতে পারে অন্য ভূমি না থাকিলে তাহার নিজ শক্তি থাকিতেও কুণ্ঠিত থাকে ঐমত বিংশতি মুদ্রার সম্বলে তাহার অধিক বাণিজ্য চলে না কিন্তু শিল্প কর্ম্মে তাহা নহে যে যতই পারে তাহার ততই ব্যবসায় বাহুল্য করিতে পারে, যথা একজন তাঁতি যদি উত্তম বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে তবে তাহার যত বস্ত্র প্রস্তুত হয় তৎক্ষণাৎ তাহা অন্যলোকে আদর করিয়া লয় এমতে তাহার লাভ অধিক হইতে থাকে ইহাতে কেবল গুণ ও যোগ্যতার পারিপাট্যই কারণ হয়।

২। শিল্প অনেক ধারা তাহার মধ্যে লোকের আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা প্রধান কার্য্য কেননা তাহার গ্রাহক অনেক এবং তাহাতে অনায়াসে অধিক লাভ হয় ও নিজ গুণেই শিল্প ব্যবসায়ী স্বাধীনতা রূপে লোকের আদরণীয় হয় অত এব লোকের কর্ত্তব্য যে যতই সাধ্য হয় ঐ ব্যবসায়ে নিপুণ ও তৎপর হইতে থাকে, শিল্পকার্য্যে তিন গুণ প্রধান অকৃত্রিম ও সুদৃঢ় ও পরিষ্কৃত সুগঠন কার্য্য করণ তাহা হইলেই আদর হয়।

৩। দেখ শিল্পকার্য্য এমত সুখফল জনক যে কোন স্থানে গমনাগমন ও কাহার উপাসনা বিনা স্বদেশীয় ও দূর দেশীয় ধন সকলকে গৃহে বসিয়া আকর্ষণ করিয়া আনে।

৪। শিল্প কার্য্যে আরো উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এই আছে যে যাহাতে অন্য লোকে তাদৃশ কর্ম্ম অনায়াসে করিতে পারে এমত অস্ত্রাদি সৃষ্টি করণ এবং তত্তৎ কর্ম্মোপযোগি যন্ত্রাদি সৃষ্টি করণ। ও সকল লোকেই যাহাতে ঐ ঐ কর্ম্মে নিপুণ ও বিজ্ঞ হয় তাহার মত পথ দর্শান ও শিক্ষা দেওন।

৫। মন্তব্য যে শিল্পান্তর্গত লোকোপকারক বস্ত্র ও নৌকাদির পারিপাট্য যেমন শ্লাঘনীয় সেই মত বাদ্যযন্ত্র ও অগ্নিক্রীড়া বাজি তামাসাদি লোকাপকারক ব্যবসায় অধম কেননা যদ্যপি তাহাতে অবোধ ও বালক যুবাদির আমোদ অনেক হইয়া থাকে কিন্তু উদাকৃষ্ট চিত্ত ব্যক্তি সকলকে অন্য সদ্গুণকার্য্য ও আবশ্যকীয় চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত রাখে বরং দোষী করে অন্তে ঐ সকল লোক ও ব্যবসায়ী অপৃচ্ছ্য ও অনাদরণীয় হইয়া দুঃখী হয়।

---

১৩ ত্রয়োদশ ধারা।

চিকিৎসা ব্যবসায়।

১। জগতে চিকিৎসা ব্যবসায় যেমন পুণ্যকার্য্য লোকোপ কারী এমত আর নাই যেহেতুক লোকের নিতান্ত শেষ দুঃখ মরণ তাহারি ঘটক রোগ হয় এমতে রোগতুল্য আর শত্রু নাই তথাচ।

নচ বিদ্যাসমোবন্ধুর্নচ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
নচাপত্যসমঃ স্নেহো নচ দৈবাৎ পরং বলং॥

সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই বল বুদ্ধি হীন হইয়া যায় তাহাতে যে ভয় উৎপন্ন হয় তাহা আত্মীয় ও বন্ধু ও ধন জন কিছুতেই বারণ হয় না কেবল সচ্চিকিৎসক দর্শনে সুবিচার পূর্ব্বক যথোচিত ঔষধ সেবনে তাদৃশ ভয় শান্তি ও রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

২। ইহাতেও ঐ ব্যবসায়ের মহিমা জানাযায় যে চিকিৎসক হীন স্থানে বাস করিতেও নিষেধ আছে যথা।

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

৩। অতএব চিকিৎসা ব্যবসায় অতিআবশ্যক এবং ঐ কার্য্যে চিকিৎসকের নাম গৌরব ও ধনোপার্জনাদি নানা সুখ সম্পত্তি লাভ হয় অথচ ঐ গতিকে ৺ আরাধনা মহাপুণ্য কর্ম্ম সিদ্ধি পায় যথা রসচন্দ্রিকায়াং।

ক্বচিদর্থঃ ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিন্মিত্রং ক্বচিদ্যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিজ্জ্ঞেযশ্চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥

অপিচ চিকিৎসক অধিক আয়ু কি জীবনাভাবে প্রাণদান করিতে পারে না বটে কিন্তু ব্যাধি নির্ণয় ও বেদনার প্রতিকার করিতেই পারে তথাচোক্তং।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥

৪। চিকিৎসকের আবশ্যক যে নানা শাস্ত্রে পারগ ও দশ বিধ ধর্ম্ম পরায়ণ ও সরল ও দয়াবান্ ও দাতা ও নিরাকাঙ্ক্ষী ও সন্তোষ ও ধৈর্য্যবান্ হয় অপিচ শারীরিক বিদ্যা ও রোগ নিদান অর্থাৎ রোগোৎপত্তি কারণ ও রোগ লক্ষণ ও দ্রব্য গুণ বিদ্যা ও দ্রব্য সংযোগ গুণ পরীক্ষাতে অতিনিপুণ হয় এবং যখন ধর্ম্মত ও লোকত সর্ব্ব রূপে প্রবীণ হন তখন চিকিৎসাতে প্রবৃত্ত হন। নতুবা পর ধনাকর্ষণ লোভে রোগ ও ঔষধের তত্ত্ব না জানিয়াই যে চিকিৎসা ব্যবসায় করে সে পাপী, তাহার রাজদণ্ডও নিয়ম আছে। যথাচ বৃহস্পতিঃ।

অজ্ঞাতৌষধমন্ত্রস্তু যশ্চ ব্যাধেরতত্ত্ববিৎ।
রোগিভ্যোর্থং সমাদত্তে স দণ্ড্যশ্চৌরবদ্ভিষক্॥

৫। সৎচিকিৎসক যেমন লোকোপকারক হয় ঐমত কুচিকিৎসক লোকাপকারক এমতে কথিত আছে, মূর্খ বৈদ্যো যমোপমঃ কেননা অবিজ্ঞ লোক রোগ নির্ণয় করিতে পারে না এবং ঔষধ সকল জানে না ও ঔষধ প্রয়োগ ও রোগ প্রতিকারের যুক্তি ও বুঝে না কিসে কি করে ও কি দেয় কিছুই নিশ্চয় নাই এগতিকে ঈশ্বরেচ্ছাতে কেহ বা বাঁচে নতুবা পঞ্চত্ব পায়। এবং ঐমত চিকিৎসকের চিকিৎসাতে রোগ শান্তি হয় না তথাচোক্তং পরিভাষয়াং।

ভিষগ্ দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদ চতুষ্টয়ং।
গুণবৎ কারণং গ্রাহ্যং বিকারস্যোপশান্তয়ে॥

অস্যার্থঃ। চিকিৎক আর ঔষধ দ্রব্য সকল ও রোগির শুশ্রূষক ও স্বয়ং রোগী এই চারি, চারিপাদ স্বরূপ, ইহারা যদি গুণবান্ হয় তবে রোগ শান্তি হয়।

৬। এই মহাকার্য্যে চিকিৎসকের উচিত যে কেবল স্বার্থার্থেই ব্যবসায় নির্ভর না করে অপিচ যে কোন দরিদ্র ও অনাথ পীড়িত ব্যক্তি তাহার গোচর হয় তাহার প্রতিও দয়া পূর্ব্বক চিকিৎসা করে তাহাতেই মহাপুণ্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

৭। চিকিৎসক সর্ব্বজন বন্ধু ও অন্তরঙ্গ সুহৃৎ অতএব লোকের অশ্রদ্ধা ও দ্বেষ না হইবার নিমিত্ত চিকিৎসকের আরো আবশ্যক আছে যে কাম ক্রোধ ও লোভ ও গর্ব্ব নিষ্ঠুরতা ও দ্বেষাদি দোষ রহিত হন নতুবা তাঁহার যে গুণ থাকে তাহাও ঐ দোষে লুপ্ত হইয়া যায়।

৮। চিকিৎসকের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে স্বীয় ব্যবসায়ে কোন রূপে প্রতারণা না করেন যেহেতুক প্রতারকের বঞ্চনাতে অযশ ও অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা ও অনাদর হইয়া অপমান ঘটে তাহাতে তাঁহারই শেষ দশায় আপদ ও দুঃখ হয়।

৯। উচিতও যে চিকিৎসক প্রিয়ম্বদ হন অথচ তোষামোদী না হন। এবং যেমন রোগির অনুগত হইবেন সেইমত ভীত হইবেন না। অপিচ সাহসী হইবেন। আর সদাচার পবিত্রতা সচ্চরিত্রতা ও প্রবীণতা চিকিৎসকের সহজ ধর্ম্ম হয়। চিকিৎসক প্রাচীন হইলে আরো ভাল হয় তথাচোক্তং।

বৈদ্যঃ পুরোহিতো মন্ত্রী ভৃত্যমন্নং পুরাতনং।

১০। রাজার কর্ত্তব্য যে চিকিৎসকের পরীক্ষা ও সচ্চিকিৎসকের মান ও আদর জীবিকা ও প্রতারকের শাসন ও দেশের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসায়ের বাহুল্য করেন।

১৪ চতুর্দ্দশ ধারা।

অপ্রতারণা।

১। মনুষ্য যে কোন ধর্ম্মে থাকে ও যে কোন ব্যবসায় করে তাহাতে প্রতারণার পথ অনেক আছে এবং মোহ প্রযুক্ত প্রায় সকলেই তাবদ্বিষয়ে প্রতারণা করিয়া থাকে এমতে অপ্রতারক শুদ্ধ লোক অল্প পাওয়া যায়।

২। ঐ প্রতারণা যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবতই প্রতারক লোকের মান মর্য্যাদা থাকে যখন লোকে টের পায় তখনি তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ও অনাদর ঘটে এই মতে বিশ্বাস পদার্থ অল্পস্থানে দেখিতে আইসে।

৩। প্রতারক পরকে ঠগায় বটে শেষে সে আপনেই ঠগে যখন তাহার প্রতি লোকের প্রত্যয় থাকে না তখন সে নিজ জীবনোপায়েও অপারগ হয় অন্তত মহা দুঃখী সদা বিকল হইয়া থাকে।

৪। দেখ অবিশ্বাসী পণ্ডিত কি বণিক্ কি শিল্পকার কি চিকিৎসক কি সেবক ভৃত্যাদিকে কেহই আদর করেনা

তাহারা মহাকষ্টে দিনযাপন করে অতএব সর্ব্বথা সর্ব্ব লোকের আবশ্যক যে ঐহিক পারত্রিক উভয় রক্ষার্থ কাপট্য রহিত ও বিশ্বাসী ও সত্যবাদী ও সরলরূপে থাকে প্রতারণার লেশেও না যায়।

৫। এই প্রতারণার মূল অন্যায় রূপে ও অযথার্থ প্রকরণে দ্রব্যের মূল্য গ্রহণ রূপে পরস্বাপহরণেচ্ছা লোভ মাত্র, যদিও পরিচয়াভাবে প্রথমতঃ সেই ইচ্ছা কেহ২ সম্পন্ন করিয়া থাকে শেষে তাহার প্রতারণাতেই তাহা নিষ্ফল হয় এবং তাহার সর্ব্বানুষ্ঠান কেবল পাপময় হইয়া ঐহিক পারত্রিক উভয় বঞ্চিত থাকে, ফলে ঐ লোভ লোকের প্রায় আয় ব্যয় বিবেচনা না থাকাতেই হইয়া থাকে।

---

১৫ পঞ্চদশ ধারা।

আয় ব্যয় বিবেচনা।

১। বিনা ধনেন সংসারো নয়নেন বিনা বপুঃ।
ধিয়া বিনা বৃথা জন্ম বিনা কৃষ্ণেন জীবনং।

ইত্যাদি নিদর্শনে জগতে লোকের ধনবিনা গত্যন্তর নাই সেই ধন স্বর্ণ রৌপ্যই হউক অথবা তাম্রাদি ধান্যাদি বস্ত্রাদিই হউক তাহার নিয়ত আয় ও সঞ্চয় দ্বারাই মনুষ্যত্ব স্থিতি হয়। কেবল আয়াংশে বাহুল্য থাকিলেও তাহা সিদ্ধি পায়না কেননা যাহার একলক্ষ মুদ্রা মাসিক

আয় হয় আর এক লক্ষ পঞ্চ মুদ্রা মাসিক ব্যয়, সে কালে দরিদ্র, আর যাহার ৫ পাঁচ মুদ্রা আয় আর ৪ চারি মুদ্রা ব্যয় সেও কালে২ ধনী হইতে পারে এপ্রযুক্ত আয় বিবেচনা অপেক্ষা ব্যয় বিবেচনা গরীয়সী বোধ হয়, আর দেখ দশদিগ হইতে দশমুদ্রা আইসে তবে একত্র ১০ দশ মুদ্রা প্রচুর হয় আর ১০০ একশত প্রকারে ।০ চারি আনা করিয়া ব্যয় হয় তবেত ২০ টাকায়ও কুলায়না। অপিচ আয় ব্যয় শব্দ বিবেচনাতেও ইহা বোধ হইতে পারে যে আয় পূর্ব্বক ব্যয় হয়। ব্যয় পরিমাণে আয় হওয়া প্রায় ঘটেনা।

২। আয় ব্যয় বিবেচনা রহিত ব্যক্তিরা সকল সর্ব্বদা পাপ কার্য্যে রত হয় অতএব সর্ব্ব প্রকার লোকেরই আয় ব্যয় বিবেচনার আবশ্যক কেননা উক্ত আছে যে। অনুৎপন্নে ব্যয়োদণ্ডঃ। যেমত আয় থাকে তদনুরূপ ব্যয় হইলে লোক অবসাদ ও দুঃখ ঘটনা প্রাপ্ত হয় না যথা পর্ব্বতে বর্ষা হইলে নদী স্রোতস্বতী হন যখন সেই বৃষ্টি না হয় নদী শুষ্কাবস্থা প্রাপ্তা সেইরূপ আয় অল্প থাকিলে লোকের ব্যয় বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিতে হয়।

৩। শাস্ত্রে কহেন যে।

পরিমিত মধিকং ব্যয়িনমাকুলীকরুতে।
ক্ষীণাঙ্গল মিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥

অর্থঃ। আয় পরিমাণের অধিক যে ব্যয় সে ব্যয়কারি ব্যক্তিকে ব্যাকুলা করে যেমন খাঁট কাপড়ে লজ্জাবতী যুবতী স্ত্রীলোককে ব্যাকুল করে। অর্থাৎ উরুদেশ আচ্ছাদন করিলে বক্ষ অনাবৃত হয় তদ্বৎ।

৪। এমতে বিজ্ঞেরা কহেন যে যেব্যক্তি আয় অপেক্ষা অল্প ব্যয় করে সেই বিজ্ঞ সৎপুরুষ। যে সমান ব্যয় করে সে মধ্যম। যে আয় হইতে অধিক ব্যয় শীল সে অধম জঘন্য পাপী। তাহা হইতে অনেক কুকর্ম্ম হয় অন্তত সে নিজেও প্রায় দুঃখী হয়। ইহাতে আর এক দোষ আছে যে অনেকে ধন মায়াতে আত্ম ভোগ রহিত হইয়াও আবশ্যকীয় ভরণাদি নিবৃত্তি পূর্ব্বক কেবল কতকগুলিন ধন পরিশ্রমে সঞ্চয় করিয়া মরিয়া যায় বরং এমতে ধন রাখে যে কাহার ভোগে আইসে না সেই কৃপণ। আর অনেকে কখন মরিব এবং ধন চির স্থায়ী নয় যাহা ব্যয় হয় সেই ভাল এই বুদ্ধিতে কিছুই সঞ্চয় করে না যাহা আয় হয় সকলই ব্যয় করে সেও ভ্রান্ত কেননা ধন কেবল আত্মার্থ নয় সন্তানাদিও ধনের অধিকারী বরং অসঞ্চয়ী ব্যক্তি শেষে স্বয়ং দুঃখভাগী হয়। অপিচ আত্মার্থ ও সন্তানাদির কারণ ও ধনবান্ হইবার নিমিত্তে ধনসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য,সঞ্চয় বিনা কোন ব্যক্তিই জগতে ধনবান্ হইতে পারে না আয় মাত্র ব্যয় হইলেত সঞ্চয় হয় না বিশেষত পিতৃ সঞ্চয় বিনা পত্র গুণবান্ হইবার অবকাশ কদাচ পায়।

৫। অতএব স্মৃতিঃ।

পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে।
ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায়চ॥

অর্থঃ। অন্ন বস্ত্রাদি নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে লাঘব সম্ভবে না তদতিরিক্ত আয় বিত্তকে ধর্ম্মার্থ ১ যশোর্থ ১ সঞ্চয়ার্থ ১ কাম্যাভিলাষার্থ ১ স্বজন বন্ধু গণের প্রতিপালনার্থ ১ এই পঞ্চ ভাগ করিয়া ব্যয় করিলে ইহকালে ও পরকালে সুখী থাকে।

৬। দেখ লোকের মনে কামনার অল্পতা কোন কালেই নাই যে যত সুখ করে তাহার ততোধিক বাসনা হয় এমতে ভোগ দ্বারা কখন কেহ বাসনা নিবৃত্তি করিতে পারে না যথাহ মনুঃ। ২।৯৪।

ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূযএবাভিবর্দ্ধতে॥

অগ্নিকে যেমন ঘৃত দ্বারা নিবর্ত্ত করা যায় না অপিচ অধিক প্রজ্বলিত হয় সেই রূপ কাম, ভোগ দ্বারা নিবর্ত্ত হয় না।

৭। লোকে ব্যয় ভূষণাদি যত বৃদ্ধি করিতে চাহে তাহাই পারে কিন্তু আয় পক্ষে প্রায় ইচ্ছামত বৃদ্ধি করা দুষ্কর সুতরাং যদি অবিবেচনাক্রমে ব্যয় বাহুল্য করে অথবা আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয়ের অভ্যাস করে তবে সেই ব্যক্তি পরে আর লাঘব করিতে পারে না এবং ঐ ব্যয়ের লাঘবে সুখী থাকে না বরং ঐ গতিকে এককালীন নির্ধন ও দরিদ্রাবস্থাতে মহা দুঃখী হইয়া থাকে।

৮। অন্যচ্চ। লোকের মন একবার অধিক ব্যয় সুখ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সেই মন অল্প ব্যয় সুখে সন্তুষ্ট থাকে না বরং তাহাতে দুঃখই বোধ করে তবে আয় হইতে অধিক ব্যয় করিলে শেষে সহজেই তাহার দুঃখ বোধ হয়।

৯। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই হয় যে দিন কি মাস কি বৎসর যে পরিমাণে আয় সংস্থা থাকে সেই পরিমাণের ন্যূন রূপে ব্যয় শালী হওয়াই লোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেয়োংশ এবং এমতে কখনই লোক অবসাদ প্রাপ্ত হয় না ও পাপ কর্ম্মে যাইতে রুচি করে না। বরং সর্ব্বথারূপে সৎ আয় পক্ষে অধিক যত্নবান থাকা কর্ত্তব্য তাহাতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিষ্ণু হইতে পারে অতএব যে সকল দোষে পুরুষকে অকর্ম্মণ্য করে তাহা ত্যাগ আর যে গুণে আদরণীয় ও অধিক ধনাঢ্য হয় তাহাতেই অনুরাগ করা বিধেয়।

১০। যেমত পশ্চাৎ দর্শিত্ব রূপে কর্ম্ম কর্ত্তব্য সেই মত যথা কালেও সকল অনুষ্ঠান বিধেয় কেননা সময়াতীতে সুন্দর রূপে উদ্যোগ করিলেও কিছু ফলোদয় হয় না তথাচোক্তং।

> শীতেঽতীতে বসন মশনং বাসরান্তে নিশান্তে ক্রীড়ারম্ভঃ কুবলয়দৃশাং যৌবনান্তে বিবাহঃ। দেহে জীর্ণে হরি চরণয়োঃ সেবনং কর্ত্তুমীহা সর্ব্বঞ্চৈতদ্ভবতি বিফলং স্বস্বকাল ব্যতীতে॥

শীত গত হইলে বস্ত্র আর দিবাবসানে ভোজন রাত্রি শেষে রতি ক্রীড়া যৌবন গতে বিবাহ দেহ জীর্ণ বৃদ্ধাবস্থাতে

৮ আরাধনার চেষ্টা এইরূপ সকল কর্ম্ম যথাকাল গত হইলে নিষ্ফল হয়।

সেবা শ্রেণী।

অথ ৪ চতুর্থ প্রকরণং।

তাহাতে ১০ ধারা আছে ১ সেবা ধর্ম্ম মহিমা। ২ প্রভুর গুণ কার্য্য। ৩ প্রভুর দোষ। ৪ ভৃত্য গুণ কর্ম্ম। ৫ ভৃত্য দোষ। ৬ ভৃত্য ভেদে গুণ বিশেষ। ৭ সাধারণ গুণ দোষ। ৮ দোষের প্রতিকার। ৯ ধৈর্য্য। ১০ সন্তোষ।

শ্রীভগবান্ গীতাতে কহিয়াছেন যে।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়ে স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যশ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥

অর্থাৎ। হে গুড়াকেশ অর্জ্জুন আমি পরমব্রহ্ম সমস্ত প্রাণির হৃদয়ে আছি। প্রাণি সকলের উৎপত্তি আমা হইতে হয়, এবং জীবন দশাতেও আমি তাহারদিগের নির্ব্বাহ কর্ত্তা, আর প্রাণি সকল নাশ পাইয়াও আমাতে লীন হয়, অন্যচ্চ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।

অর্থঃ। যে আমাকে যে রূপে ভজন করে আমি সেই প্রকারে তাহাকে ফল দেই। অতএব লোক সকল অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যে কোন ভাবে সেবা করে তাহাতে ঈশ্বরোদ্দেশ থাকিলেই ঈশ্বরারাধনা সিদ্ধি হয় তাহার প্রকরণ এই২।

১ প্রথম ধারা।

সেবা ধর্ম্ম মহিমা।

১। সেবা পরাজ্ঞা সম্পাদনমিতি কুল্লূকভট্টঃ। ফলতঃ।

সেবা শব্দে কোন প্রভু মুনীবের কার্য্য করণ বোধ হয় তাহাকেই চাকরী কহে। দেখ ঈশ্বর মনুষ্য জাতিতে যে কোন কার্য্যের ভার দিয়াছেন তাহাতে অনেকের সাহায্য ও আনুকূল্যাপেক্ষা আছে। ইহার বিস্তার ৩ প্রকরণের ১২ ধারাতে কহাগিয়াছে সুতরাং সেই সাহায্য ক্বচিৎ স্নেহ ক্বচিৎ মোহ, ক্বচিৎ দোষ, ক্বচিৎ গুণ, যোগে হয়। আর সাধারণ রূপে ধন সম্বন্ধে ঘটে। সেই ধন সম্পর্কে যে ধনদাতা হয় তাহাকে প্রভু ও যে ঐ ধন গ্রহীতা তাহাকে ভৃত্য বলা যায়।

২। বস্তুতস্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রবাহ নির্ব্বাহই কার্য্য এবং কি প্রভু কি ভৃত্য সকলেই ঈশ্বরের সেবক, আর এসকল লৌকিক ব্যবহার ভাক্ত মাত্র। কেননা ঐশ্বরীয় কার্য্য সাধনার্থ উদ্যোগ তাহাতে যে যখন যে বিষয়ে ঐ কার্য্য নিষ্পাদনের ভার প্রাপ্ত হয় তখনই সে কোন ব্যক্ত্যন্তরের আনুকূল্য প্রার্থনা করে। এবং ঘটনা ক্রমে যে কোন ব্যক্তি ঐ কার্য্য নিষ্পাদনের শক্তি বিশিষ্ট হয় সে ধনাদি লাভ রূপ আত্ম প্রয়োজন সিদ্ধ্যর্থে ঐ আনুকূল্যে নিযুক্ত হয় এবং পরিশ্রমাদি বিনিময়ে ধনাদি

লাভ করে এমতে কেহই কাহারো ভৃত্য নহে আত্মং প্রয়োজন সাধন মাত্র দেখা যায়।

৩। যেমন প্রজা করদানে রাজার সেবা করে সেই রূপ রাজা প্রজার রক্ষণে প্রজার সেবক হন। যেমন গুরুর উপদেশ গ্রহণে শিষ্য সেবক সেইরূপ গুরু প্রণামি গ্রহণে শিষ্যের অধীন। তথা বণিক গৃহির দ্রব্য যোগানে তাহার সেবা করে ঐমত গৃহী বণিকের লাভ প্রদানে তাহাকে সেবা করে। ঐমত প্রভুব ধন বেতন ও ভৃত্যের শ্রমগুণ বিনিময় হয়। ইহাতে স্বস্ব প্রয়োজন সাধন ও পরস্পর অনুকূলতা করণ মাত্র সার দেখাযায় কেবল সংজ্ঞা ও প্রকরণ ভিন্নং প্রকার আছে কিন্তু তাহাতে ন্যূনাতিরেক ও বিনিময় বিনা হইলেই সে অন্যায় ও দৌরাত্ম্য ও চৌর্য হয়।

৪। সেবাকার্য্য কর্ম্ম বিবেচনা করিলে ঈশ্বরের এইরূপে একটা নিয়ম বোধ হয় যেমন নানা নদ নদী দ্বারা ভাটাতে জল সমূহ সমুদ্রে প্রবেশ করে আর পুনর্ব্বার জোয়াররূপে সেইজল ঐ নদনদী ও খাল প্রণালি প্রভৃতি দ্বারা নানাস্থানে বিস্তারিত হয় সেইমত সংসার প্রবাহে ও কোন নিয়মের দ্বারা কতকগুলিন ধনাদি কোনস্থানে একত্র হয় যাহার হস্তে তাহা থাকে তাহাকেই স্বামী ও প্রভু বলাযায় আর ঐ সকল ধন নানা জনের হস্তগত হইয়া নানাদেশে নানাকার্য্যে যায় যাহারা কোন নিয়মেতে বৃত্তিরূপে তাহা লইয়া যায় সেই

লোককে ভৃত্য বলে, ফলে ঈশ্বরের মায়া তরঙ্গের এই এক প্রকার লহরী মাত্র বাস্তবিক ভাক্ত বিনা প্রকৃতার্থে কেহ কাহার বড় ও ছোট নহে।

৫। আরো দেখ ঈশ্বর লোককে যেমত ভাবে ও অবয়বে সৃজন করিয়াছেন তাহাতে আমাস্য রূপে ভোগ নিয়ম দেখা যায় না অপিচ পরিশ্রমের দ্বারা মনুষ্যের জীবনোপায় সিদ্ধি হয় তাহাতে অধিক শ্রমযুক্ত পরস্পর আনুকূল্য রূপ সেবা ধর্ম্মই ঘটিয়া থাকে।

৬। ঐ সেবা ধর্ম্ম কুচিৎ জীবিকার্থ কুচিৎ অন্য সুখার্থ লোকের আবশ্যক হয়, দেখ কৃষকেরা কেহ শস্যাংশ গ্রহণে ও বাণিজ্যকারিরা লাভাংশ প্রাপণে ও রাজ্যকার্য্যে কেহ ভূম্যংশ লাভে অপর সকলে ধনাদি লইয়া অনুকূলতা করে ফলে কোন কর্ম্মই প্রায সহায় বিনা হয় না লোকেও তাহাই করে।

৭। সেবা কার্য্যে উত্তমরূপে অর্পিত কার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রশংসা ও যশোলাভ হয এবং বিশ্বস্তরূপে চলিলে অতিশয় নাম ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় আর রাজকার্য্যাদিতে সহজেই মান আছে বরং লোকে অনুপযুক্ত প্রভূর ভৃত্য যদি সদ্গুণ ও ক্ষমতা ও বিশ্বাসের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয় তবে প্রভূর অপেক্ষায় ঐ সেবকের আদর ও মান অনেক করে ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে বস্তুত সেবাধর্ম্মের মূল বিশ্বাস রক্ষা।

৮। এই সেবাধর্ম্ম ধর্ম্মরূপই হয় কেননা লোকে প্রতারণা ও কাপট্য ব্যবহার রহিত হইয়া ঈশ্বর প্রীত্যর্থ যে কোন পরিশ্রম করে সেই তপস্যা হইয়া থাকে অপিচ পরাধীনতা হইলেও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপাসনায় নিয়ত কার্য্য করণরূপে নিয়ত বৃত্তিভোগ দ্বারা অন্ন চিন্তাদি অনিয়ত দুর্ভাবনা ও তজ্জন্য নানা পাপ চেষ্টা হইতে অনেক রক্ষা হয। অতএব বলাযায় যে সেবাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ সফল ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য সুখ জনক কেননা সেবাতে ভয় মৈত্রতা উভয় আছে। প্রভুর কোপ ভয়। প্রভুর তুষ্টিতে প্রীতি তাহাতেই শ্রম সহ্য ও উৎসাহ হয় ঐ গুণে, আলস্য দোষ যাহাতে শরীর ক্ষয় ও অকর্ম্মণ্য হয় তাহা নাশ পায়।

৯। দেখ জগতে সেবাধর্ম্ম না থাকিলে কোন কার্য্য সাধন হইতনা এবং কোন ব্যবসায় সিদ্ধি পাইত না এবং লোকের এমত শ্রী জন্মিত না বরং অনেক ব্যক্তির জীবিকাই ঘটিত না ইহাতে যে দুঃখ আছে তাহা কেবল সেবকের দোষ জন্যই প্রায় ঘটে কৃচিৎ প্রভুরও দোষ কারণ হয় অতএব সুশীল ও সৎ প্রভুর সেবাই কর্ত্তব্য।

১০। যে দেশে জীবিকার কাঠিন্য ও প্রধান সল্লোকের সদ্বিদ্যা ও লোকের গুণাদর হয় ও দোষির সর্ব্বথা অনাদর থাকে তাহাতে অধিকাংশ লোকে নানাগুণে গুণবান্ ও বিশ্বাসি হয় সুতরাং সে দেশের লোক বিশ্বাসি ভৃত্যের সহায়

তাতে অতি দূরদেশ পর্য্যন্ত নানাকার্য্য সাধন ও নানারূপে লাভ করে ও মহা ধনী হইয়া থাকে।

১১। যেদেশে অনায়াস ও অল্পায়াস লভ্য জীবিকা থাকে এবং সদ্বংশীয় ও প্রধান লোক মূর্খতায় ব্যাপ্ত ও দোষাক্রান্ত হয় ও লোকের অসভাভাব বাহুল্য, গুণের অনাদর ও দোষের প্রাবল্য হয় এবং দোষি ব্যক্তির অনাদর না হইয়া বরং আদর থাকে সেদেশে লোক চাকুরীর মর্য্যাদা বুঝেনা এবং চাকুরীকে বহুমূল্য জ্ঞান করেনা ও কদাচ বিশ্বাসী গুণ বান্ হয় না তাহাতে দেশ ব্যপিয়া কাহার ধনসম্পত্তি স্থির রাখিতে পারে না ও লোক ধনী হয় না। অথচ কেবল আলস্য প্রধান ও খেলাদি অসদ্ব্যবহারের বাহুল্য হয়।

১২। অতএব ধনি ও মানি ও সম্পত্তি শালি লোকের বরং যথাসম্ভব তাবৎ লোকেরই সম্বন্ধে যে স্থানে ভৃত্য বিশ্বাসী ও সত্যবাদী ও কৃতী ও সুচতুর পাওয়া যায় সেইস্থান ধন্য ও সুখাস্পদ।

দ্বিতীয় ধারা।

প্রভুর গুণ ও কার্য্য।

১। প্রভুকে সর্ব্বদা কোমল স্বভাব ও সৎশীল হইতে হয় এবং প্রিয় বাক্যে ভৃত্যকে যথাযোগ্য কর্য্যে নিয়োগ করা উচিত

আর প্রতি নিয়ত সময়ে ভৃত্যের বেতন দান ও ভৃত্যের দুঃখ পরিবেদনা কর্ত্তব্য ইহাতে ভৃত্য স্বচ্ছন্দে ও বিশ্বস্তরূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে থাকে।

২। প্রভুর উচিত নয় যে ভৃত্য মাত্রেই বিশ্বাস করেন বরং উচিত যে অনেক কার্য্য ও ব্যবহারের দ্বারা যদি ভৃত্য বিশ্বাস যোগ্য হয় তবে বিশ্বাস করেন অপিচ বিশ্বাস পাত্রকেও অতি শয় বিশ্বাস কর্ত্তব্য নয় যথাহ পুরাণং।

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বস্তাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলাদপি নিকৃন্ততি॥

৩। যে কোন প্রকার ভৃত্য হয়, প্রভুর উচিত নহে যে ভৃত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি কাঠিন্য ব্যবহার করেন কেননা মনুষ্য সকলই এক জাতি এবং তাহার জন্ম মৃত্যু কর্ত্তা পরমেশ্বর। তবে বেতন সম্বন্ধে তাহার অধীনতা মাত্র, ইহাতে নিঃস্নেহ ও তাড়ন মারণের কোন কারণ যুক্ত হয় না বরং প্রভুর উচিত যে ভৃত্যকে আত্ম কার্য্যের সহায় জ্ঞান করেন।

৪। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্তি ও ত্রুটি ও বুদ্ধির গতিকে কৃচিৎ কার্য্যের অকৌশল সম্ভব। তাহাতে বিজাতীয় ক্রোধ, ও অনুচিত রাগের, বিষয় হয় না। অপিচ এমত সতর্ক ও সাবধানতা পূর্ব্ব হইতেই কর্ত্তব্য যে তাদৃশ দোষ উপস্থিত না হইতে পারে যদি দৈবাৎ হয় তবে কোমল শাসনে তাহার সুধারা কর্ত্তব্য।

৪। আরো বিবেচনার যোগ্য যে রাজাদিগের লোক ও অমাত্য শাসনের পক্ষে সতত এই দৃষ্টি রাখিতে হয় যে যে মহৎ প্রকৃতি লোক ভ্রান্তিক্রমে কোন দোষ করিলে একটি জিজ্ঞাসা বাক্যে, অথবা চক্ষুর ভঙ্গীতে, মরণ তুল্য অপমান গ্রহ করে তাহার প্রতি কঠিন বাক্ প্রয়োগ, ও গুরুতর দণ্ড বিধান হয় না এবং যে অসৎ প্রকৃতি দুষ্ট, জ্ঞান পূর্ব্বক দোষ করে তাহার প্রতিও কোমল বাক্য দ্বারা শাসনে ফলোদয় হয় না।

৬। ভৃত্য পুরাতন হইলে ভাল হয় কিন্তু সে সদ্ভৃত্যের প্রতি ব্যবস্থা। যথাহ, বৈদ্যঃ পুরোহিতো মন্ত্রী ভৃত্য মন্নং পুরাতনং। অতএব প্রথম নিয়োগ সময়ে লোকের গুণাগুণ ও স্বভাব চরিত্র বিবেচনা করিয়াই রাখিবেক এবং পর পর পরীক্ষিত বিশ্বস্ত ও গুণাবান্ নিশ্চয় হইলে বেতন বৃদ্ধি ও পদ বৃদ্ধিতে মনোযোগী থাকা উচিৎ।

৭। বিশ্বস্ত প্রাচীন ভৃত্যের অসামর্থ্য কালে তাহার বৃত্তি নিযুক্ত করা প্রভুর শক্তি অনুসারে দয়ার কার্য্য হয়। তাহাতে অন্য২ ব্যক্তির প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা সেই প্রভুর প্রতি হইতে পারে।

৮। ধূর্ত্ত ও শঠ ও অবিশ্বাসি ভৃত্যকে ত্যাগ করিতে বিলম্ব কর্ত্তব্য নয় যেহেতুক তাদৃশ ভৃত্য অতি ভয়ানক ও আপদের কারণ হয়।

৯। প্রভুর অতিআবশ্যক যে ন্যায় রূপে সকলের প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখেন নতুবা বৈষম্য দোষ হয় ঐ বৈষম্য দোষে অনেকের প্রতি অন্যায় ঘটিয়া থাকে। এমতে যোগবাশিষ্ঠে কহেন যে।

প্রভুত্বং স্যামদৃষ্টিত্বংবাজ্ঞঃ স্যাদ্রাজবিদ্যযা।
তামেব যো ন জানাতি নাসৌ মন্ত্রী নবা নৃপঃ।

ঐ সমদৃষ্টির মর্ম্ম এই যে ভৃত্যের গুণানুসারে যথাযোগ্য ভরণ ও নিয়ত যথা কালে ভৃতি দান মুখ্যকার্য্য নতুবা স্ববশ ভৃত্যও অবশ ও বিরস হয়।

১০। ফলে ভৃত্যদিগকে ন্যায়োপাত্ত ধনে ভরণপোশন করাও ঐরূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করা কেবল ঐহিক কার্য্য মাত্র নয় অপিতু পারত্রিক ফলোদয়ও হয় যথাহ ব্রহ্ম পুরাণং।

পরপীড়ামকুর্ব্বন্তো ভৃত্যানাং ভরণাদিকং।
কুর্ব্বন্তি তে সুখংযান্তি বিমানৈঃকনকোজ্জ্বলৈঃ॥

---

৩ তৃতীয় ধারা।

প্রভুর দোষ।

১। প্রভুর দোষ সতত ভৃত্য দোষাক্রান্ত হয় এবং ভৃত্যের মহৎ ক্লেশ ও নানা দুর্দ্দশা ঘটে অতএব সল্লোকের কর্ত্তব্য নয় যে কোন দোষি প্রভুর অধিন হয় এমতে প্রভু স্বীকার

কালে তাঁহার দোষ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া সেবাতে প্রবর্ত্ত হইবেক।

২। প্রভুর প্রধান দোষ অন্যায় ও অবিচার ও মূঢ়তা তাহাতে ভৃত্য সাধু সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী হইলেও ভৃত্যের যথার্থতার বিপরীত ফল ঘ ট।

৩। চুকলি প্রিয় ও কর্ণপাতল প্রভু সদ্ভৃত্যের মর্য্যাদা স্থির রাখিতে পারেন না কেননা প্রায় লোক লোভী ও আত্ম ম্ভরি তাহারা প্রকাশত পরের গুণে দোষারোপ করিয়া আত্ম গৌরব জানায় এমতে শঠতা দ্বারা নির্দ্দোষি সাধু সল্লোকের মান মর্য্যাদা চুকলি দ্বারা ধ্বংস করিয়া থাকে যদি অবিবেচক প্রভু চোকল খোরের চুকলিতে তাহার বশ হইয়া কার্য্য করে সুতরাং সল্লোকের মর্য্যাদা থাকে না।

৪। যে কোন ব্যক্তিকে প্রভু প্রিয় করেন তাহার প্রাধান্য হয় এমতে অনেক দুষ্ট লোকেই তাহার প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকে ও তাহার মান ধন হানির চেষ্টা করে বটে কিন্তু অনেক দুষ্টের মধ্যে কোন ব্যক্তি সাধু থাকিলেও সেই দুষ্টেরা ঐ সাধুর অপকারে ঐক্য হয় কেননা এক সাধুর সন্নিধানে অনেক দুষ্টের দুষ্টতার ব্যাঘাত হয় সুতরাং ঐ দুষ্ট কুমন্ত্র ণাতে অবোধ প্রভুর ভ্রান্তি ও প্রমাদ হয় ফলে বিবেচক প্রভুর তাদৃশ দোষ হয় না যেহেতুক তিনি প্রতারণাতে প্রতারিত হন না। এবং যথার্থ মর্ম্ম জানিতে পারেন।

৫। অবোধ লোক প্রায় পরের কথাতেই চলে তাহাতে অবোধ ক্ষমতাবিশিষ্ট ও ধনবান্ হইলে অবশ্যই তাহাকে নানা যুয়াচোর ঠগ শঠ ধূর্ত্ত লোক ঘেরিয়া বৈসে তাহারা যে স্তবস্তুতি প্রিয় বাক্যে তাহার মনোরঞ্জন করে তাহাতেই ঐ অবোধ আত্ম বিস্মৃত হয় ও আপনাকে ফুলাইয়া একটাকে দশটা বানাইয়া পূর্ব্বাপর আর কিছুই দেখে না সুতরাং অকর্ত্তব্য কর্ম্ম অনেক করে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না ওদিগে ঐ শঠ লোকেরা আত্ম অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে থাকে অন্তে যখন দুর্দ্দশাপন্ন হয় তখন "কঃ কেন সংগচ্ছতে" তাহারা কোথায় যায় খুঁজিয়া পাওয়া ভার এবং যাহারদিগের কথাতে সেই দুর্দ্দশা হয় তাহারা উত্তর করে যে আমরা কি করিব আপনিই একার্য্য করিয়াছেন ফল ভোগ করুন অতএব এমত অবোধের সেবা সল্লোকে করিবেক না।

৬। প্রভুর স্বভাবত অত্যন্ত ক্রোধ ও কটু ভাষা বড় দোষ যেহেতু ক্রোধান্ধ ব্যক্তি উচিত অনুচিত বিচার বর্জ্জিত হয় এমতে হঠাৎ ক্রোধ করিয়া সল্লোকের অপমান করিয়া থাকে।

৭। মাদক সেবি ও লম্পট প্রভুর ভৃত্য প্রায় তাদৃশ দোষে দোষী হইয়া থাকে অন্তত সেই কারণেই হউক কিম্বা মত্ততা ও মতিচ্ছন্নতা হেতুতেই হউক তাদৃশ প্রভুর সহিত ভৃত্যের

বৈরতা ঘটে ফলে সাধু লোকের নাম ঐ মত্ত বিহ্বল প্রভুর সমীপে কদাচ সুস্থির থাকে না।

৮। অস্থির চিত্ত ও অবিবেচক ও অপরিমিত ব্যয়ি ও অন্যায় ও অযথার্থ ও দৌরাত্ম্যকারি ও কৃপণ ও ধূর্ত্ত ও শঠ ও মিথ্যাবাদি প্রভুর সেবা সল্লোকের নিতান্তই অকর্ত্তব্য কেননা তাহাতে ভৃত্যের সম্মান লোপ পায় অপিচ অযশ ও লোক নিন্দা সমূহ ঘটে এবং তাদৃশ প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহ যে সেও ভয়ঙ্কর তথাচ।

ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টস্তুষ্টোরুষ্টঃ ক্ষণেহ ।।
অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোহি ভয়ঙ্করঃ ।।

৯। প্রভুর অন্যায্য স্বভাবের মধ্যে একটা গুরুতর দোষ এই আছে যে তিনি যৎকালীন ন্যায় মতে আপন অধীন ব্যক্তিকে নিরস্ত না করিতে পারেন তখন রাগ প্রকাশ করেন যদ্যপি মর্ত্ত্য মাত্রেরই এই ধারা ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে যে যখন ন্যায বাদে পরাস্ত হয় তখন বিরোধি ঝগড়াতে প্রবৃত্তি করে কিন্তু বিশেষ রূপে সেই ভাব অধীন লোকের দুঃখদায়ক হয় কেননা ঐ রাগ ভয়ে তৎকালীন অধীন ব্যক্তি কিছু আপত্তি করিতে পারে না এবং কালান্তরে ঐ স্থলে সেহ প্রভু অধীনের দোষ ধরেন এমতে প্রভুর অন্যায় ও অযুক্ত কার্য্য ভৃত্যের প্রকৃত কথা কহন কি অসঙ্গত কার্য্য করণ উভয়ত সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ভৃত্য মনঃ পীড়াতে দগ্ধ হয়।

১০। পাপি প্রভুর সেবা সাধু লোক করিবেক না কেননা প্রভু যদি চোর হন তবে তাঁহার অপরাধে তাঁহার ভৃত্যও লিপ্ত ও দণ্ডনীয় হইয়া থাকে ইত্যাদি জানিবা।

৪ চতুর্থ ধারা।

ভৃত্যের গুণ ও কার্য্য।

১। ভৃতি শব্দ দৈনিক কি মাসিক কি বার্ষিক নিয়ত বৃত্তি বোধ হয় ঐ ভৃতি সম্বন্ধেই ভৃত্য। সেই ভৃত্য দুই প্রকার। প্রথম কার্য্য নির্ব্বাহক মন্ত্রি প্রভৃতি, শুশ্রূষক দাসাদি, এই উভয় প্রকারেই ভৃত্যের গুণ সমূহ ও দোষ রাহিত্য অপেক্ষা করে, তাহাতে কার্য্য নির্ব্বাহক ভৃত্যের অনেক গুণ আবশ্যক।

২। বিশেষত পঞ্চ গুণ, ধর্ম্ম ১। বুদ্ধি ২। বিদ্যা ৩। কর্ম্মাভ্যাস ৪। কর্ম্ম নির্ব্বাহ শক্তি ৫। এই পঞ্চ গুণ না থাকিলে লোক কদাচ বিশ্বাস পাত্র ও প্রভু প্রিয় হইতে পারে না ধর্ম্ম থাকিলেই সত্য কথা ও সত্য ব্যবহার সহজেই প্রকাশ পায়। ধর্ম্ম মর্ম্ম ধর্ম্মাঞ্জনে উক্ত হইয়াছে তাহাতে যে দশবিধ ধর্ম্ম বিস্তার আছে সেই ধর্ম্ম ইহ কালে পরকালের সাধনোপায়।

৩। এই ধর্ম্ম না থাকিলে লোক বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না কেননা অধার্ম্মিক লোক নির্লজ্জ তাহারা মিথ্যা কথনে ভয় রাখে না এবং পরমেশ্বরকে ও পরমেশ্বরের

শাস্তিকে মান্য করে না এমতে পরকালের শঙ্কা রহিত হয় সুতরাং তাহারা ঐহিক স্বার্থ প্রয়োজনে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া থাকে। বুদ্ধি রহিত ব্যক্তি প্রায় উন্মাদ তুল্য কি করে ও কি বলে তাহার পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিতে পারে না তাহার দ্বারা কোন কার্য্যের সাঙ্গ অনুষ্ঠান হয় না। বিদ্যা হীন পুরুষ সদসৎ বিবেচনাতে অক্ষম ও পরীক্ষা জ্ঞাত নহে। অতএব বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ। আব কর্ম্মাভ্যাস না থাকিলে কর্ম্মে পটু হয় না ও কর্ম্ম কৌশল জানেনা। এবং সক্তিহীন হইলে অন্য গুণ থাকিতেও কার্য্যোদ্ধার করতে পারে না এমতে এই পঞ্চ গুণ রহিত ব্যক্তি সেবা কার্য্যে অনুপযুক্ত। বরং তাহারদের দ্বারা কার্য্য ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

৪। জগতের কর্ম্ম নির্ব্বাহের প্রধানাংশ সেবা কার্য্য তাহা বিশ্বাস বিনা সম্ভবে না সেই বিশ্বাস ভৃত্যের প্রতি যত হয় এমত কুত্রাপি ঘটেনা। দেখ ভ্রাতাদিগের মধ্যে এবং পিতা পুত্র ও স্ত্রী পুরুষে কখন বিরোধ ও বিচ্ছেদ ও প্রত্যয় রহিত হয় তৎকালে ভৃত্যই সকলের বিশ্বাসযোগ্য ও অনুকূলক হইয়া থাকে। উন্মাদাদি দশাতে কখন২ লোক আপনাকেও আপনে বিশ্বাস করিতে পারে না তাহাতে ভৃত্যই রক্ষা কর্ত্তা হয়।

৫। অতএব ভৃত্য হইতে বন্ধু ও হিতকারী ও আশ্রয় ও মিত্র ও বিশ্বাস পাত্র অন্য অল্প দেখা যায় দেখ লোকে প্রাণ

ধন জন রাজ্য বিত্ত সম্পত্তি জীবিকাদি সর্ব্বস্ব প্রায় ভৃত্যের হস্তেই সমর্পিত আছে এবং তাহা সাক্ষাৎ পরম্পরারূপে ভৃত্য দ্বারাতেই রক্ষিত হইতেছে।

৬। দেখ রাজাদিগের রাজ্য রক্ষা ভৃত্যেই করিতেছে এবং ঐ নিমিত্ত ভৃত্যেরা নানা ক্লেশভোগ করে ও রণস্থলে প্রাণও দেয়।

৭। ইহাতে মনুষ্যকে সন্তান তুল্য স্নেহে প্রভু পালন করিবেন এবং ভৃত্যের কর্ত্তব্য যে কায়মনোবাক্যে সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ আত্ম কার্য্যাপেক্ষা অতি যত্নে প্রভুর কার্য্য নিষ্পাদন করিবেক তথাচোক্তং।

পৃষ্ঠতঃ সেবযর্দকংজঠরেণ হুতাসনং।
স্বামিনঃ সর্ব্বভাবেনং পবলোক মনাযয়া॥

অর্থঃ সূর্য্যের আতপ পৃষ্ঠের দ্বারা সেবা করিবেক। এবং উদরের দ্বারা অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করিবেক। এবং পর লোকার্থ কর্ম্ম মায়া রহিত হইয়া করিবেক কিন্তু প্রভুকে ঐ সর্ব্বতোভাবেই অন্তঃকরণের সহিত সেবা করিবেক। অন্যচ্চ নবরত্নে। ঈশ্বরং কার্য্যেণ অর্থাৎ প্রভুকে কার্য্য কৌশল দ্বারা বশীভূত করিবেক।

৮। ভৃত্যের কর্ত্তব্য বহু আশাতে সেবা করিবেক কিন্তু অল্পেই সন্তোস থাকিবেক। অর্থাৎ নিজগুণ প্রকাশে প্রভুর কৃপালব্ধ যে হয় তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া অতি আবশ্যক।

কেননা স্বাদৃষ্ট নিবন্ধ ঈশ্বরেচ্ছার অধিক কখন কেহ পায় না যাহা লাভ সম্ভাবনা থাকে তাহা প্রভু হইতেই লাভ হয়। নতুবা কোন মতে কেহই কিছু পায় না আর প্রতারণা ও ছল ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উপার্জনাতে সেধন ইহকালেও চির স্থায়ি ও উপকারক প্রায় হয় না। যথাহ মনুঃ ৪।১৭০।

অধার্ম্মিকোনরো যোহিযস্যচাপ্যনৃতংধনং।
হিংসারতশ্চ যোনিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে।

৯। যেমন হংসাদি কি লাওগাছ আদিকে গৃহস্থ লোকে প্রথমাবধি বীজ কি অঙ্কুর অবস্থাতে ভক্ষণাদি দ্বারা মূল নষ্ট না করিয়া পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ফলবান্ হইলে যথেষ্ট রূপে ভক্ষণ ও বিতরণাদি করিলেও অনেক অবশিষ্ট সঞ্চিত থাকে সেই রূপ ভৃত্য সেবা কার্য্যে প্রবর্ত্ত মাত্রেই মহৈশ্বর্য্য ভোগ কামনাতে নিয়ত বৃত্তির অতিরিক্ত অপিতু অন্যায় উপার্জনে রত না হইলে চিরকাল সুখে ও ক্রমশ বর্দ্ধিত রূপে উন্নত হইতে পারে নতুবা প্রায় ছার খার হইয়া যায়। তথাচোক্তং।

যোধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিসেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবচ।।

১০। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কায়মনোবাক্যে স্নেহ ও প্রীতি না থাকিলে তাহার দ্বারা উত্তম রূপে কর্ম্ম হয় না। তবে শঠতা রূপে যে সকল ব্যক্তি মৌখিক প্রেম জানায় যদি তাহাতে প্রভু বিশ্বাস করেন তবে শেষে তাঁহার দুর্দশাই ঘটে কেননা শঠলোকের ব্যবহার কখন প্রত্যয় যোগ্য নয়। তথাচ।

মনস্যেকং বচস্যেকং কার্য্যেম্বেকং মহাত্মনাং।
মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কার্য্যেষ্বন্যদ্দুরাত্মনাং॥

১১। ভৃত্যের অতি আবশ্যক যে বিশ্বাস রক্ষা করা কেননা বিশ্বাসঘাতকতার পর আর মনুষ্যের পাপ নাই। যথাহ স্মৃতিঃ।

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যেচ বিশ্বাস ঘাতকাঃ।
তে নরানরকেযান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥

১২। আরো দেখ যে এক বিশ্বাসঘাতকতা দোষে কত পাপ হয়। প্রথম প্রভুর বিশ্বাসঘাতক। দ্বিতীয় যে প্রভু তাহাকে বেতন দ্বারা তাহার উপকার করে তাহার উপকার অমান্য করিয়া কৃতঘ্ন হয়। তথাচ রামায়ণং। কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ অর্থাৎ এপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তৃতীয় মিত্র দ্রোহ হয় অর্থাৎ প্রভু মিত্ররূপে ভৃত্যকে নিয়োগ করেন ভৃত্য ঐ প্রভু মিত্রের কোন অংশে অপকার না করিয়া আত্মলাভ করিতে পারে না সুতরাং নিজলাভার্থে মিত্রের অপকার করিয়া থাকে তাহাতেই মিত্র দ্রোহ হয় এমতে পুরাণং॥

সেতুবন্ধে সমুদ্রেচ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহীনমুচ্যতে॥

১৩। যেমন ভৃত্যের মাহাত্ম্য কথিত হইল ঐ রূপ ভৃত্যদোষ ও প্রধান এবং অসত অনুপযুক্ত ভৃত্যতুল্য আর শত্রু জগতে নাই কেননা ভৃত্য হইতে যেমত অপকার ও সর্ব্বনাশ হয় তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না দেখ যে যে রাজাও ধনির সর্ব্বনাশ হইয়াছে কি হইতেছে তাহার অধিকাংশই কেবল ভৃত্য দোষে হয়।

পঞ্চমধারা।

ভৃত্যদোষ।

১। ভৃত্যের যতগুণ কথিত হইল তাহার অভাব কি বিপরীত সমস্তই দোষ হয়। এবং দ্বিতীয় প্রকরণের ৪ ধারার ১।২ সূত্রোক্ত ১৮ অষ্টাদশ ব্যসন, আর তৃতীয় প্রকরণের ৭ ধারার ১৩ সূত্রোক্ত ৮ প্রকারক ভৃত্য দোষ, এতদতিরিক্ত আর২ দোষও অনেক আছে তাহার মধ্যে প্রধান অবিশ্বাসিত্ব।

২। অবাধ্যতা অর্থাৎ মুনীবের অনভিমতে আপন মনোনীত মতে চলন, ও তষ্টি দোষ ভৃত্যের একটা গুরুতর দোষ, অবাধ্য ভৃত্যকে কোন প্রভু আদর করেনা এবং তাহার কার্য্যেও প্রায় প্রশংসা হয় না আপিচ সততই সে ঐ অবাধ্যতা স্বভাব বশত তাহার প্রধান তাবতের সহিত বিরোধী হইয়া অন্তে প্রভুর কার্য্য ব্যাঘাত করে।

৩। অসমীক্ষ্যকারিত্ব অর্থাৎ গর্ব্ব পূর্ব্বক নম্রতা হীন অবিনীত হইয়া প্রভু কি প্রধান ও মান্য লোকের সম্মান তুচ্ছ করিয়াই ধার্ষ্ট্য রূপে কার্য্য করণ এতাবতা বেআদবী ও গোস্তাখী করণ, ও কটভাষী হওন তাহাতে সেই অসভ্য ব্যক্তি সর্ব্বজনের অপ্রিয় ও অনাদরণীয় হয়। অন্যচ্চ উত্তর দায়ক ভৃত্য প্রভুর মৃত্যুতুল্য অসম্মানকারী অন্তত কখন প্রাণাপহারীও হয় এমতে উক্ত আছে।

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যাশ্চোত্তর দায়কাঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসোমৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।।

অতএব যে ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞাবর্ত্তী না হইয়া উত্তর দায়ক হয় সে ভৃত্য অতি নিন্দনীয় তাহাকে সল্লোকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবেন।

৪। যেকোন চাকর প্রভুর নিকট অপদস্থ হয় তাহার মধ্যে অনেকেই লোভ দোষে নষ্ট, যেমন মৃগ মৎস্য পক্ষী আহার লোভে পাশবদ্ধ হইয়া নষ্ট হয় সেইমত আশু লাভকে অবোধ লোক প্রিয়জ্ঞান করিয়া লোভে প্রভুর হানি ও আত্মস্বার্থ করে ক্ষণেক পরেই তাহা ব্যক্ত হইয়া যায়।

৫। মিথ্যা কথা ও অপবাদভয়রাহিত্য ও নির্লজ্জতা ভৃত্যের মহাদোষ, তাহাতে কোনরূপে ভৃত্যের দ্বারা কোন সৎকার্য্য সিদ্ধি পায় না।

৬। আলস্য ও সুখিত্ব দোষ যাহাতে অন্যান্য গুণ সত্ত্বে ও শ্রম ও ক্লেশ সাধ্য ব্যাপার ঐ ভৃত্যহইতে কদাচ সাধন হয় না বরং কার্য্য উপস্থিত মতে নানাচ্ছল উপস্থিত করিয়া কার্য্য ব্যাঘাত করে।

১	২	৩	৪
৭। লোভ ও স্বার্থ পরতা }	অসন্তোষ ও সতত বিরক্ততা }	অধৈর্য্য ও বেবরদাস্ত	} অসহিষ্ণুতা ও চিড় চিড়াই গুণ

৫	৬	৭
অবিবেচনা ও ভাল মন্দ না বুঝিয়া কার্য্য করণ।	উন্মনস্কতা ও চিত্তের অস্থৈর্য্য	অতিশয় ক্রোধও সর্ব্বদা রাগান্ধতাতে জ্ঞানহীন হওন।

এই সকল দোষযুক্ত ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহার প্রতুল হয় না।

৮। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের অভক্তি ও অশ্রদ্ধা ও নিঃস্নেহ ও নির্ম্মমত্ব মহাদোষ, তাহাতে মুনীবের হানি ও অপচয়ে কি মঙ্গল না হওয়াতে ভৃত্য দুঃখী হয় না সুতরাং কায়মনো বাক্যে যথাশক্তি প্রভুর মঙ্গলার্থ কোন উদ্যোগ করে না এবং সতর্ক ও দক্ষ হয়না বরং অপকার প্রবর্ত্ত দেখিয়াও ঔদাস্যে চুপ্ থাকে।

৯। অপিচ রাজাদি প্রভু যদ্যপি কোন ভৃত্যের প্রতি অতি বিশ্বাস করেন এবং প্রিয়পাত্র ভৃত্য হন তথাপি ঐ ভৃত্যের উচিত যে প্রভুকে আত্মবশ্য জ্ঞান না করিয়া তাঁহার আশঙ্কা সততই করে কেননা প্রভুর মতের স্থিরত্ব নাহি। তথাচোক্তং।

> শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং স্বারাধিতোপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ। অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বং॥

অর্থঃ। রাজা ও শাস্ত্র ও যুবতি স্ত্রী কখন কাহার বশ্য হয় না অতএব অতি আরাধনায় বাধিত রাজা এবং অতি চিন্তিত পঠিত শাস্ত্র ও ক্রোড়স্থা যুবতি নারীকেও সতত আশঙ্কা

ও চিন্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক ইহার বিপরীত যে আচরণ করে অর্থাৎ প্রভুকে ভয় না করে সে অচিরাৎ নাশ পায়।

---

৬ ষষ্ঠধারা।

ভৃত্যভেদে গুণ কার্য্যবিশেষ।

১। সাধারণ ভৃত্যগুণ কার্য্যেই অনেক চরিতার্থ হয় তথাপি পদোপলক্ষিত রূপে তাহার কিছু প্রভেদ বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইতেছে তাহার প্রকার এই যে প্রত্যেক কার্য্য ভেদে ভৃত্যের গুণ ভেদ প্রয়োজনীয় বরং কোন কার্য্যে যে গুণ হয় তাহা কার্য্যান্তরে দোষ বোধ হয় যেমন রাজকার্য্যে মন্ত্রি প্রভৃতির ব্যবস্থা কার্য্য অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক নিষ্পত্তি করণে কিছু বিলম্বই বিধান হয় কিন্তু শীঘ্র হইলে তাদৃশ কার্য্যে দোষাশঙ্কা হয় ঐমত শত্রু আক্রমণে সেনার কার্য্যে অতিত্বরায় শত্রু দমন কর্ত্তব্য কিছু বিলম্ব ঘটিলেই অনর্থ ঘটে। আর কাষ্ঠ কার্য্যী ছূতার লোকে কাষ্ঠাদি দীর্ঘ রাখিয়াই কর্ম্ম করে কেননা দীর্ঘ থাকিলে খাট করা সহজ হয় খাট হইলে আর দীর্ঘ হয় না কিন্তু কর্ম্মকার ও ধাতুকার্য্যী লোকে তাহার ঠিক উলটামতে চলে কেননা ধাতু পিটনে বাড়িয়া গেলে আর হ্রস্ব করা হয় না ইত্যাদি। অপিচ অবোধ লোকেরা এক শত ক্রোশ ভ্রমণ কি শত ভারবহন সহজ বোধে শারীরিক

পরিশ্রম অনেক করিতে পারে কিন্তু বুদ্ধির কার্য্যে অল্প আয়াস হইলেও তাহা বুঝিতে পারে না এবং সেই পথে যায় না। তাহার বিপরীত সুবোধ লোকের গতি দেখা যায়।

২। অতএব প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক ভৃত্যের অনুষ্ঠান পৃথক্২ রূপ উচিত হয় ইহাতে রাজমন্ত্রি প্রভৃতির গুণ রাজার গুণ সমান আবশ্যক বরং রাজাপেক্ষা রাজকার্যিদিগের অধিক সাবধানতার প্রয়োজন হয় যেহেতুক রাজা স্বাধীন তাঁহার আলস্যাদি দোষ, ক্রমে পুষ্ট হইয়া রাজ্য ও রাজাকে নষ্ট করে আর মন্ত্রি প্রভৃতির তাদৃশ দোষ রাজকার্য্য ব্যাঘাতক হয় এবং সেই দোষ রাজসমীপে শীঘ্র গোচর হইয়া ঐ মন্ত্রিকেও তৎক্ষণাৎ অপমান কি পদচ্যুত রূপে নষ্ট করে।

৩। রাজকর্ম্মোপযোগি ভৃত্য সকলের যেমত বিদ্যা বুদ্ধি ও ন্যায় গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য গুণাদি আবশ্যক সেইমত বিনয় ও প্রিয়বাক্য ও সত্যতা ও দয়াধর্ম্ম ও লোকলজ্জাবত্তা এবং দুষ্প্রকৃতি নীচসঙ্গ রাহিত্য ও আবশ্যক কেননা তাহারদিগের হস্তে ধনি মানি গৌরবান্বিত তাবৎ লোকের বিষয় উপস্থিত হয় যদি রাজ পুরুষেরা অবিনয়ী হন তবে সুতরাং দেশের মহৎ লোকের মান ও মর্য্যাদার হানি ও ক্লেশ বাহুল্য হয়।

৪। ঐরূপ মুহৎকার্য্যশালি ব্যক্তি দিগের, লোক সকলের অভিপ্রায় ও ইঙ্গিতজ্ঞত্ব ও অনুমান দৃঢতর প্রকারে থাকা আবশ্যক কেননা তাদৃশ গুণাঢ্য না হইলে কেবল লোকের কথা গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করিতে হয় এমতে অনেক প্রতারণা বাক্যে ভ্রান্ত হইয়া অযথার্থানুগামী হয় অতএব শাস্ত্রে কহেন যে।

উদীরিতার্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতাঃ।
অনুক্ত মপ্যূহতি পণ্ডিতোজনঃ পরেঙ্গিত জ্ঞান ফলাহি বুদ্ধয়ঃ॥

অর্থঃ। কথা শুনিয়া তাহার অর্থ পশুরাও বুঝে যথা ঘোড়া হাতীও কথামতে উঠে বৈসে আগে পাছে যায় এপ্রযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে কথা না কহিলেও ইঙ্গিত দ্বারা মর্ম্ম অনুভব করে এই বুদ্ধির ফল জানিবা ইহাতে বিষয় জ্ঞানে প্রতারকের প্রসক্তি থাকে না। অথচ প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিয়া প্রশংস্য হয়।

৫। উন্নত প্রভুর ভৃত্য উন্নতই উচিত যেহেতুক তাহার দিগের প্রতিনিধি রূপে ভৃত্য সকল প্রধান২ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহাত তুচ্ছ ও নীচ লোক দ্বারা কদাচহ সম্পন্ন হয় না।

৬। প্রভুর হানি না করিয়া ভৃত্য কোনরূপে স্বার্থ করিতে পারে না বরং ভৃত্যের যৎকিঞ্চিৎ লাভে প্রভুর অনেক হানি যথা রাজার ৫ পাঁচটাকা বার্ষিক কর নষ্ট করিয়া এক

টাকা মাত্র ভৃত্য পায়, আর প্রভুর ক্রয়বিক্রয়ে একআনা হানি করিয়া (১০ অর্দ্ধআনা দস্তুরি লয় এইরূপ তাবৎ বিষয় ঘটিয়া থাকে যাহারা মনে করে যে ব্যবহার কার্য্যে অর্থাৎ প্রজার মোকদ্দমা বিষয়ে কি প্রজার নিকট মাঙ্গন লওয়াতে প্রভুর হানি হয় না সে ভ্রান্তিমাত্র যেহেতুক যে কার্য্যে যে ভৃত্যকে বিশ্বাস করিয়া নিযোগ করা যায় তাহার কোন অংশে ব্যাঘাত হইলেই তাহার প্রভুর অনিষ্ট ও হানি বলা যাইতে পারে অতএব প্রভুর অনুমতি বিনা কোনমতে স্বার্থ করাই বিশ্বাসঘাতকতা দোষ হয়।

৭। মহাবাণিজ্য কার্য্যেও ঐরূপ মহৎ গুণাক্রান্ত সল্লোক ভৃত্য আবশ্যক বিশেষত প্রভুর অসাক্ষাতে সেই ভৃত্য প্রভুর সর্ব্বস্বের অধিপতি হয় সুতরাং তৎকালে যদি ভৃত্য বিশ্বাস কার্য্যের কিছু অন্যথা করে তবেত সে প্রভুর সর্ব্বনাশ ও আত্ম গৌরব ও জীবিকা ব্যাঘাতের পন্থা করাই হয়।

৮। সম্ভূয়সমুত্থান অর্থাৎ কোম্পানি রূপে বাণিজ্য কার্য্য আদি অংশি দ্বারা নির্ব্বাহ হয় তাহাতে অতিসাবধানতার প্রয়োজন আছে যে কার্য্যাধ্যক্ষ অংশী আত্ম প্রাধান্য গর্ব্ব না করিয়া সতত ঐ ব্যাপারের লাভে যত্ন ও হানির সম্ভাবনা নিরাস চেষ্টা করেন নতুবা সাধারণের হানি ও তাহার মহা কলঙ্ক ও লোকে ঘৃণিত হইতে হয়।

৯। যে যেব্যবসায়ে পারগ ও পণ্ডিত নাহয় তাহাকে তত্তৎ

কর্ম্মে রাখা কি তাহার সেই কর্ম্মে যাওয়া অনুচিত হয়। দেখ শিল্প ব্যবসায়ে তত্তদ্ব্যবসায়ি অনুকূল ভৃত্যের আবশ্যক এমতে কুমারের কার্য্যে কামার ভৃত্য কর্ম্মণ্য হয় না অতএব যে কোন ব্যক্তি স্বীয় ব্যবসায়ার্থ ভৃত্য কি অংশী করিতে বাঞ্ছা করে সদৃশ ব্যবসায়ী কি তদ্বিষয়ক নিপুণ ও পরীক্ষিত ব্যক্তিকেই রাখিবেক এবং থাকিবেক নতুবা ঘোর কলহ ও কার্য্য নষ্টই হয় তাহা প্রত্যক্ষেও দেখাযায়।

১০। সেবকের মধ্যে রাজকার্য্যান্তঃপাতী যুদ্ধ কর্ম্মশীল লোক অতি আদরণীয় তাহারদিগের প্রধান২ সেনাপতি আদি যেমত মান্য বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ মহৎ ব্যক্তি উচিত ঐরূপ বলিষ্ঠ ও সাহসী ও নির্ভয় ও পরাক্রমী ও বেগবান্ ও যুদ্ধাস্ত্র শাস্ত্রে পারগ ও কৃতী বীর ও বীর্য্যবান্ অরোগী অকাতর যুবা সকলকে সেনাকার্য্যে নিযুক্ত ও সুশিক্ষিত কর্ত্তব্য এবং তাহারদিগের ভরণ পোষণ ও যুদ্ধজয়ে পুরস্কারে সতত সন্তোষ রাখা বিহিত তবেই সেই সেনা প্রভুর আপ দুদ্ধারক ও রণে প্রাণ দায়ক হয়।

১১। জগতে পৌরুষ প্রকাশ অথচ পরমার্থ সাধন ও শরীর দ্বারা যশঃকীর্ত্তি চিরস্থায়ী করণের যেমত উপায় সৈন্য শ্রেণিতে হইতে পারে এমত আর নাই তথাচ সগর রাজা ও পরশুরাম ও রামচন্দ্র ও রাবণ ও হনুমান্ ও অর্জুন ও মান সিংহ ও রোস্তম ও সেকন্দর ও নাদের সাহা ও জঙ্গীশখাঁ ও

বোনাপাট প্রভৃতির ঐ কীর্ত্তি অদ্যাপি জাজ্বল্যমান দেখাযায় এমত অক্ষয় কীর্ত্তি অন্যত্র দুর্ল্লভ অতএব সেনা সকল সেই বিষয় সতত উৎসাহান্বিত থাকিবেক।

১২। অপিচ চিরকাল সুখ পালিত দেহ কদাচ চিরস্থায়ী নয় ঐ দেহের অবশ্যই পতন কোন সময় হইয়া থাকে তাহা যদি কীর্ত্তিকর হয় তবে ইহাব পর আর সৌভাগ্য কি আছে বিশেষত নিয়ত ভরণপোষণ দ্বারা যে প্রভু সর্ব্বদা প্রাণরক্ষা করিয়াছেন তাঁহার আপদ্ কালে প্রাণের মমত্বও যুক্ত হয় না অতএব যুক্তিযুক্ত ও প্রভুর আজ্ঞা বিনা পলায়ন কর্ত্তব্য নহে।

১৩। এতাবতা সর্ব্বদা সেনাগণ যুদ্ধে জয়ী হইবারই চেষ্টা করিবেক দৈবাৎ রণাগ্নিতে প্রাণাহুতি হইলেও খেদ নাই বিশেষত উভয়তই যুদ্ধ পরাক্রমে সেনার শ্রমের সার্থকতা আছে তথাচ গীতা।

হতোবা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং॥

অর্থঃ। যুদ্ধে জয় হইলে রাজ্যাদি লাভ ও পৌরুষ প্রকাশ ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হয় আর যুদ্ধ প্রাণত্যাগ হইলে জন্মজন্মান্তরীয় পাপ মোচন পূর্ব্বক স্বর্গবাস লাভ হয় অতএব উভয় প্রকারেই বীরের শ্রম ব্যর্থ হয় না।

১৪। কৃষিকার্য্যে ভৃত্য সকল প্রভুর সদৃশ পরিশ্রমী ও কার্য্যোদ্ধারক না হইলে ফল সিদ্ধি হয় না ইহাতেই কথিত হইয়াছে যে।

পিতৃনন্তঃপুরে দদ্যান্মাতৃর্দ্দদ্যান্মহানসে। গোষু
চাত্মসমং দদ্যাৎ কৃষিকার্য্যে স্বয়ং ব্রজেৎ॥

অর্থঃ। পিতার তুল্য লোককে অন্তঃপুরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেক, আর মাতার সদৃশ ব্যক্তিকে রন্ধনাগারে স্থাপন কর্ত্তব্য, গোসেবাতে আত্ম তুল্য লোককে রাখিবেক, কৃষি কার্য্যে স্বয়ং গমন করিবেক অর্থাৎ কৃষ্যাদি বিষয়ে প্রতি নিধি অল্প পাওয়া যায় কেননা বহুপরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য সেই কার্য্য তাহাতে নিতান্ত স্নেহকারী ব্যক্তি না হইলে অসাক্ষাৎ কেহই তাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করে না।

১৫। যেমত মহাকার্য্যে মহাবুদ্ধিমান্ ও মহাবিদ্বান্ লোকের প্রয়োজন সেইমত পরিচর্য্যা কার্য্যে অনালস্য ও সতর্ক ও স্নেহবান্ ও সুচতুর ও বিশ্বাসী ও মর্ম্মজ্ঞ শক্তিমান্ প্রিয়বক্তা লোকের অতি আবশ্যক হয় যে সতত প্রভুকে বিরক্ত নাকরে ও প্রিয়কার্য্য করে এবং সময়ানুসারে ও শারীরিক ভাবদৃষ্টে যত্ন ও উদ্যোগ করিতে থাকে। ঐ কার্য্য অপকৃষ্ট পদ লোকে প্রথিত আছে অতএব তাদৃশ লোকের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় বটে কিন্তু বিবেচনা করিলে অপকৃষ্ট হয় না যেহেতুক ঐ ভৃত্যাভাবে সেই২ কার্য্য অর্থাৎ রন্ধন ও শয্যা জলাহরণ পাদ ধৌতাদি কর্ম্ম স্বয়ং প্রভুরই কর্ত্তব্য হয় তবে কিমতে সেই প্রভুর স্বীয় কার্য্য অপকৃষ্ট হইতে পারে অতএব প্রভুর উচিত নহে যে তাহারদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করেন ও যন্ত্রণা

দেন বরং তাহারদিগের প্রতি সন্তানের ন্যায় স্নেহ করাই প্রধান কর্ম্ম হয়।

---

৭ সপ্তমধারা।

সাধারণ গুণ দোষ।

১। মনুষ্য জাতির যে গুণ ও গুণসামর্থ্য তাহা ধর্ম্মে স্থিতি থাকিলে প্রকাশ হয়। ঐ ধর্ম্মের বিবরণ ধর্ম্মাঙ্গনে কহাগিয়াছে। সেই দশবিধ ধর্ম্মই প্রধান গুণ ও তাহার বিপরীত দোষ হয়। বিশেষত অহংকার ও মমকার দোষ হয়। এপ্রযুক্ত ঐ দোষ নাশার্থ দেবীমাহাত্ম্যে সমাধি বৈশ্য বরগ্রহণ করেন তথাচ।

সোপি বৈশ্যস্ততোজ্ঞানং বব্রে নির্বিণ্নমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞ সঙ্গবিচ্যুতিকারকং॥

২। অতএব সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য যে অহঙ্কারী ও গর্ব্বী না হন এবং আপনাকে বড় জানিয়া অন্যকে ছোট জ্ঞান না করেন। কেননা ঐ দোষের তুল্য আরনাই, এবং ঐ অহং ও গর্ব্ব হইতে আর সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয়। অপিচ যত অপমান ও বিড়ম্বন ঐ অহংকার হইতে ঘটে তাদৃশ ক্লেশ আর অন্য কিছুতেই হয়না। তথাচ যোগবাশিষ্ঠে।

সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা।
সাসিপত্রবনশ্রেণী যাহং দেহইতিস্থিতিঃ॥

৩। অহঙ্কারে মিথ্যাকে উপস্থিত করে মিথ্যার তুল্য পাপ নাই মিথ্যাবাদিকে কেহ বিশ্বাস করেনা। মিথ্যাবাদী দুঃখী হয় একারণ মিথ্যা কহিবেক না তথাহি মনুঃ। ৪।১৩৮।

সত্যং ব্রুয়াৎপ্রিয়ং ব্রুয়াদিত্যাদি।

অপিচ। মিথ্যা সত্যের বাধক অথচ লোকের অক্ষয় সুখ সম্পত্তি সত্য দ্বারাই হয় সত্যবাক্য হিত জনক ও মান বর্দ্ধক। অন্যচ্চ কথা কহিবার যে শক্তি মনুষ্যে আছে, তাহার ভূষণ স্বরূপ সত্য। আর কথা কহিতে কর্কশবাক্য ও অশুদ্ধোচ্চারণ ও কদর্য্য শব্দ ব্যবহার কর্ত্তব্য নয়। কথাতে কাঠিন্য না হইতে পারে একারণ ঈশ্বর জিহ্বাতে অস্থিপ্রদান করেন নাই কাহা কেও কটূক্তি করিবেকনা অতএব কোমল ভাবে বাক্ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আর কোন সভাতে কি রাজাদি মান্য সমীপে অতি নম্র রূপে সদর্থ বাক্য প্রয়োগ মিষ্টালাপে করিতে হয়। অনেকের মধ্যে সামান্য প্রশ্ন হইলে অগ্রসর হইবেক না কেননা মূর্খের দিগের এই প্রধান দোষ যে অতি চিৎকার করিয়া কথাকহে ও অন্য কর্ত্তৃক উপস্থিত কথা সমাপ্ত না হইতেই কথারম্ভ করে। বিজ্ঞলোকে প্রসঙ্গ ও প্রস্তাব বিনা কথা কহেনা।

৪। লোকের নিকট গমনাগমন কার্য্যে অবকাশ ও সময় বিবেচনার অতি আবশ্যক অতএব পূর্ব্বাহ্নে ব্যক্তির অবকাশ ও তাহার বাক্য গ্রহণোপযুক্ত সময় নির্ণয় করিয়া গমন

করিবেক নতুবা নিষ্ফল গমন হয় ও আদর প্রাপ্ত হয় না, ঐ মত বসিবার বিবেচনা কর্ত্তব্য, মান্য লোকের অতি সান্নিধ্য বসিবেক না এবং অতি দূরেও বসিবেকনা তথা কেবল মৃদুস্বরে আলাপ করিবেকনা অথচ বড় উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেক না প্রণয় ব্যতিরেকে প্রয়োজনাধিক বাগ্‌ব্যয় কর্ত্তব্য নয় এবং জিজ্ঞাসা বিষয়ে নিঃশব্দ থাকা দোষাবহ হয় যথাহ মনুঃ।

অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী।

৫। অনর্থক কাহাকেও কটুবাক্যে বৃথাবাদানুবাদে ও অপ্রিয় বচন দ্বারা বিরক্ত করিবেক না তথাচ কালিকা পুরাণং। ৪২।

জাতিহীনং বিত্তহীনং রূপহীন মদক্ষিণং।
হীনাঙ্গ মতিরিক্তাঙ্গং তেন দোষেণ নাক্ষিপেৎ॥

এবং কাহার অমঙ্গল সংবাদ অগ্রগামী হইয়া কহিবেক না।

৬। যে কথা প্রকাশ্য নয় তাহা সুহৃৎকেও কহিবেক না যেহেতুক সুহৃদের সুহৃদ আছে এমতে তাহা আর গোপন থাকে না অতএব অপ্রকাশ্য কথা মুখ হইতেও বাহির করিবেক না অপিচ অন্তঃকরণের কথা একবার মুখ হইতে বাহির হইলে আর সম্বরণ করা যায় না।

৭। আত্ম মনোদুঃখ যেপর্য্যন্ত সুহৃদ্ ব্যক্তির দ্বারা প্রতিকার সম্ভব তাহাই বন্ধু লোককে কহিবেক নতুবা নিষ্ফল, মানস ক্লেশ ব্যক্ত করণে অপমান মাত্র সার আর বিপক্ষের উপহাস মাত্র হয়। তথাচোক্তং।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান ন প্রকাশয়েৎ॥

৮। আত্মশ্লাঘা ও লাভার্থ অথবা দ্বেষ রূপে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও মিথ্যাপবাদ কাহার নিকট কর্ত্তব্য নয় এবং কোন ব্যক্তির গুপ্ত দোষ প্রকৃত জ্ঞাত থাকিলেও তাহা ব্যক্ত করিবেক না কেননা এই সকল নীচ প্রকৃতির কার্য্য চোকলখুরি ও গোয়েন্দাগিরি ভদ্র লোকের কর্ত্তব্য নহে। এবং তাহাতে লোকের বিশ্বাস থাকে না।

৯। অসম্ভব কথা যে কেহ কহে তাহা বিশ্বাস কর্ত্তব্য নয়। অতএব যে কেহ কোন কথা কহে তাহাতে কার্য্য কারণ ও মূলানুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া যদি বিশ্বাস যোগ্য হয় তবেই বিশ্বাস করিবেক নতুবা উন্মাদের মত প্রতিকথাতেই ভ্রান্তি হইয়া অনর্থ করা হয়।

১০। যেবস্তু প্রাপ্য নয় তাহার প্রয়াস কর্ত্তব্য নয়। অর্থাৎ যাহা লাভের সম্ভাবনা ও আয়োজন নাথাকে তাহা প্রাপণের ইচ্ছাতে ব্যগ্রহইয়া বৃথা পরিশ্রম ও কালহরণ ও দুঃখ ভোগ সার হয়।

১১। নষ্ট কি ভ্রষ্ট কি লোপ কি হাতছাড়া যাহাহয় তাহার কারণ অনুশোচনা কর্ত্তব্যনয়। দেখ মৃত ব্যক্তির শোক বৃথা, সেত আর জীবিত হয়না এবং দগ্ধবস্তু পুনর্ব্বার স্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়না তবে তাহার কারণ দুঃখ ভোগ নিতান্ত অবোধতাই হয় ইত্যাদি।

১২। ব্যবহার বিষয়ে ন্যায়ত বিবাদে যে রাগদ্বেষ বিধেয় তদতিরিক্ত স্থানে কাহার প্রতি দ্বেষ ও ঈর্ষা কর্ত্তব্য নয় ও পর শ্রী কাতরতা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য কেননা তাহাতে লোক সততই অসুখী থাকে এবং এমত কোন কাল কি দেশ নাই যাহাতে ঈশ্বরেচ্ছাতে কোন ব্যক্তির কোনঅংশে ভাল না হয় আর জীবিতবান্ ব্যক্তি অবশ্যই দশজন লোকের মধ্যে থাকে তাহারদিগের সুখাদি সম্ভবে ঈর্ষক কেবল পরের ভাল দেখিয়া আপনেই অন্তর্দাহে দগ্ধ হয় এমতে পণ্ডিতেরা কহেন ঈর্ষা রোগের প্রতিকার মরণান্তে হয়।

১৩। সতত লোকের প্রণয়ে চেষ্টান্বিত হইবেক এবং উপকার করণ দ্বারা কিম্বা আত্ম সুশীলতা ও সৌজন্যদ্বারা লোকের প্রীতি করিবেক ও কদাচহ কাহাকে মর্ম্মান্তিক রুষ্ট বাক্য কহিবেকনা। প্রণয় প্রীতি এমত পদার্থ যাহার দ্বারা জগৎকে লোক বশ্য করিতে পাবে ও সর্ব্বত্র মান্য হয় অপিচ আপন প্রয়োজন অনায়াসে সিদ্ধি করিতে পারে। প্রণয়ে যত কার্য্য সিদ্ধি হয় ন্যায় কি বিচার কি অন্য কোন প্রকারে তাহা সফল হয় না।

১৪। সতত ন্যায় বর্ত্তী থাকিবেক এবং ন্যায়ানুগত বাক্য কহিবেক কাহার সহিত অন্যায়াচরণ করিবেকনা ও সর্ব্বত্র ন্যায়ের দ্বারা ব্যবহার দৃঢ় করিবেক কি রাজা কি প্রজা কি স্বগণ কি বিগণ কি পিতৃলোক কি সন্তানাদি কি প্রভু কি ভৃত্য

তাবতেই ন্যায়ে বশীভূত থাকেন ন্যায় না থাকিলেই অন্যায় হয় তাহাতে কেহই বাধ্য থাকেন না। কোন২ পণ্ডিত ন্যায়কেই ধর্ম্মমূল ও পরমার্থ সাধন কহিয়াছেন যে ন্যায় স্থির থাকিলে ধর্ম্ম থাকেন ও ঈশ্বর প্রসন্ন হন।

১৫। মাদক ভক্ষণে মত্ত হওয়া কোন ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। বরং মাদক সংস্পর্শ ও তৎসঙ্গ অতি অপকারক হয় যেহেতুক তাহাতে প্রবৃত্তি একবার হইলে আর ক্ষান্ত হইতে পারে না। অপিচ মত্ততাজন্য বুদ্ধিনাশ ও জ্ঞান লোপ ও সদসৎ বিবেচনা রহিত হয়, মত্ত আত্ম ধনাদিনাশ ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত ও অন্যের অপকার অনেক করিয়া থাকে। কখন মত্ত ব্যক্তির অনর্থক প্রাণ হানি হয়।

১৬। নীচসংসর্গ ও কুসংসর্গ কদাচ কর্ত্তব্য নয়। নীচলোক ও কুলোক হইতে দোষ বিনা কখন ঘটেনা এবং নীচসঙ্গে নীচ হয় তাহাতে সৎলোকের ত্যাজ্য ও মান হানি হইয়া যায় তথাচ। মহানাটকং।

> পরস্ত্রীমাত্রেব কুচিদপিনলোভঃ পরধনে নমর্য্যাদা ভঙ্গঃ কুচিদপিন নীচেষ্বভিরুচিঃ। রিপৌশৌর্য্যং ধৈর্য্যং বিপদি বিনয়ং সম্পদি সতামিদং বক্ত্রভ্রাতর্ভরত নিরতো যাস্যসি সদা।

১৭। যেমত নীচসঙ্গ ত্যাগ ঐরূপ সৎসঙ্গ লাভ মনুষ্যের মহোপকারক হয় অতএব সেই রূপ চেষ্টা সততই কর্ত্তব্য।

১৮। অকৌটিল্যভাবে সর্ব্বদা সরল সোজারূপে ব্যবহার ও কার্য্য কর্ত্তব্য কেননা সরল সাধু হয় আর কুটিল ব্যক্তি পাপী তাঁহার যশ ও সুখ ইহ কালেও নাই পরকালেও ঐ দশা।

১৯। কোমল স্বভাব ও কোমল ব্যবহার সাধু লোকের সহিত সততই কর্ত্তব্য বটে কিন্তু দুষ্ট লোকের সহিত কোমল ব্যবহার উচিত হয় না যেহেতুক দুষ্টেরা তাহাতে অতি প্রশ্রয় পায় এমতে বলা যায় যে সাধুলোকের অপকারে যেমন মন্দ হয় দুষ্টের প্রতি সদ্ব্যবহারেও সেই রূপ অভদ্রতা ঘটে অত এব দুষ্টকে কঠিন শাসনে ও কঠিন ব্যবহারে শাস্তরাখাই বিধেয়। তথাচ গরুড় পুরাণং।

দুর্জ্জনাঃ শিল্পিনোদাসা দুষ্টাশ্চ পটহাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তাড়িতা মার্দ্দবংযান্তি নতে সৎকার ভাজনাঃ ।।

২০। উদ্যম সততই কর্ত্তব্য শ্রীশ্রীইচ্ছাক্রমে ফলসিদ্ধি হউক বা না হউক কেননা ভবিষ্যৎকার্য্যের নিশ্চয় নাই আর উদ্য মের দ্বারাই ফলপ্রাপ্তি দেখা যায় অতএব উদ্যম ত্যাগ করিলে কেবল আলস্য জন্য শরীর নাশমাত্র ফল লাভ হয় এবং হইতে পারে যে সেই উদ্যমের ফলসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও অনুদ্যমে তাদৃশ ফল হইতে নিরাশ হইতে হয় তবে কৃতিসাধ্য বিবেচনাতেই উদ্যম করা উচিত। যথাহ কাশী খণ্ডে ৫৩।

নোদ্যমাদ্বিরতিঃ কার্য্যা ক্বাপিকার্য্যবিচক্ষণৈঃ।
নোদ্যমাদ্বিরমন্তীহ জ্ঞানিনঃ সাধ্য কর্ম্মণি॥
৫৮। উদ্যমঃ প্রাণিভিঃ কার্য্যো যথাবুদ্ধি র্যথাবলং।
পরং ফলন্তি কর্ম্মাণি তদধীনানি শঙ্কর॥

২১। আলস্য কদাচ কর্ত্তব্য নহে আলস্যে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় এবং আলস্য জন্য বুদ্ধির হ্রাস হয় ও আলস্যে লোকের সময় বৃথা যায় অতএব যদ্যপি কার্য্য না থাকে তথাপি দিবা শয়নাদিরূপ আলস্য ক্রিয়াতে রত না হইয়া বিদ্যা চেষ্টা ও গ্রন্থালোচন রূপ কর্ম্মে সতত নিবিষ্ট হইবেক।

৮ অষ্টম ধারা।

দোষ প্রতিকার।

১। শারীরিক কতক ভাব আছে তাহা ন্যায্য ও যুক্তি সিদ্ধ রূপে চলিলেই গুণ হয়। আর বিপরীতরূপে ব্যবহার করিলেই দোষ হয় ইহা বিনা গুণ দোষ স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে।

২। মুসলমানেরা কহে যে দুঃখদায়ক দোজখের মধ্যদিয়া এক সূক্ষ্ম পথ আছে সেই পথদিয়া অতি সাবধানে গেলে বেহস্ত রূপ সুখাস্পদ প্রাপ্ত হয় ইহার ভাব কেহ বর্ণনা করেন যে। কাম ক্রোধাদি শারীরিক ভাবের অন্যূন অনতি রিক্ত ভাবে মধ্য পরিমাণ যে সেই সেপথ ঐ পথের উভয় পার্শ্ব অর্থাৎ অল্প কিম্বা অধিক দুঃখদ নরক হয় জানিবা।

৩। কামভাব শরীরের মূল তাহাতেই জগতের স্থিতি ঐ কাম শরীর সত্ত্বে নাশ্য নয়। অপিচ বিবাহ নির্ব্বন্ধে স্বদারে ঐ কাম প্রচার গুণ হয় এবং কামপীড়ার ঔষধ দ্বারা তাহাতে অনুরাগ দ্বারা কামবেগ শান্তি কর্ত্তব্য। তথাচোক্তং। স্বদার নিরতো ভবেৎ। অন্যচ্চ। বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতিঃ॥ তদ্ব্যতিরিক্তে বস্তু বিচার॥ পরকীয় মূত্রদ্বারেও নশ্বর বিকারে লিপ্সা অতি ঘৃণিত হয়।

৪। ক্রোধ এক মহাভাব ক্রোধভাব না থাকিলে শরীর রক্ষা হয় না, কিন্তু ঐ ক্রোধ কেবল সাপরাধির প্রতি যথা যোগ্য রূপে গুণ হয় এবং দোষমাত্রের প্রতি বিশেষত অবিবেচিত ক্রোধের প্রতি ক্রোধ করণ প্রধান কার্য্য দেখা যায় তথাচোক্তং।

অপরাধিনিচেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধঃ কথং নহি।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥

অপিচ অসঙ্গত ক্রোধ মহা ভয়ানক দোষ এমতে অধ্যাত্ম রামায়ণে কহেন।

ক্রোধ এষ যমঃ সাক্ষাৎ তৃষ্ণাবৈ তরণী নদী।
সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেবহি কামধুক॥

তবে ইষ্ট বিয়োগে সহসা ক্রোধোৎপত্তি হইলে তাহার শান্তি চেষ্টা নির্জ্জনে গমন, ও শীতল জলপান, ও নিদ্রা, দ্বারা কর্ত্তব্য নতুবা প্রতিক্রোধ দ্বারা কদাচ ক্রোধ শান্তি হয় না।

৫। লোভ না থাকিলে শরীর পুষ্ট থাকে না অন্নপানাদি

তাবৎ লোভের কার্য্য এমতে উপস্থিত বস্তুর প্রতিই লোভ কর্ত্তব্য এবং ন্যায্য নিজস্বত্বাস্পদীভূত বিষয়েতেই লোভ শান্তি কর্ত্তব্য নতুবা চৌর্য্যদোষ হইয়া মহা দুঃখ দায়ক হয়।

৬। মোহ ভ্রান্তিমাত্র পদার্থ তাহাকে বিচার করিলে আপ নেই পলায়। তথাচোক্তং যোগ বাশিষ্ঠে।

কোহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগতঃ।
ন্যায়েনৈতং পরামর্শো বিচার ইতি কথ্যতে॥

৭। মদগর্ব্ব মিথ্যা জ্ঞান জন্য হয় তাহাতে বিশেষ মনো যোগ করিলে মদমত্ততা ক্ষয় হয়।

৮। মাৎসর্য্য অহঙ্কার বিশেষ মোহের প্রতিকারেই তাহার প্রতিকার হয় এমতে কাশীখণ্ডে। ৩৫ উক্ত হইয়াছে।

কামং ক্রোধং মদং মোহং মাৎসর্য্যং লোভমেবচ।
অমূন্ ষড বৈরিণো জিত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥

৯। ঈর্ষা একটা বড দোষ বটে কিন্তু তাহার প্রতিকার আত্মোন্নতি চেষ্টা দ্বারা করিলে উত্তম হয় কেননা পরের উৎ কর্ষগুণের অসহিষ্ণুতা রূপেই ঈর্ষা হয়। যে যে রূপে অন্যের উৎকৃষ্টগুণ হইয়া থাকে সেই সেই ভাবে তাহা অপেক্ষা আপনে উৎকৃষ্ট হইলেত আপনাব ছোটবই বড়কেহ থাকে না সতরাং উত্তমতাব চিন্তাতেই ঈর্ষা শান্তি হয়।

১০। শোক একটা নিরর্থক দুঃখদায়ক দোষ তাহাকে কোন রূপেই আদর করিবেকনা বরং শোক উপস্থিত মাত্র বহুজন মধ্যগত ও অন্যপ্রিয় কার্য্যের আমোদে লিপ্ত হওন

দ্বারা শোকের বিষয় বিস্মৃত হইবেক ফলেও কোন বস্তুর নাশ জন্যই শোক হইয়া থাকে। অথচ সংসারে ঈশ্বর বিনা কোন পদার্থের নিত্যতা নাই তবে আপনে থাকিতে২ কতক যায় অথবা আপনে যাওয়াতে কতক থাকে উভয়ত সঙ্গের সঙ্গী কেহও কিছু নয় স্বয়ং আত্মা ও আত্মা ভিন্নের সংযোগ ঈশ্বরেচ্ছা নিয়মে হইয়া থাকে তাহা যত দিন হয় সেই ভাল ইহাতে মমতা ভ্রান্তির আবশ্যক কি এমতে শোক শান্তি হয়।

১১। ভয় একটা বড উৎপাত। ফলত পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে ভয়করা অবোধতা মাত্র কেননা সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর তিনি যাহাকে যে কার্য্যে যে অবস্থাতে রাখেন তাহাই শ্লাঘ্য অতএব মরণাদি পর্য্যন্ত কোন অবস্থাই ভয়ের কারণ নয় তবে অসৎ কার্য্যের প্রতি ও লোকাপবাদ ও লজ্জাতে ভয়করা সেটাত গুণ হয়। তথাচ লোকাপবাদাদ্ভয়ং।

১২। নিদ্রালস্য সময় মতে গুণ হয় অসময়ে দোষ হয় ইহাতে কার্য্য ব্যগ্রতা ও কার্য্য নৈপুণ্যের দ্বারা ঐ দোষ শান্তি কর্ত্তব্য যেমন বসিয়া থাকাতে যদি নিদ্রাবেশ হয় তবে পাদ চালন দ্বারা তাহার প্রতিকার করাযায়।

১৩। উন্মনস্কতা চিন্তা আর একটা দোষ লোকের মন ও কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায় তাহাতে প্রিয় বান্ধবের সমাগম ও সদালাপ এবং শাস্ত্র চিন্তা কর্ত্তব্য এমতে ঐ দোষের শান্তি হয়।

৯ নবম ধারা।

ধৈর্য্য অর্থৎ

সহিষ্ণুতা।

১। এই ধৈর্য্য মাহাত্ম্য ধর্ম্মাঞ্জনে ধৃতি প্রকরণে বিস্তারিত কথিত হইয়াছে বাস্তবিক সংসারে ধৈর্য্যের পর আর গুণ নাই একধৈর্য্য গুণ থাকিলেই লোকে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারে এবং বিপদের মহৌষধ রূপ ধৈর্য্য হইয়াছে। তথাচোক্তং মহানাটকে।

রিপৌ শৌর্য্যংধৈর্য্যং বিপদি বিনয়ং সম্পদি ।।

২। দেখ এই জগতে যত লোক আছে কাহারো উৎপাত ও উদ্বেগ ছাড়ানাই তথাচ কালিকাপুরাণে। ৩৬।

নাত্র মন্যুস্ত্বযা কার্য্যঃ সুখ দুঃখে শরীরিণাং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তেতে নৈতাভ্যাং হীয়তে জনঃ ।।

অপিচ কি দৈবিক উৎপাত, কি প্রাণি কর্ত্তৃক উদ্বেগ, কি দেহোৎপন্ন নানা ক্লেশ, একটা না একটা লাগাই আছে তাহা ছাড়ানের কোন উপায়ই নাই এমতে সাংখ্য সূত্রং।

নদৃষ্টাত্তৎ সিদ্ধিঃ নিবৃত্তেরপ্যনু বৃত্তিদর্শনাৎ ।।

অর্থঃ। দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা ঐ সকল উপদ্রব শান্তি হয় না বরং দেখা যায় যে কোন কারণ দ্বারা নিবৃত্তি করিলেও ঐ কারণাভাবে পুনরুৎপাত উপস্থিত হয়। আর যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপকার হয় তবে এই চিন্তনীয় যে

জীব প্রকৃত কর্ত্তা নয়, অপিচ ঈশ্বরের অস্ত্রাদি রূপ, সুতরাং ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হওয়া অনুচিত। যেমন ধনু হইতে তীর দূর যায় বটে কিন্তু ধনুর্দ্ধারী পুরুষ তাহার কর্ত্তা, সেই মত ঈশ্বরই সর্ব্বকর্ম্ম ঘটনারও কর্ত্তা। তথাচ গীতা।

ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

৩। অপিচ দৈবায়ত্ত ঘটনার প্রতি মনুষ্যের অতিশয় সাবধানতা ও কর্ম্মণ্য হয় না। তথাচ রামায়ণে।

কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান।
ন যস্য গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র দৃশ্যতে॥

ইহাতে সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে জীবের গত্যন্তর নাই সুতরাং যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বী না হয় তাহারা কেবল উন্মাদ ন্যায় ত্যক্ত বিরক্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নানাদেশ গমন নানা কদর্য্যানুষ্ঠান করণ দ্বারা আরো অনেক২ দুঃখভোগ করিয়া থাকে মাত্র।

৪। অতএব ধৈর্য্যই সকল সুস্থিরতার কারণ হয় এবং ধৈর্য্য দ্বারা সংসারস্থ জীব স্বস্বব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ও যত যত জ্ঞান সামর্থ্য ও বিদ্যা বুদ্ধি লোকে প্রাপ্ত হয় ততই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকে।

৫। সংসার দুঃখের নিবৃত্তি না থাকাতে ও অবশ্য ভোগ্য ক্লেশ ভোগ করিতে এবং সেই কৌশলেই জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হওন প্রযুক্ত ভগবান্ গীতাতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত কহিয়াছেন যে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

অর্থঃ। এই জগৎস্থ পদার্থ ও ঘটনা সকল ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য ইহারা শীত উষ্ণাদি সুখ দুঃখ প্রদান করে অনিত্য আইসে ও যায় অতএব ইহারদিগকে হে অর্জ্জুন তুমি সহিষ্ণুতা কর এতজ্জন্য ভ্রান্ত ও ব্যস্ত হইও না।

১০ দশম ধারা।

সন্তোষ।

১। সন্তোষ পরম পদার্থ। জগতের ও জ্ঞানের সার, এই সন্তোষ আকাঙ্ক্ষাতেই তাবৎ আয়োজন পরিশ্রম লোকে করে কিন্তু বিষয়ে সন্তোষ নাই মনে আছে। এই অনুসন্ধান যে পণ্ডিতেরা জানেন তাঁহারাই সন্তোষ পান নতুবা ধন জন রাজ্য সম্পত্তি কিছুতেই তাহা হয় না। কেবল আশা তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে তাহা সিদ্ধি পায়। যথাসাংখ্য সূত্রং নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ। তথাচ পুরাণং।

যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চদিব্যং মনোহরং।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈব কলাংনার্হন্তি ষোড়শীং॥

২। এই সন্তোষ না থাকাতে লোকে লোভাক্রান্ত হইয়া নানা পাপ কর্ম্মে রত হয় ও জগতের মধ্যে যে যে অনর্থ ও দুঃখ ঘটে এই সন্তোষ অভাবেই হয়। তথাচ মনুঃ। ৪।১২।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষ মূলংহি সুখং দুঃখ মূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

অর্থঃ। অতিশয় ধনাদি বাঞ্ছা যত্ন জন্য ক্লেশ ভোগাদি রহিত চিত্তামোদ সন্তোষ মূল সুখ অতএব সেই মত সুখার্থে যত্নবান্ হইবেক তাহার অন্যথাতেই দুঃখ হয়।

৩। কি রাজা কি প্রজা এবং কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি গৃহী ও কি বনচারী যাহারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছে পরমেশ্বরের কৃপাতে তাহারাই কৃতার্থ হয়।

৪। সন্তোষের নিমিত্তে ভূরিধন কি অনেক দ্রব্যাদি অপেক্ষা করেনা যদি মনের স্বচ্ছন্দতা ও উদারতা ও মহত্ত্বা ও বিচার ও বিবেক থাকে ও বুদ্ধি নির্ম্মল হয় তবেই সন্তোষ জন্মে তাহাতে যত সুখ হয় ধনাদিতে তাহা কদাচ হয় না। তথাচ।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্ত চেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলব্ধানা মিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং॥

৫। যদি বল যে অর্থাদি সামর্থ্য সাধ্য ব্যাপারে কেবল মনের সন্তোষে কিরূপে চরিতার্থ হয়। উত্তর, ব্যাপার সিদ্ধি হওয়া কি না হওয়াতে সন্তোষের সম্বন্ধ নাই কেননা কারণ কলাপ ঘটিত যে ব্যাপার তাহা কখন কারণ সত্ত্বে হয় কখন কারণা ভাবে না হয়। সন্তোষ স্বরূপ জীবন্মুক্তি দশা তাহা অনেক পুণ্যে ঈশ্বর কৃপাতে কেবল মনেই উদয় হয় এবং সন্তোষেতে তাবৎ সম্পত্তি ভোগ জন্য সুখ তৃপ্তি সন্তোষী ব্যক্তি লাভ করে। তথাচ স্মৃতিঃ।

সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্যমানসং।
উপানদ্গূঢপাদস্য নমু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ।।

অর্থঃ। যাহার মনেসন্তোষোদয় হয় তাহার সকল সম্পত্তিই লাভ হয় যেমন চর্ম্ম পাদুকা দ্বারা আচ্ছাদিত পাদ যেলোক তাহার সম্বন্ধে পৃথিবী তাবৎ চর্ম্মাচ্ছাদিতা থাকেন অর্থাৎ সন্তুষ্টমন ঈশ্বরেচ্ছানুগত হইয়া যেং বিষয় গমন করে নিজ সন্তোষেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেখে যে মায়াকার্য্যের প্রকৃত কর্ত্তা ব্রহ্ম সনাতন ইতি।।

সমাপ্তং কর্ম্মাঞ্জনং।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১২	আছ্যেয	আছয়ে
৩	৯	ব্যাপর	ব্যাপার
৯	২০	প্রকরণ	প্রকরণং
১০	২০	বিদ্য	বিদ্যা
১৪	৭	ঐবিদ্যাহীন তেজ	ঐবিদ্যা হীনতেজ
১৫	১৪	নিগত	নির্গত
	২২	লেকের	লোকের
১৬	৮	স্বীয	স্বয়ং
১৯	২০	সখ	সুখ
২৩	১৮	তবেও	তবেত
	২০	মকত্ত	মকংও
২৫	৯	পথিবী	পৃথিবী
৩৭	১১	মুখ	মূর্খ
৩৯	১২	স্থল	স্থূল
৪০	৭	লহো	নহো
৪৩	২	বদ্ধির	বৃদ্ধির
	৩	বদ্ধির	বৃদ্ধির
৪৮	২০	শুশষু	শুশ্রূষু
	২১	আপ্ত সো	আপ্তঃ স্বো
৫০	১	চিন্তা	চিন্তা
	৬	নেমন্তি	নমন্তি
	১১	ব্যক্ত	ব্যক্ত
৫৫	৬	মূখর	মূর্খের
৫৬	৫	থাকেন	থাকেনা
	৮	ঈর্য	ঈর্যা
৬০	১০	১৭	১
৬১	৯	অন্যের	অন্যের
৬১	৫	তাহাতে	তাহাত
	২১	৭। ও চতু	৭। চতু
৭৩	৬	সর্ব্বদা	সর্ব্বথা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	১৪	নবাবও শিরাজদ্দৌলা	নবাব শিরাজদ্দৌলা
৭৫	৩	কিন্ত	কিন্তু
৮০	৩	ভমি	ভূমি
৮৩	১৯	কর	করা
৮৪	৩	কোযস্যচ	কোষস্যচ
	২২	নবায	করিয়া
৮৫	৪	৮।৭ ধাবার	৮ ধাবার৭
	৭	নণাং	নৃণাং
	১০	দ্দদশ	দ্দশ
৮৬	১	মুযিকের	মূষিকের
	৩	ক্রান্ত	ক্রান্ত
৮৭	৮	চর	চুর
	২১	মপো	মূপো
৮৮	১১	গহা	গুহা
	২২	লচ্চা	লুচ্চা
৮৯	২১	অযথাথ	অযথার্থ
৯২	১	বভজং	বুভুজং
	২	পুরুযা	পুরুষা
৯৪	১৭	দও	দণ্ডা
৯৮	২১	যদ্ধ	যুদ্ধ
১০১	১১	মত্যু	মৃত্যু
১০২	২০	আশী	আশা
১০৫	পংক্তি	১৯৫	১০৫
১০৭	২০	মনষ্যত্ব মনষ্য	মনুষ্যত্ব মনুষ্য
১১০	১০	উপান	উপান প্রস্তুত
১১১	২১	মৃতপমঃ।	মৃতোপমঃ। সেইসঞ্চ যেরস্থান গহঃ।
১১১	১০	গর্ভিণী	গর্ভিণী

১১৪	১৬	গহস্থ	গৃহস্থ
	২২	মতাবপব	মাতারপর
		লেকের	লোকের
১১৫	৬	স্মতি	স্মৃতি
১১৮	৬	জ্ঞান	জ্ঞাপন
	৯	প্রজনার্থং	প্রজ্ঞনার্থং
১১৯	১০	সমুতাং	সম্মৃতাং
	২০	তাহাতে	তাহাত
১২০	৫	নণাং	নৃণাং
	১৫	কলং	কুলং
১২১	৪	সল	সলা
	২	অন্তঃপাবব	অন্তঃপুবেব
১২৪	৬	শিক্ষাথ	শিক্ষার্থ
১২৬	২১	থাক্ক	থাকে
১২৭	১৩	আবোজন	আয়োজন
	১৭	প্রাথযা	প্রাথর্য্য
	১৯	সংসগ	সংসর্গ
১২৯	৬	তৌর্দ্ধিদৈহিকং	ঔর্দ্ধদৈহিকং
১৩০	১৫	কশা	কৃশা
১৩১	২০	বহিস্কৃতসা	বহিষ্কৃতস্য
১৩২	৩	সদাশবক্তা	সদাবক্তারে
	৭	ম	মত
১৩৩	১৫	মক্তি	মুক্তিং
১৩৪	২২	পথিতে	পুথিতে
১৩৬	১৩	যদ্ধ	যুদ্ধ
	১৪	অশ্বান	অশ্বান্ত
১৪৪	১৪	সবিধা	সুবিধা
	১৬	কতিত	কবিত
১৪৭	২২	আক	আব
১৫১	১	বিপঃ	বিপুঃ
১৫৫	৭	কেতর	কেহর
১৫৬	১৯	ককতে	কুরুতে
১৫৭	২	বাকুলা	ব্যাকুল
	২১	পত্র	পুত্র
১৬০	১০	ভতাশয়ে	ভূতাশয়ে
১৬৫	১৪	পাওবা	পাওয়া
১৭০	৮	অসদভ প্রায	অসদভিপ্রায
	১৭	কোধকরিয	ক্রোধকরিয়া
১৭১	১১	প্রভ	প্রভুব
১৭২	১৭	ইহকালে	ইহকালেরও
১৭৩	৫	বিদ্যাহীন	বিদ্যাহীন
	২০	বন্ধ	বন্ধু
		আশায	আশায়
	২১	। দেখ	। দেখ
১৭৫	১৭	অধঃ	অধঃ
১৭৬	১১	দে	দেখ
১৭৭	১৭	কট	কটু
১৮২	১৬	বাপ	রূপে
১৮৪	২	অনুকুল	ভতোর
		ভতোর	অনুকূল
১৮৫	২	দল্লভ	দুর্ল্লভ
১৮৬	৫	অত্ম	আত্ম
১৯১	১৫	কায্য	কার্য্য
	২১	ভত্য	ভৃত্য
১৯৬	১৯	সতরাং	সুতরাং
১৯৮	২	অর্থং	অর্থাৎ
২০০	১৭	তৃষ্ণা	তৃষ্ণা
২০১	২	মলং	মূলং
২০১	২০	পণ্যে	পুণ্যে
২০২	২	ভঃ	ভুঃ